ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

Know Your Candidate [KYC]

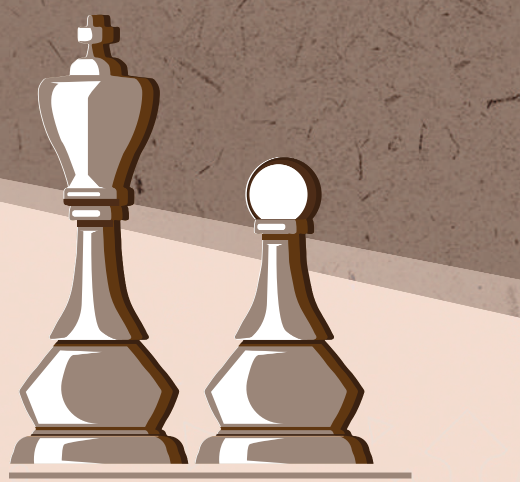

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হলফনামায়
প্রার্থী পরিচিতি

হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষকদের ও টিআইবির।

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি
রিফাত রহমান, সহসমন্বয়ক, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি
কে. এম. রফিকুল আলম, সহসমন্বয়ক, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি
ইকরামুল হক ইভান, সহসমন্বয়ক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি
কাজী মাহদী আমিন, সহসমন্বয়ক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি

বিশেষ সহযোগিতা

শিফা আক্তার বৃষ্টি, মোঃ আসাদুল ইসলাম, তাসফিয়া প্রমি, সুমাইয়া রহমান টুম্পা, মোঃ আহসান হাবীব, তাসনীমা আক্তার, ইসরাত জাহান, সাদিকা খান সিঁথি, মোঃ মুসফিকুর রহমান, আবদুর রব, আফরিন সুলতানা, সাইফুল ইসলাম, আফিফা বিনতে আব্দুল মান্নান, রিমি খাতুন, সাইমুল ইসলাম সাব্বির, মেহেরিনা নওরীন ও মোঃ সজীব হোসেন।

প্রচ্ছদ অলংকরণ

সামছুদ্দোহা সাফায়েত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরোনো)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২ ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২ ৪১০২১২৭২
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org

মূল্য : ১৩৫.০০ টাকা

ISBN: 978-984-35-6758-1

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
প্রথম অধ্যায়	
নির্বাচনী হলফনামার চালচিত্র : জনগণের জন্য বার্তা কী?	**০৯**
১.১ ভূমিকা	০৯
১.২ নির্বাচনী ব্যবস্থায় হলফনামা	১০
১.৩ হলফনামা ও জবাবদিহি	১১
১.৪ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপদ্ধতি	১২
১.৫ হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল	১৩
১.৬ সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৩৬
১.৭ সুপারিশ	৩৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
প্রার্থীদের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ	**৪১**
২.১ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার	৪১
২.২ নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার	৪৪
২.৩ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৭
২.৪ প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)	৫০
২.৫ রাজনৈতিক দলে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থী	৫২
২.৬ প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ	৫৪
২.৭ রাজনৈতিক দলসমূহে কোটিপতি প্রার্থীদের হার	৫৬
২.৮ এক একর জমি আছে এমন প্রার্থী	৫৯
২.৯ প্রার্থীদের জমির মালিকানা	৬১
২.১০ কমপক্ষে দুটি বাড়ির মালিক এমন প্রার্থী	৬৩
২.১১ রাজনৈতিক দলে দায় বা ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার	৬৫
২.১২ দলভিত্তিক গড় ঋণ	৬৭
তৃতীয় অধ্যায়	
নির্বাচনী হলফনামায় দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের চিত্র	**৭১**
৩.১ সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা	৭১
৩.২ সংসদে নির্বাচিত নারী সদস্য	৭৩
৩.৩ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৭৪
৩.৪ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশা	৭৪
৩.৫ সংসদ সদস্যদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র	৭৫
৩.৬ সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের তুলনামূলক চিত্র	৭৭
৩.৭ সংসদ সদস্যদের স্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ	৭৯
৩.৮ দায়দেনা ও ঋণের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৮১
৩.৯ আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষে থাকা সংসদ সদস্য	৮২
৩.১০ সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৮৬
চতুর্থ অধ্যায়	
সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের হলফনামা বিশ্লেষণ	**৮৯**

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি সুশাসিত দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ডেটাভিত্তিক গবেষণা, বিশ্লেষণ ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। ডেটাভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ছয় হাজার হলফনামায় প্রার্থীদের দেওয়া আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে "হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি" ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিআইবির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে এই পুস্তকটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করলেও, তা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার কার্যক্রম হিসেবে রয়ে গেছে। নির্বাচনী হলফনামার তথ্যের সত্যতা, সামঞ্জস্যতা যাচাই বা প্রাপ্ত তথ্য সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহযোগিতা করে এমনভাবে উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ দেখা যায় না। এমন বাস্তবতায় বড় পরিসরে হলফনামার সকল তথ্যকে আরো বিশ্লেষণযোগ্যভাবে সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার অংশ হিসেবে হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করা ও প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের জন্য কী বার্তা দেয়- তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)- এর এই প্রয়াস।

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণে আমরা দেখছি, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বড় সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়েছেন। এর পেছনের কারণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান। আমরা আরো দেখেছি, সর্বশেষ চারটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৬.৫৪ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থী দ্বাদশ নির্বাচনে অংশ নেন। ১৫ বছরের ব্যবধানে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৬৫ শতাংশই ব্যবসায়ী, যা সর্বশেষ চারটি সংসদের মধ্যে সর্বোচ্চ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিলো ১৮ শতাংশ। একইভাবে বেড়েছে কোটি টাকা আয় করা প্রার্থী ও সংসদ সদস্যের সংখ্যাও। বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৪ জন, এটিও সর্বশেষ চার নির্বাচনে সর্বোচ্চ। অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে দ্বাদশ সংসদের সদস্যের প্রায় ৮৫ শতাংশই কোটিপতি (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে)। সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, দশম সংসদের তুলনায় একাদশ সংসদের সম্পদ বেড়েছে ৭৫ শতাংশের বেশি।

অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট আইন (ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, ২০২৩) অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা কৃষিজমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত হলেও, অনেক প্রার্থীর নামেই বড় আকারের ভূমির মালিকানা রয়েছে। হলফনামায় প্রদর্শিত সর্বোচ্চ মালিকানা ৮১৩ একর। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৩ জনের আইনি সীমার বাইরে জমি আছে।

হলফনামার তুলনামূলক হিসাব অনুযায়ী, একাদশ সংসদের সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আয় সর্বোচ্চ ২ হাজার শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় সংসদ সদস্যদের সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধির হার ৭২ হাজার ৩৮৬.৭০ শতাংশ, ২০০৮ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ২০ হাজার ১৯২ শতাংশ। সংসদ সদস্যদের নির্ভরশীলদের আয় পাঁচ বছরে বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৯৯৩ শতাংশ।

এ বিশ্লেষণ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। যদিও হলফনামায় উঠে আসা সকল তথ্যই সঠিক কি-না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা, যেভাবে সম্পদের হিসাব প্রকাশ করা হয়, তাতে মনে হয়েছে হলফনামায় সম্পদের হিসাব প্রকাশ এক ধরনের দায়সারা গোছের আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। হলফনামায় মিথ্যা বা অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে কি-না, আয়, ঋণ ও সম্পদ অর্জনের তথ্য সঠিক কি-না, বিশেষ করে যে রূপ অবিশ্বাস্য মাত্রায় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীগণের অনেকেরই সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, তা নিশ্চিতের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয় না এবং বিষয়টি গভীরভাবে উদ্বেগজনক।

হলফনামার তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজটি টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সদস্যও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা করেছে। এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ডেটা অ্যাসিস্ট্যান্টদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সুচারুভাবে কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন টিআইবির এই বিশ্লেষণ থেকে স্বপ্রণোদিত ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হবেন। বিশেষত, টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ড্যাশবোর্ড থেকে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নির্বাচন কমিশনসহ সকল অংশীজন তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করলে টিআইবির এই উদ্যোগ সার্থকতা পাবে। পাশাপাশি, এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের সামনে যে আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা দলসমূহের কাছে যথাযথ গুরুত্ব পাবে বলেও আমাদের বিশ্বাস। পাঠকের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা এবং পরামর্শকে টিআইবি স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

নির্বাচনী হলফনামার চালচিত্র : জনগণের জন্য বার্তা কী?*

১.১ ভূমিকা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নির্বাচন। গণতান্ত্রিক যেকোনো সমাজব্যবস্থার মৌলিক রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে নির্বাচনকে অভিহিত করা হয়েছে।[১] এর মাধ্যমে একটি বড় জনগোষ্ঠী সরাসরি তাদের নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে। যার স্বীকৃতি এসেছে সর্বজনীন মানাবাধিকার ঘোষণাপত্রেও।[২] তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদাহরণ রয়েছে– যেমন, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো নিজেদের বৈধতার জন্য নির্বাচনের আয়োজন করে। তবে এমন নির্বাচন এই রচনার আলোচ্য নয়; বরং প্রতিনিধিত্বশীল সকল রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভোট দিয়ে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সব স্তরে জনসাধারণের প্রতিনিধি বাছাই এর মূল উপজীব্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে (অনুচ্ছেদ ১১-গণতন্ত্র ও মানবাধিকার) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।[৩] একইসঙ্গে, প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী তিন শ সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়েছে।[৪]

সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা একইভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সাংবিধানিকভাবে।[৫] মূলত যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিক ২৫ বছর বয়স্ক হলেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন– যদি না আদালত কাউকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করে, দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর অব্যাহতি না পেয়ে থাকলে, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে বা আনুগত্য স্বীকার করলে, কিংবা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয় বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অযোগ্যতার তালিকায় সরকারি চাকরিজীবী বা সরকারি চাকুরি থেকে অবসরের তিন বছর অতিবাহিত না হয়, ঋণখেলাপি (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ- ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১২-এর সংশোধনী-১৯৯৬), ঘুষ, দুর্নীতিসহ (সংশোধনী ২০০১) ৭৪, ৭৮, ৭৯ থেকে ৮২, ৮৪ এবং ৮৬ এর অধীন করা অপরাধে কেউ অভিযুক্ত হয়ে দুই বছর সাজা খাটেন এবং তারপর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হওয়া বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছে।[৬]

সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী সব প্রার্থীর এ সকল যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনার জন্য নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া তথ্য বর্তমানে প্রাথমিক দলিল। হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানার বা জানানোর বিষয়টি খুব একটা সহজ ছিল না ২০০৫ সাল পর্যন্ত। এ বছর আব্দুল মোমেন চৌধুরী বনাম নির্বাচন কমিশন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায় দেয়। যাতে মনোনয়নপত্র জমাদানের সময়ই প্রত্যেক প্রার্থীকে হলফনামার আকারে আটটি ব্যক্তিগত তথ্য ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১২-এর দফায় সংশোধনী[৭] এনে (৩খ) অনুসারে মোট নয়টি তথ্য জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে।[৮]

হলফনামায় দেওয়া এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও আয়ের উৎস, মামলার বিবরণী, প্রার্থীর নিজের ও তার নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, আয়কর বিবরণী, সম্পদ এবং দায়দেনা।

---

* ২০২৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত।

১ ROBBINS, J. S. (1997). INTRODUCTION: DEMOCRACY AND ELECTIONS. The Fletcher Forum of World Affairs, 21(1), 1–13. http://www.jstor.org/stable/45288975

২ Article-21 of Universal Declaration of Human Rights, https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english

৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29363.html

৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30052.html

৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30053.html

৬ Mahmudul Islam, Constitutional Law of Bangladesh, (Second Edition) 2006

৭ Clauses(3a) and (3b) were inserted by section 6(c) of representation of the People order (Amendment) Act, 2009 (Act.NO.XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008)

৮ The Representation of the People Order, 1972 (President's Order); http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2023-11-12-11-06-03-5086039704.pdf

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করলেও এটিকে কেন্দ্র করে জনপ্রতিনিধিদের অস্বাভাবিক আয় ও সম্পদ অর্জনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। আবার এ সকল তথ্য সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার কাজও খুব দৃশ্যমান নয়। এমন বাস্তবতায় বড় পরিসরে হলফনামার সব তথ্যকে আরও বিশ্লেষণযোগ্যভাবে সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার অংশ হিসেবে হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করা ও প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের জন্য কী বার্তা দেয়– তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এই প্রয়াস।

১.২ নির্বাচনী ব্যবস্থায় হলফনামা

নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা প্রদানের বাধ্যবাধকতার আইনি শুরুটা অবশ্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে। দেশটির সুপ্রিম কোর্টের ২০০২ সালের একটি মামলার রায় এ ক্ষেত্রে বড় মাইলফলক।[৯] ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এডিআর [(২০০২)৫ এসসিসি] মামলার রায়ে আদালত মূলত দুটি নির্দেশনা দেয়।[১০] এক. কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান আইন অনুপস্থিত/ অপর্যাপ্ত থাকলে, সে বিষয়ে বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ(এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন) নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা আদেশ জারি করতে পারবে এবং দুই. জনগণের সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে, যা নাগরিকের বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে উৎসারিত এবং এতে সরকারি অফিসের জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।[১১]

আদালত ভারতীয় সংবিধানের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলছে, "(Indian) Constitution, Article 19(1) (a) provides for freedom of speech and expression. Voters' speech or expression in case of election would include casting of votes, that is to say, voter speaks out or expresses by casting vote. For this purpose, information about the candidate to be selected is must. Voter's (little man-citizen's) right to know antecedents including criminal past of his candidate contesting election for MP or MLA is much more fundamental and basic for survival of democracy. The little man may think over before making his choice of electing law breakers as law makers."[১২]

রায়টিতে মূলত নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের রিরুদ্ধে পূর্বে থাকা ফৌজদারি মামলাসংক্রান্ত তথ্য বা মনোনয়ন জমা দেওয়ার ৬ মাস পূর্ব পর্যন্ত রুজু হওয়া মামলা (যেটিতে ২ বছর পর্যন্ত সাজার সুযোগ রয়েছে)'র তথ্য, প্রার্থী ও তার নির্ভরশীলদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, দায়দেনা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার বিধান করা হয়।[১৩]

এ রায়কে সমর্থন করে ২০০৩ সালে পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া রিট মামলায় আরেকটি রায় দেয় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের পিভি রেড্ডির বেঞ্চ।[১৪]

নাগরিক সমাজের দাবির মুখে এবং ভারতীয় দুটি রায়ের ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে বিচারপতি এম এ মতিনের নেতৃত্বে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ "আবদুল মোমেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ"[১৫] মামলার রায়ে সংসদ

---

৯ https://adrindia.org/sites/default/files/Supreme_Court's_judgement_2nd_May_2002.pdf

১০ CASE ANALYSIS; https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/union-india-uoi-v-respondent-association-democratic-reforms-another-peoples-union-civil-liberties-pucl-another-v-union-india-uoianother/#:~:text=Case%20Summary%20and%20Outcome,criminal%20records%2C%20and%20educational%20background.

১১ Ibid

১২ Page-23, https://adrindia.org/sites/default/files/Supreme_Court's_judgement_2nd_May_2002.pdf

১৩ Ibid

১৪ https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2015/02/Peoples-Union-of-Civil-Liberties-PUCL-v.- Union-of-India.pdf

১৫ Abdul Momen Chowdhury and others vs. Bangladesh, Writ Petition No. 2561/2005.

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অতীতের ও বর্তমান মামলার বিবরণী, আয়, সম্পদ, দায়দেনাসহ আট ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে আদালত নির্বাচন কমিশনকে এসব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা এবং বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করে, যাতে তারা পছন্দের প্রার্থীকে স্বীয় বিবেচনায় ভোট দিতে পারেন। যেটি ওই বছর সুনামগঞ্জ-৩ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনে প্রথম প্রয়োগ করা হয়।[১৬]

পরবর্তী সময়ে রায়ের বিপরীতে রিট, স্থগিতাদেশ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পেরিয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০০৭ আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়। ফলে, জাতীয় সংসদ, জেলা ও উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা দাখিল করার বিষয়টি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এ বাধ্যবাধকতা না থাকলেও ২০২৩ সালের 'মোহাম্মদ ফারুক উল আজম বনাম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন'[১৭] শিরোনামে এক মামলার রায়ের মাধ্যমে ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্যও একই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

১.৩ হলফনামা ও জবাবদিহি

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করা এবং প্রার্থী বাছাইয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠারও একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। হলফনামায় প্রদত্ত আয় ও সম্পদের ঘোষণার তথ্য পর্যাপ্ত কি-না বা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং এর মাধ্যমে প্রার্থীর বৈধ আয়ের সঙ্গে তার আয় বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ বা অর্থের বিকাশ ঘটেছে কি না, তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশন তা নিয়মিত বিরতিতে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত আয়, সম্পদ ও ব্যবসা স্বার্থ ঘোষণা মূলত দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল।[১৮] এর একটি, জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক কার্যকলাপের ওপর নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা এবং দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা।[১৯] কেননা দুর্নীতির বিস্তার জনগণকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলে।[২০]

দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে আলোচনা থাকলেও ১৯৯৬ সালেই প্রথম জাতিসংঘ ইন্টারন্যাশনাল কোড অব কন্ডাক্ট ফর পাবলিক অফিশিয়ালস সামনে তুলে ধরে, যা ১৯৯৭ সালেই গ্রহণ করা হয়।[২১] ২০০৩ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলনে (ইউএনসিএসি) পাবলিক অফিশিয়ালদের সংজ্ঞায় জনপ্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২২] এদিকে ১৯৯৭ সালেই কাউন্সিল অব ইউরোপের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে দুর্নীতি

---

[১৬] https://shujan.org/wp-content/uploads/2023/03/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6% 6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-High-Court-Judgment-on-Abdul-Momen-Chowdhury-vs-Bangladesh-Case.pdf

[১৭] https://www.supremecourt.gov.bd/resources/bulletin/17/1.15.%20HCD%20Farah%20Mahbub.pdf

[১৮] RECOMMENDATIONS ON ASSET AND INTEREST DECLARATIONS FOR OGP ACTION PLANS published by TI (2020); https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/07/Recommendations-on-Asset-and-Interest-Declaration-for-OGP-Action-Plans.pdf

[১৯] Ibid.

[২০] A comparative analysis of financial disclosure obligations on members of parliaments by EPRS (2023); https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747911/EPRS_STU(2023)747911_EN.pdf

[২১] United National General Assembly, International Code of Conduct for Public Officials, Annex to Resolution 51/59, Action against corruption, adopted on 28 January 1997

[২২] Ibid,EPRS(2023)

প্রতিরোধে ২০ দফা নীতিমালা জারি করা হয় এবং এর পাশাপাশি গ্রুপ অব স্টেটস এগেইনেস্ট করাপশন (গ্রেকো) ২০১২ সালে দুর্নীতিবিরোধী মানদণ্ড অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে জনপ্রতিনিধিদের নৈতিকতা এবং নিয়মিত সম্পদের হিসাব দেওয়ার একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জোর দেওয়া হয়।[২৩] এ ক্ষেত্রে গ্রেকো ঘোষিত তথ্যের সঠিকতা, নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যপ্রাপ্তি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিকটআত্মীয়দেরও এর অন্তর্ভুক্ত করে। একইসঙ্গে ঘোষিত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই ও নজরদারি করতে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জোর দেয় গ্রেকো সদস্য দেশগুলো।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ১৬০টির বেশি দেশে পাবলিক অফিশিয়ালদের সম্পদের ঘোষণা দেওয়ার বিধান রয়েছে।[২৪] এন্টিকরাপশন রিসোর্স সেন্টারের তথ্য বলছে, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী আয় ও সম্পদের ঘোষণা দেওয়ার বিধান রয়েছে।[২৫] তবে নির্বাচিত হয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। একইসঙ্গে নির্বাচনের সময় হলফনামার আকারে দেওয়া তথ্য নির্বাচন কমিশনের হয়ে রিটার্নিং অফিসার তা পরীক্ষা করেন যে দেওয়া তথ্য সব শর্ত পূরণ করেছে কি না? তবে ঘোষিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা হয় না এবং এর জন্য কোনো আলাদা স্বাধীন ব্যবস্থাও নেই।[২৬] কিন্তু সম্পদের ঘোষণা না দিলে প্রার্থিতা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের। এর বাইরে প্রার্থী অবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হওয়ার বিধান রয়েছে।[২৭]

ওপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে হলফনামার আদলে আয় ও সম্পদের ঘোষণা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হলেও এটি জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হতে পারে। এমন বাস্তবতায় হলফনামার প্রকাশিত সকল উন্মুক্ত তথ্যকে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কাঠামোতে ফেলে সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন করা এবং তার ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কাছে বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৪ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপদ্ধতি

২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নবম, দশম, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর হলফনামায় প্রদর্শিত আটটি তথ্য সন্নিবেশ করে "হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি" শীর্ষক একটি ইন্টার অ্যাকটিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করে টিআইবি। ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে নবম, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া সব প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট[২৮] থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত পিডিএফ হলফনামার যাবতীয় তথ্য KoboToolbox[২৯] দিয়ে তৈরি ডেটা ফরমের মাধ্যমে একদল প্রশিক্ষিত ডেটা অ্যাসিসট্যান্ট সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। একইভাবে পরবর্তীতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দুই হাজারের বেশি হলফনামার তথ্য ডিজিটাইজড করা হয়।

ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাইথন ও পাওয়ার কোয়েরি এবং ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পাওয়ার বিআই ও ড্যাক্সের ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ছয় হাজার হলফনামায় দেওয়া আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে "হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি" ড্যাশবোর্ডটি প্রস্তুত করা হয়। পাশাপাশি, বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিআইবির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

---

২৩ Ibid,EPRS(2023)

২৪ Asset and Interest Declarations(Chapter 8); https://thedocs.worldbank.org/en/doc/419301611672162231-0090022021/original/AssetandInterestDeclarations.pdf

২৫ Asset declaration regimes in selected Asian countries; https://www.u4.no/publications/asset-declaration-regimes-in-selected- asian-countries

২৬ Global Integrity Report. 2010a. Bangladesh Scorecard. http://www.globalintegrity.org/report/Bangladesh/ 2010/

২৭ World Bank. 2008e. "Public Accountability Mechanism Bangladesh." http://www.agidata.org/pam/QuickLinksByAbc.aspx

২৮ http://www.ecs.gov.bd/page/holofnnama-np

২৯ https://www.kobotoolbox.org/

চিত্র-১ : উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ-পদ্ধতি

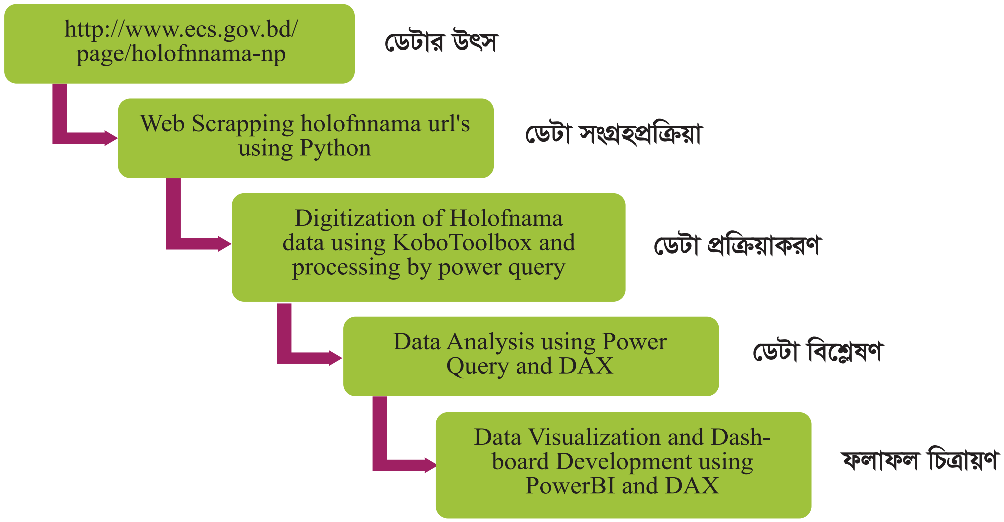

১.৫ হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

দল ও প্রার্থী সংখ্যা

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামায় সংখ্যাগত বিশ্লেষণ বলছে, অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল। যেখানে মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৭৯ জন। যা সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থী। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া একাদশ নির্বাচনেও সমানসংখ্যক দল অংশগ্রহণ করলেও প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৮৬১ জন। এই চার নির্বাচনে সবচেয়ে কম ১২টি দল অংশগ্রহণ করে ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, ১৪৭ আসনে প্রার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯০ জন। ৩০০ সংসদীয় আসনের বাকি ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন প্রার্থীরা।

সারণি-১ : নির্বাচনভিত্তিক দল ও প্রার্থীর সংখ্যা

নির্বাচন	দলের সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা
নবম নির্বাচন (২০০৮ সাল)	৩৮	১৫৬৭
দশম নির্বাচন (২০১৪ সাল)	১২	৩৯০(১৪৭)*
একাদশ নির্বাচন (২০১৮ সাল)	৩৮	১৮৬১
দ্বাদশ নির্বাচন (২০২৪ সাল)	২৯	১৯৭৯

(* ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন)

দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর হার

এবারের নির্বাচনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থীর ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৪৬ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছেন (চিত্র-২) বা দলীয় পরিচয়ের বাইরে থেকে নির্বাচন করেছেন। যা ২০০৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চার নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪০, ১০৫, ১৩৪ জন (চিত্র-৩)। বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখাতে দল মনোনীত প্রার্থীর বাইরেও বিদ্রোহী প্রার্থীদের নির্বাচনে উৎসাহ দেওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে একাদশ নির্বাচনের তুলনায় নয়টি দল কম অংশ নিলেও, প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বশেষ চার নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯৭৯।

চিত্র-২ : দ্বাদশ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ও দলীয় প্রার্থীর হার

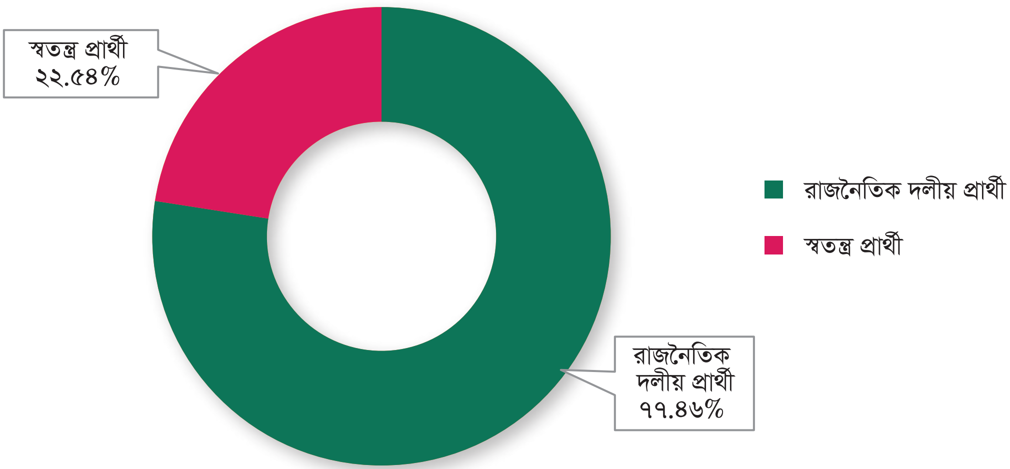

চিত্র-৩ : নির্বাচনভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রার্থী সংখ্যার তুলনা

দলগত মনোনয়ন

প্রার্থীর সংখ্যা আগের তিন নির্বাচনের চেয়ে বেশি হলেও, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলগতভাবে কোনো দলই শতভাগ আসনে (৩০০) প্রার্থী দেয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ ২৬৬, জাতীয় পার্টি থেকে ২৬৫টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়। এরপরই মনোনয়নের দিক থেকে দলগত অবস্থান তৃণমূল বিএনপির, প্রার্থী ১৩৫, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) থেকে ১২২ জন এবং বাংলাদেশ কংগ্রেস ৯৬টি আসনে নির্বাচন করে (চিত্র-৪)। আর ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রার্থীই স্বতন্ত্র, তারা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচন করছেন না।

চিত্র-৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

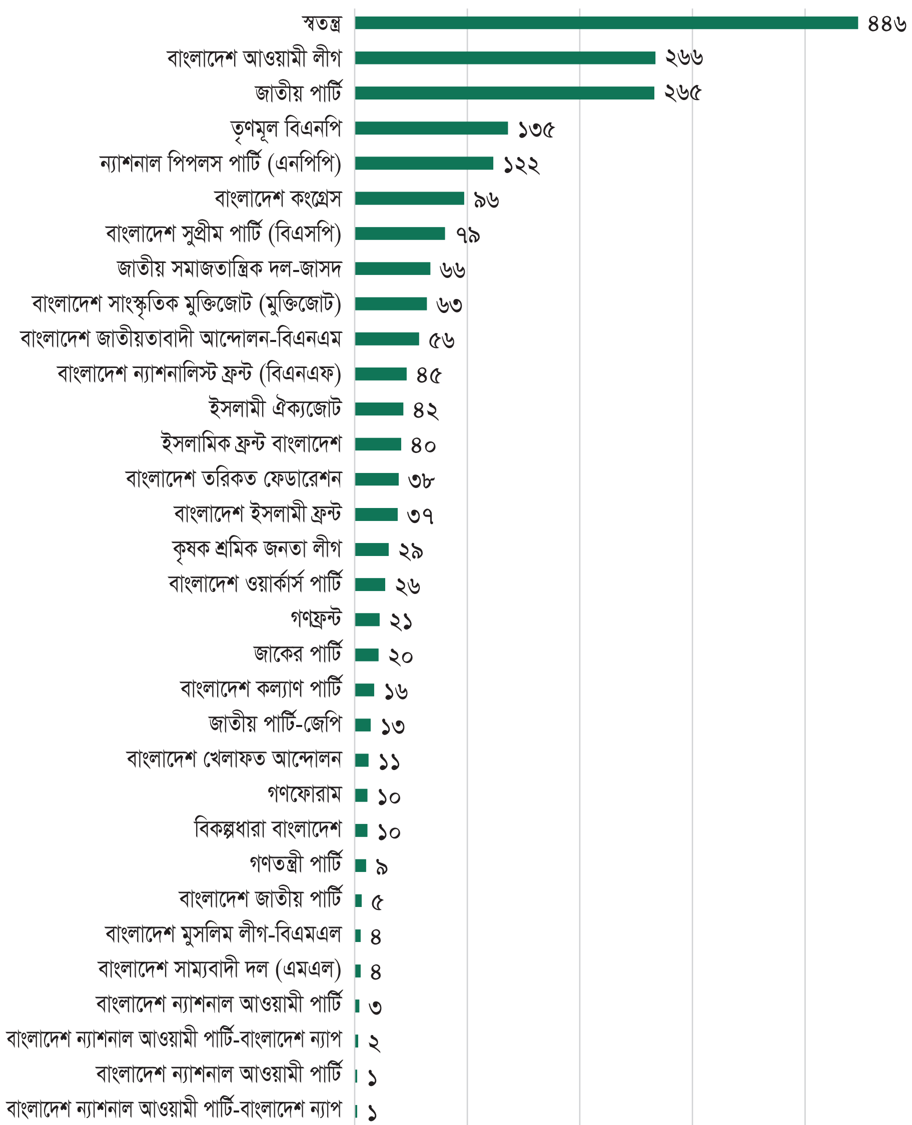

নারীর অংশগ্রহন

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক প্রার্থী অংশ নিলেও, সরাসরি ভোটে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার এখনো হতাশাজনকভাবে কম। মোট প্রার্থীর ৯৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীর বিপরীতে মাত্র ৫ দশমিক ১৫ শতাংশ নারী প্রার্থী অংশ নিয়েছেন (চিত্র-৫)। সংখ্যার বিচারে অবশ্য বিগত তিন নির্বাচনের তুলনায় নারী প্রার্থীর সংখ্যা দ্বাদশ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ছিল, ১০২ জন। চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনা করলে দেখা যাবে নবম নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের হার ছিল ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ বা ৫৫ জন, দশম নির্বাচনে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ৩০ জন এবং একাদশ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৮১ শতাংশ বা ৭৩ জন (চিত্র-৬)।

চিত্র-৫ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ প্রার্থী

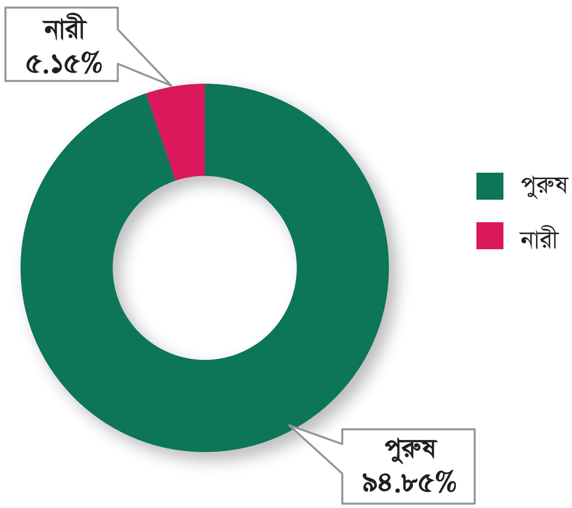

চিত্র-৬ : নির্বাচনভিত্তিক নারী ও পুরুষ প্রার্থীর তুলনা

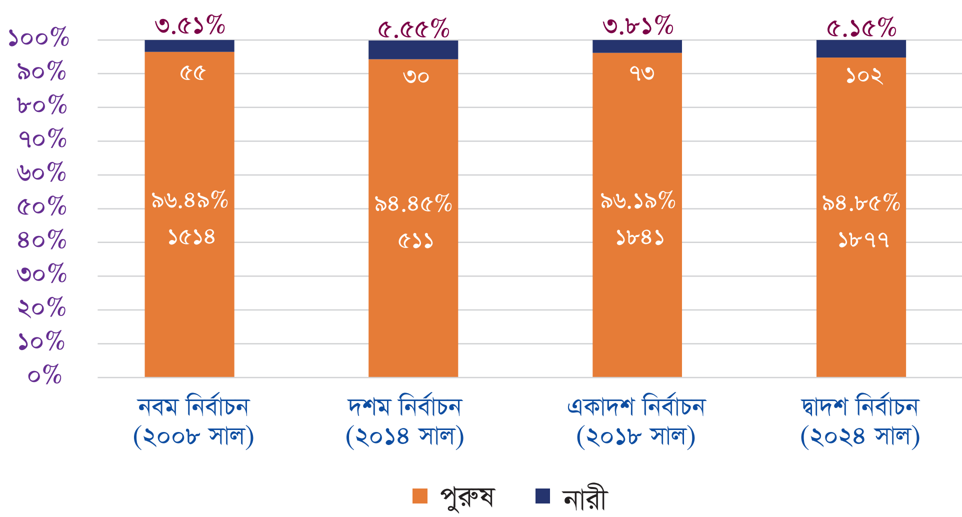

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশি প্রার্থীই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। প্রার্থীদের মধ্যে ২৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ স্নাতক ও ২৯ দশমিক ২০ শতাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী (চিত্র-৭)। উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন ১২ দশমিক ২৫ শতাংশ, মাধ্যমিক ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ, আর স্বশিক্ষিত প্রার্থী ১২.৪৬ শতাংশ। দল বিবেচনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ৮২ ভাগের বেশি প্রার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির ৫৫ শতাংশ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সমপর্যায়ের।

চিত্র-৭ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

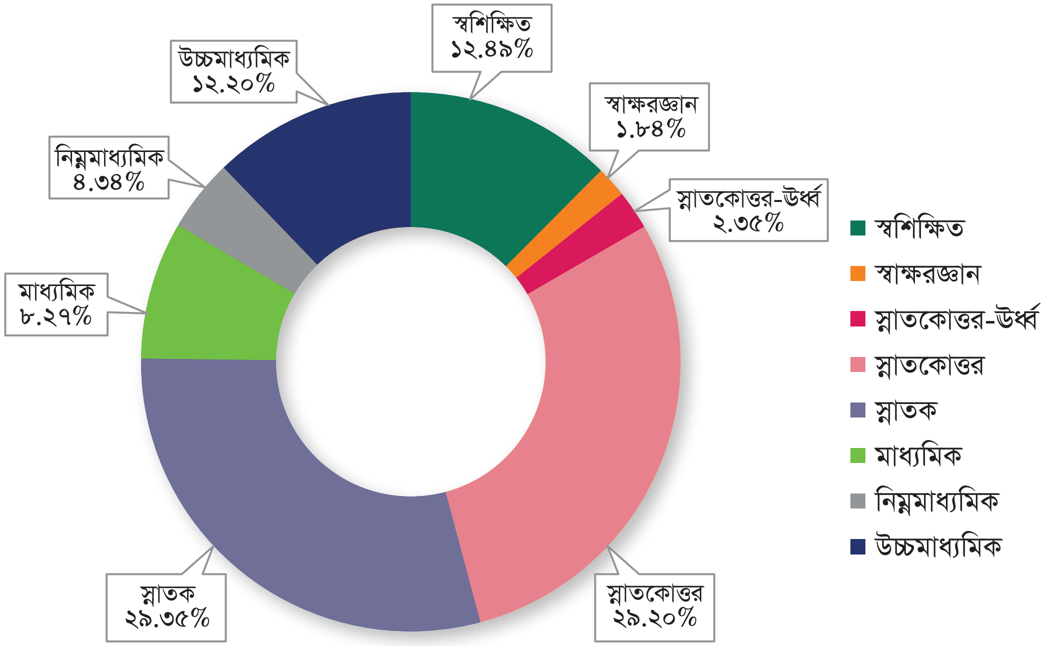

প্রার্থীদের পেশাগত পরিচয়

২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া ১৯৭৯ জন প্রার্থীর ৫৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ প্রার্থীই মূল পেশা হিসেবে ব্যবসাকে উল্লেখ করেছেন। এরপর রয়েছেন- আইনজীবী ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ, ৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ কৃষিজীবী, ৫.১৬ শতাংশ, ৫ দশমিক ৫১ চাকরিজীবী এবং ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ শিক্ষকতায় যুক্ত। এ নির্বাচনে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন মাত্র ৩.০৮ শতাংশ প্রার্থী (চিত্র-৮)। এর বাইরে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ দশমিক ৮৩ শতাংশ, চিকিৎসক ২ দশমিক ০৭ শতাংশ। ২০০৮ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো নির্বাচনের প্রার্থীদের পেশাগত পরিচয় তুলনা করলে দেখা যায়, নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থীর যথাক্রমে ৪৭.৪০ শতাংশ, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৫৬ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং ২০১৮ নির্বাচনে ৫১ দশমিক ৪০ শতাংশ প্রার্থী ব্যবসাকে নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন। সেই তুলনায় আইনজীবী, রাজনীতিবিদ কিংবা অন্য পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত কমছে (চিত্র-৯)। নবম নির্বাচনে আইনজীবী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার ছিল ১১ শতাংশের কিছু বেশি। পরবর্তী নির্বাচনে এটি ১২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়লেও একাদশে সেটি নেমে যায় সাড়ে নয় শতাংশে, দ্বাদশেও তা দশ শতাংশ ছাড়াতে পারেনি। একইভাবে কমেছে শিক্ষক পেশার প্রার্থীদের অংশগ্রহণও।

চিত্র-৮ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

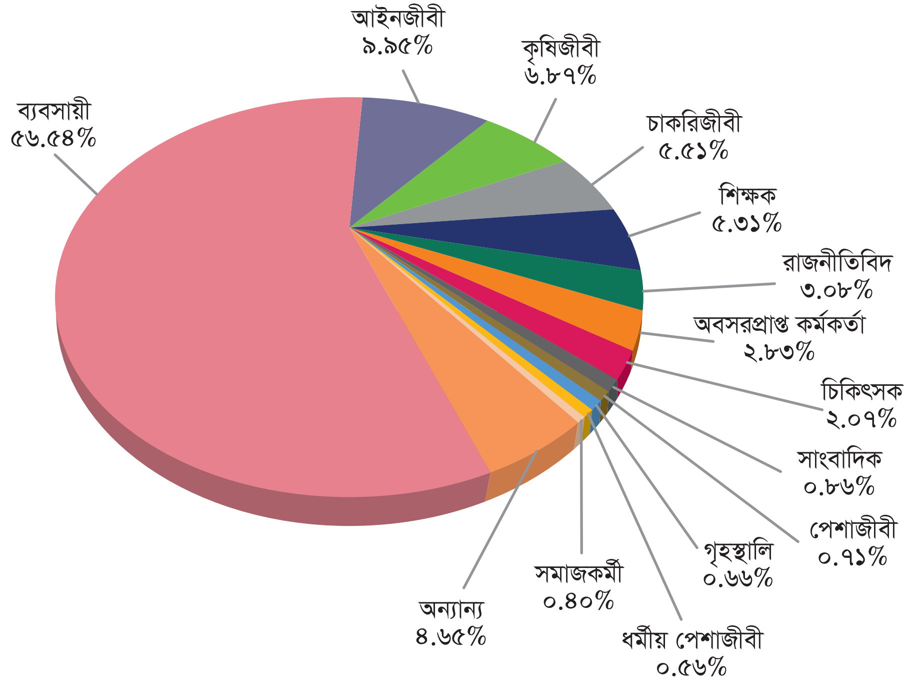

চিত্র-৯ : সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

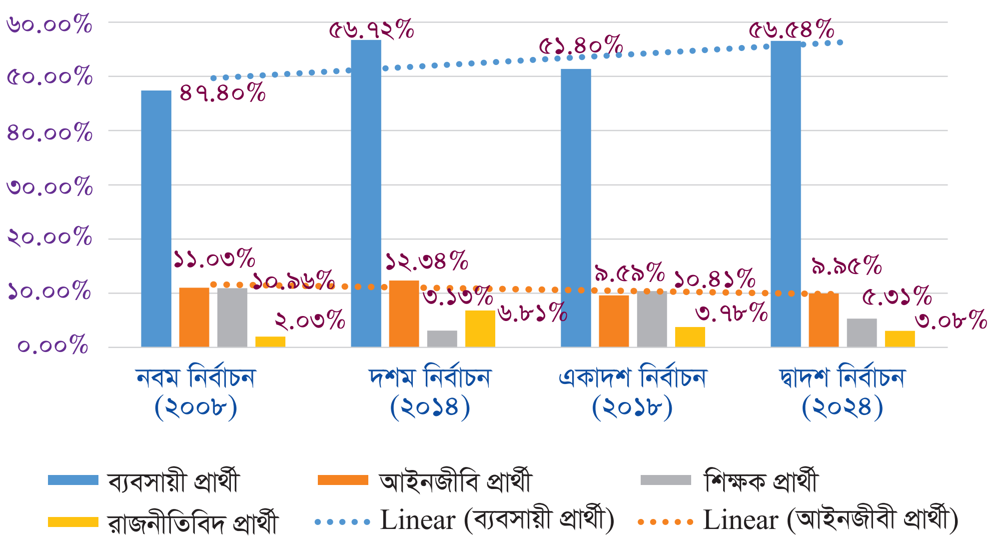

প্রার্থীদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা হলফনামায় নিজেদের বার্ষিক আয়ের যে উল্লেখ করেছেন তা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায়, বার্ষিক সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করেন মোট প্রার্থীর ২৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ প্রার্থী। আর সর্বোচ্চ ২৮ দশমিক ২১ শতাংশের আয় বার্ষিক সাড়ে ১৬ লাখ টাকার বেশি। ৩ দশমিক ৫ লাখ থেকে ৪ দশমিক ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় ১৫.৬৯ শতাংশ প্রার্থীর, ৪.৫ লাখ থেকে ৭.৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রার্থীর। সাড়ে সাত লাখ থেকে সাড়ে ১১ লাখ টাকা আয় ৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও সাড়ে ১১ লাখ থেকে সাড়ে ১৬ লাখ টাকা আয় ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ প্রার্থীর।

চিত্র-১০ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র

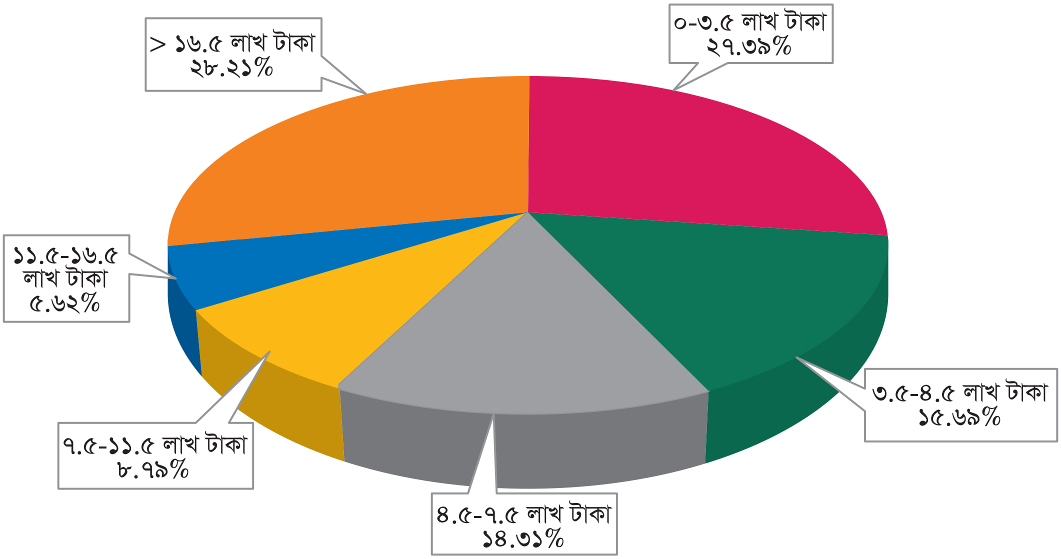

বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা আগের তিন নির্বাচনের তুলনায় বেড়েছে ২০২৪ সালের নির্বাচনে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে ১৬৪ জন বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৩। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তা কিছুটা বেড়ে ৬২ হয়, ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৪৩। একইভাবে বেড়েছে বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যাও। ২০২৪ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৭১৪ জন বছরে ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি আয় করেন, যা মোট প্রার্থীর ৩৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। এমন আয়ের প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে ২০০৮ সালের পর থেকে। বছরে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা আয় করা প্রার্থীর সংখ্যা ২০০৮ সালে ছিল ৩৪৭, ২০১৪ সালে যদিও তা কমে দাঁড়ায় ২৫১ জনে। ২০১৮ সালে তা একলাফে গিয়ে ঠেকে ৬৩৩ জনে (চিত্র-১১)।

সারণি-২ : বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর নির্বাচনভিত্তিক সংখ্যা

নির্বাচন	নবম নির্বাচন (২০০৮ সাল)	দশম নির্বাচন (২০১৪ সাল)	একাদশ নির্বাচন (২০১৮ সাল)	দ্বাদশ নির্বাচন (২০২৪ সাল)
প্রার্থীর সংখ্যা	৪৩	৬২	১৪৩	১৬৪

চিত্র-১১ : বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার (নির্বাচনভিত্তিক)

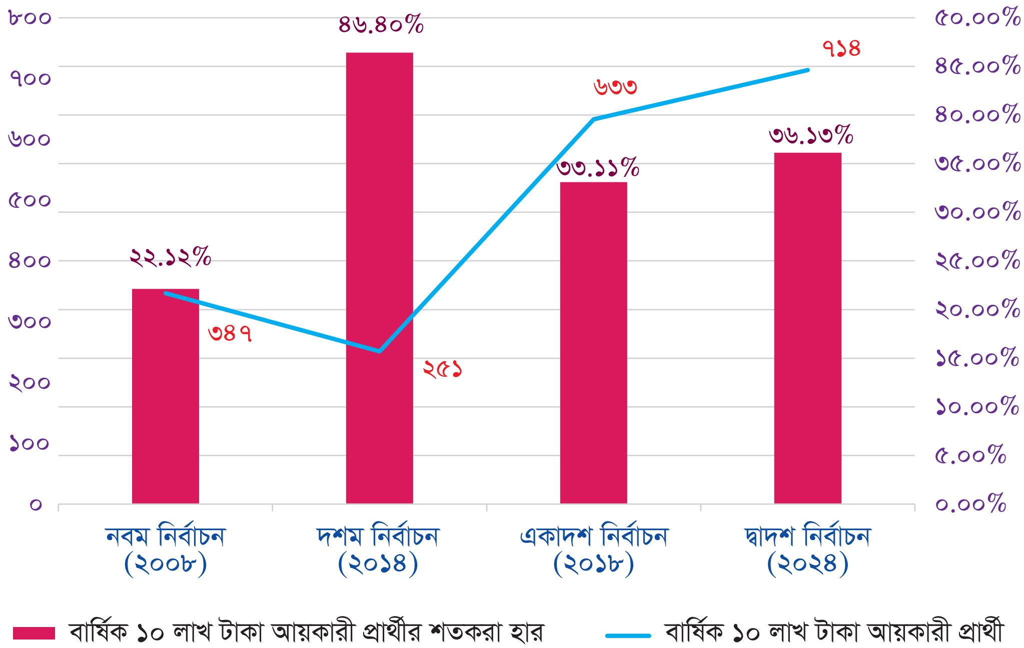

প্রার্থীদের অস্থাবর সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় ২০২৪ সালে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজ নামে, স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীলের নামে অস্থাবর সম্পদের যে হিসাব জমা দিয়েছেন তাতে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের মোট পরিমাণ দাড়িঁয়েছে ২৩ হাজার ৪০ কোটি টাকা। এই অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে বন্ড, ঋণপত্র, শেয়ার, বিনিয়োগ, হাতে ও ব্যাংকে নগদ টাকা, যানবাহন, আসবাব ও ইলেকট্রনিকস, স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকার, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য বিষয়।

চিত্র-১২ : সব প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের মোট পরিমাণ, ধরন ও বণ্টন

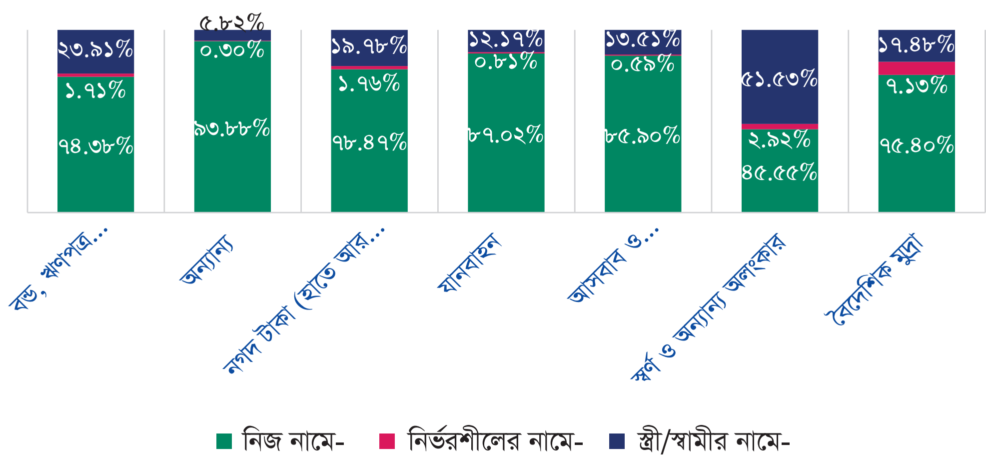

অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থী

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ২১ জন বা মোট প্রার্থীর ১ দশমিক ১১ শতাংশের সম্পদমূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি। তবে ৭১ দশমিক ১৬ শতাংশ প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদ এক কোটি টাকার নিচে। এক থেকে ১০ কোটির মালিক ২২ দশমিক ০৯ শতাংশ, ১০ কোটি ১ টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার মালিক ৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ, ৫০ কোটি ১ টাকা থেকে ১০০ কোটির মালিক ০ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

চিত্র-১৩ : অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থীদের বণ্টন

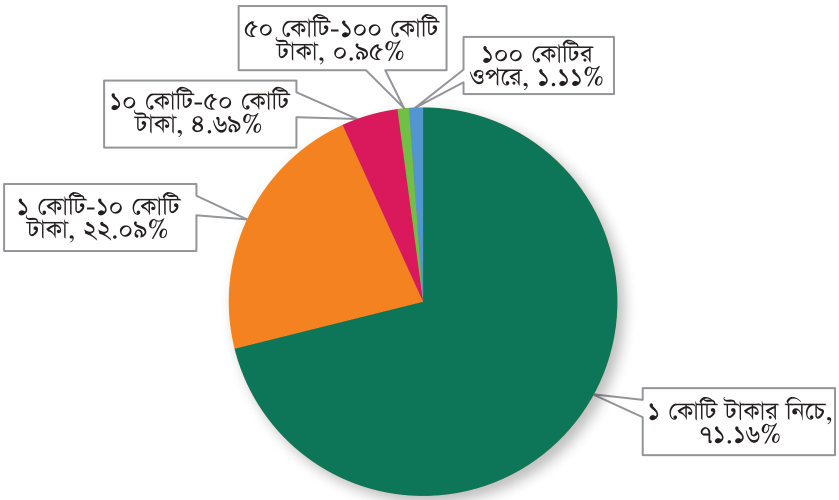

স্বাভাবিকভাবেই সর্বশেষ চার নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশ নিয়েছেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে। ৫৪৭ জন বা মোট প্রার্থীর ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশই কোটিপতি। নবম, দশম ও একাদশ নির্বাচনে এই হার ছিল যথাক্রমে ১৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ (২৭৪ জন), ৩৭ দশমিক ২৭ শতাংশ (২০২ জন) এবং ২৭ দশমিক ১৭ শতাংশ (৫২০ জন) (চিত্র-১৬)।

চিত্র-১৪ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে নির্বাচন ভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

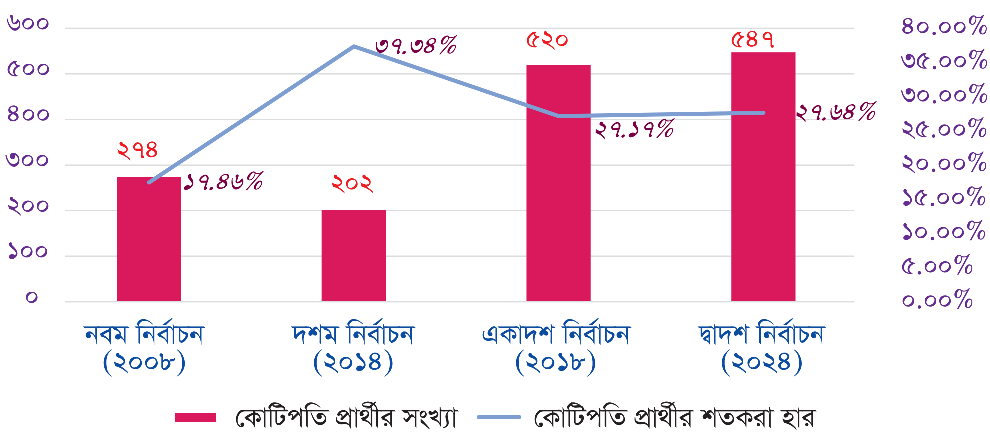

২০২৪ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোটিপতি প্রার্থীদের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ বলছে, এমন প্রার্থীর সংখ্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে ২৩৬। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর ৮৮ দশমিক ৭২ শতাংশই কোটিপতি (চিত্র-১৫)। দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। অংশগ্রহণকারী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ৪৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ (২০৪ জন) কোটিপতি।

চিত্র-১৫ : স্বতন্ত্র ও দলভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

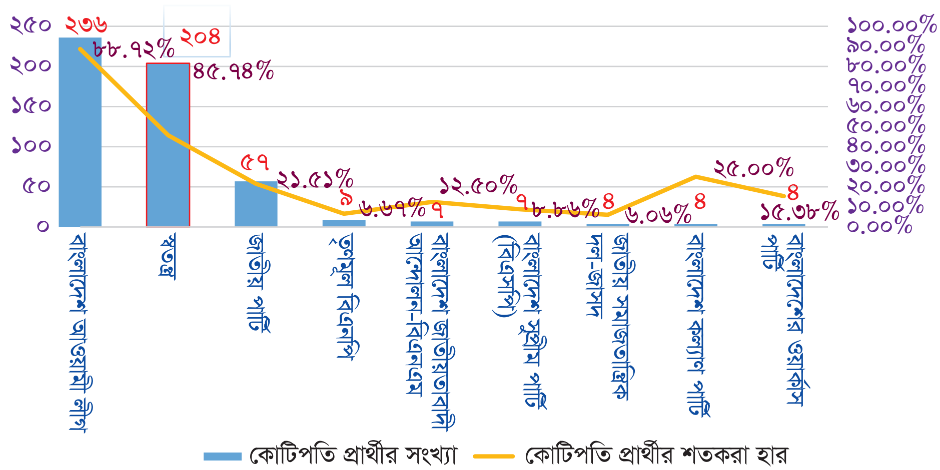

চারটি নির্বাচনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৮ সালে যেখানে আওয়ামী লীগের ২৮ দশমিক ২৫ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন কোটিপতি, ১৫ বছরের ব্যবধানে এই দলের প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতির প্রার্থীর শতকরা হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮ দশমিক ৭২ শতাংশে। জাতীয় পার্টির বেলায় অবশ্য এই হার কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়নি বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি। ২০০৮ সালে দলটিতে কোটিপতি প্রার্থীদের হার ছিল ৪৪ দশমিক ৭১ শতাংশ, যা ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ দশমিক ৬৮ শতাংশে (চিত্র-১৬)। অর্থাৎ বড় দুটি দলেই কোটিপতি প্রার্থী মনোনয়ন সময়ের সঙ্গে বেড়েছে।

চিত্র-১৬ : দল ও নির্বাচনভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

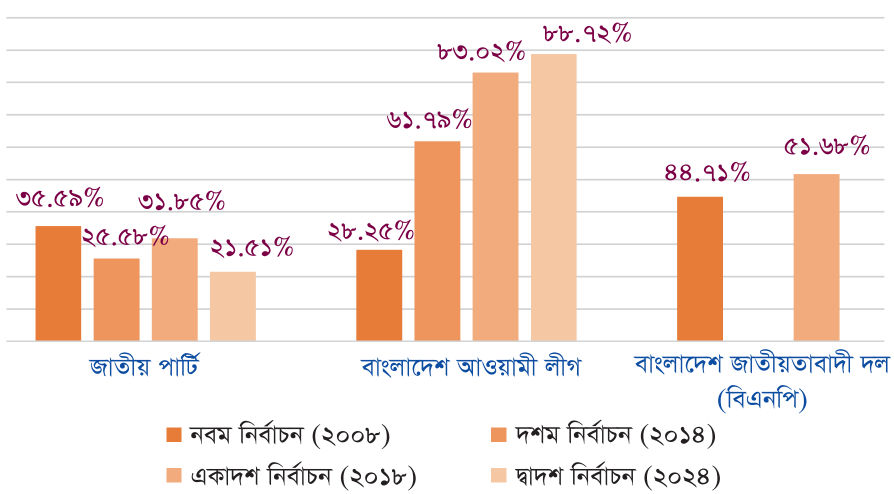

অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে শীর্ষ সম্পদশালী ২০ প্রার্থীর তালিকার ১২ জনই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের। শীর্ষ সম্পদশালী প্রার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী। হলফনামায় তার অস্থাবর সম্পদমূল্য দেখানো হয়েছে ১ হাজার ৩৪৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ কে একরামুজ্জামান ৪২১ কোটি ১৬ লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে আছেন তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন গাজীপুর-৪ আসনের আলম আহমেদ, তার সম্পদমূল্য ৩২২ কোটি টাকা। পরবর্তী তিনটি স্থানে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। ৩১৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকা নিয়ে ঢাকা-১ আসনের সালমান ফজলুর রহমান চতুর্থ, ৩০৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা নিয়ে কুমিল্লা-৮ আসনের আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন পঞ্চম ও ২৭৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা নিয়ে কুমিল্লা-৩ আসনের ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন আছেন তালিকার ছয় নম্বরে। এরপরই রয়েছেন চুয়াডাঙ্গা-১ এর স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তার সম্পদের পরিমাণও ২৭৭ কোটি টাকার বেশি।

সারণি-৩ : দ্বাদশ নির্বাচনে ২১ শতকোটিপতি প্রার্থী (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে)

প্রার্থীর নাম	সংসদীয় আসন	মোট অস্থাবর সম্পদ	দল
গোলাম দস্তগীর গাজী	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	১৩৪৫.৭৭ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এস এ কে একরামুজ্জামান	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	৪২১.১৭ কোটি	স্বতন্ত্র
আলম আহমেদ	১৯৭ গাজীপুর-৪	৩২২.৭৯ কোটি	স্বতন্ত্র
সালমান ফজলুর রহমান	১৭৪ ঢাকা-১	৩১৫.৭৬ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	২৫৬ কুমিল্লা-৮	৩০৬.৬৮ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন	২৫১ কুমিল্লা-৩	২৭৭.৬২ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিলীপ কুমার আগরওয়ালা	০৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১	২৭৭.৩২ কোটি	স্বতন্ত্র
আব্দুল মমিন মন্ডল	০৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫	২৫৩.২৪ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজী গোলাম মূর্তজা	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	২৩২.৯৭ কোটি	স্বতন্ত্র
মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	২০১ নরসিংদী-৩	১৭৪.০২ কোটি	স্বতন্ত্র
আব্দুস সালাম মুর্শেদী	১০২ খুলনা-৪	১৬৯.৩০ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মোহাম্মদ সাঈদ খোকন	১৭৯ ঢাকা-৬	১৬২.৯৭ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আব্দুল কাদের আজাদ	২১৩ ফরিদপুর-৩	১৫৬.৪০ কোটি	স্বতন্ত্র
সেলিমা আহমাদ	২৫০ কুমিল্লা-২	১৫২.২৮ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মোরশেদ আলম	২৬৯ নোয়াখালী-২	১৩৭.০১ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আনোয়ার হোসেন খান	২৭৪ লক্ষ্মীপুর-১	১৩৫.৯৩ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাহমুদা বেগম	২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	১৩০.৪২ কোটি	স্বতন্ত্র
মো. আবদুল্লাহ	২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	১৩০.৪২ কোটি	স্বতন্ত্র
আহম মুস্তফা কামাল	২৫৮ কুমিল্লা-১০	১০৪.১৮ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নূর মোহাম্মদ	১৩৮ জামালপুর-১	১০২.২৬ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দেওয়ান জাহিদ আহমেদ	১৬৯ মানিকগঞ্জ-২	১০০.৪৪ কোটি	স্বতন্ত্র

প্রার্থীদের স্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীরা স্থাবর সম্পদ হিসেবে জমি (কৃষি/অ-কৃষি), দালান, অ্যাপার্টমেন্ট, খামার এবং বাগানের উল্লেখ করেছেন। স্থাবর এসব সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের সাথে মিল না থাকায় এ ক্ষেত্রে জমির ক্ষেত্রে পরিমাণ ও দালান, অ্যাপার্টমেন্ট, খামার এবং বাগানের সংখ্যা তুলনার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

জমির মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে করা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪ জাতীয় নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা একাদশ নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা কমেছে। এ নির্বাচনে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৭১৬। ২০১৮ সালে কমপক্ষে ১ একর জমির মালিকানা আছে এমন প্রার্থী ছিলেন ৭৪৫ জন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ৭৫৭।

চিত্র-১৭ : কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

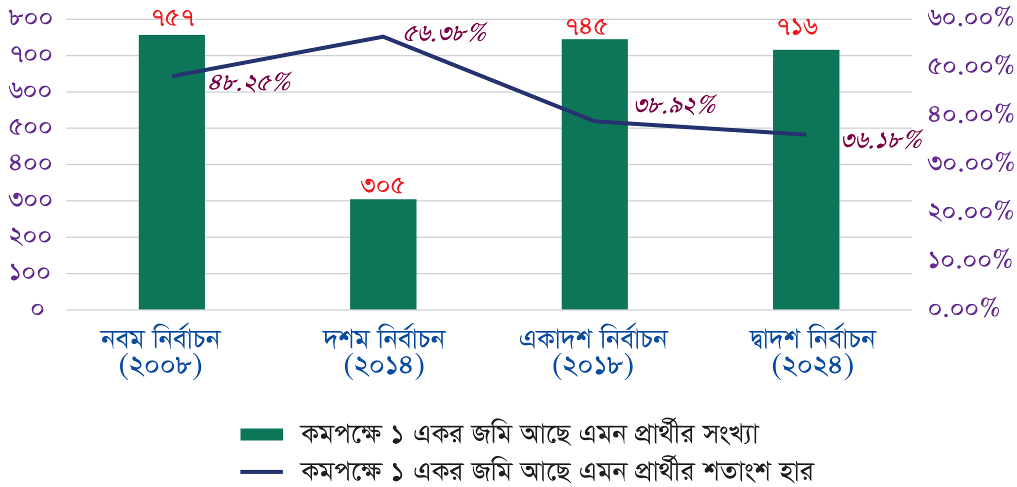

কৃষিজমির মালিকানা অনুযায়ী হিসাব করলে, সবচেয়ে বেশি কৃষিজমির মালিকানা দেখিয়েছেন কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. গোলাম কবির ভূঞা, তার জমির পরিমাণ ৬৪৬ একর। ১০০ একরের ওপর কৃষিজমির মালিকানা রয়েছে বগুড়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোছা. বিউটি বেগম (৫৪৭ একর), নড়াইল-২ আসনের সৈয়দ ফয়জুল আমির দেখিয়েছেন ২৫০ একর, ময়মনসিংহ ৪ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান দেখিয়েছেন ১৯৫.৪০ একর এবং বাগেরহাট-৪ আসনের মো. জামিল হোসাইনের রয়েছে ১১০ দশমিক ৫০ একর। নিচে সর্বোচ্চ কৃষিজমি আছে এমন ১০ জনের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

সারণি-৪ : শীর্ষ ১০ কৃষি জমিধারী প্রার্থীর তালিকা

প্রার্থীর নাম	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)	মোট জমি (একর)	দল	সংসদীয় আসন
মো. গোলাম কবির ভূঞা	৬৪৬.৭২	০.৯০	৪৭.৬২	স্বতন্ত্র	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
মোছা. বিউটি বেগম	৫৪৭.৯৭		৫৪৭.৯৭	স্বতন্ত্র	০৩৭ বগুড়া-২
সৈয়দ ফয়জুল আমির	২৫০.০০	৩.৭৭	২৫৩.৭৭	স্বতন্ত্র	০৯৪ নড়াইল-২
মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান	১৯৫.৪০	০.০৪	১৯৫.৪৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৯ ময়মনসিংহ-৪
মো. জামিল হোসাইন	১১০.৫০		১১০.৫০	স্বতন্ত্র	০৯৮ বাগেরহাট-৪
ফিরোজুর রহমান	৭৯.১৩	৩.৯৪	৮৩.০৭	স্বতন্ত্র	২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩
শেখ আফিল উদ্দিন	৬৭.৭৪		৬৭.৭৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০৮৫ যশোর-১
হোসাইন মো. আবু তৈয়ব	৬৬.৬৭	৩.০০	৬৯.৬৭	স্বতন্ত্র	২৭৯ চট্টগ্রাম-২
কামাল আহমেদ মজুমদার	৬১.৬১		৬১.৬১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৮৮ ঢাকা-১৫
মো. ছিদ্দিকুর রহমান	৬০.০০		৬০.০০	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১১৫ ভোলা-১

সর্বোচ্চ অ-কৃষি জমির মালিক জামালপুর-৫ আসনে জাতীয় পার্টির মো. জাকির হোসেন, মোট জমি ৮১৩.০২ একর। নাটোর-৪ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মো. আলাউদ্দিন মৃধা ৫৭০ দশমিক ৫ একর অ-কৃষি জমির মালিকানা নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন। ৩৭০ একরের ওপর অ-কৃষি জমির মালিকানা আছে পিরোজপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দীন মহারাজের। এখানে উল্লেখ্য যে, ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট-২০২৩ অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা পাওয়ার সর্বোচ্চ সীমা কৃষি জমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অ-কৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও অ-কৃষি মিলিয়ে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কমপক্ষে ১০ জন প্রার্থীর কাছে আইনি সীমার অতিরিক্ত ভূমির মালিকানা রয়েছে।

সারণি-৫ : শীর্ষ ১০ অ-কৃষিজমিধারী প্রার্থীর তালিকা

প্রার্থীর নাম	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)	মোট জমি (একর)	দল	সংসদীয় আসন
মোঃ জাকির হোসেন		৮১৩.০২	৮১৩.০২	জাতীয় পার্টি	১৪২ জামালপুর-৫
মো. আলাউদ্দিন মৃধা	১৪.৯৫	৫৭০.৫০	৫৮৫.৪৫	জাতীয় পার্টি	০৬১ নাটোর-৪
মো. মহিউদ্দীন মহারাজ	১০.২৫	৩৭০.৫০	৩৮০.৭৫	স্বতন্ত্র	১২৮ পিরোজপুর-২
জয়া সেনগুপ্তা	১০.০০	৮৫.০০	৯৫.০০	স্বতন্ত্র	২২৫ সুনামগঞ্জ-২
কাজী কেরামত আলী		৭১.৯০	৭১.৯০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০৯ রাজবাড়ী-১
মো. আবু হানিফ হৃদয়	০.৬০	৪৩.৬৫	৪৪.২৫	তৃণমূল বিএনপি	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ	১৭.০০	৪১.০৫	৫৮.০৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১১৯ বরিশাল-১
মো. তারিকুল ইসলাম তারিক	৮.৮৬	৩৬.৫৬	৪৫.৪২	স্বতন্ত্র	০০৯ দিনাজপুর-৪
শেখ হেলাল উদ্দীন		৩২.১৭	৩২.১৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০৯৫ বাগেরহাট-১
নসরুল হামিদ	১.৯৮	৩০.৫৫	৩২.৫৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭৬ ঢাকা-৩

কমপক্ষে তিনটি দালান/ এপার্টমেন্ট/ খামার/বাগান আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৩০৫, যা মোট প্রার্থীর ১৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। ২০১৮ নির্বাচনের এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮৪ বা ১৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

চিত্র-১৮ : কমপক্ষে ৩টি দালান/অ্যাপার্টমেন্ট/খামার/বাগান আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

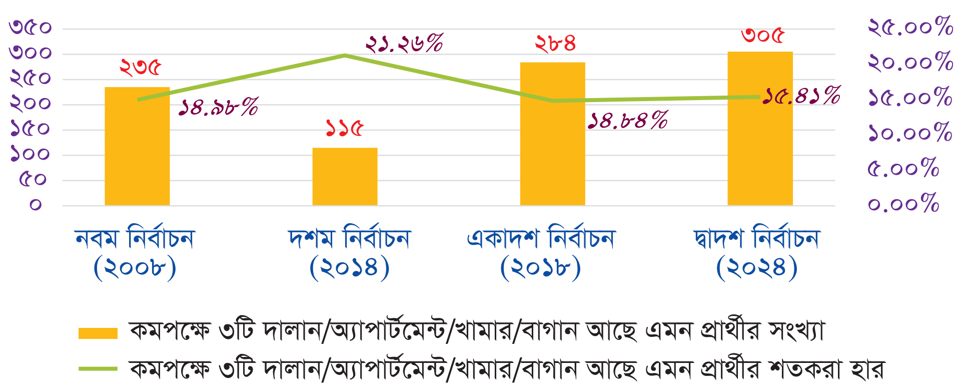

দায়-দেনা ও ঋণের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সর্বশেষ চার জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে সবচেয়ে কমসংখ্যক প্রার্থী দায় বা ঋণগ্রস্ত। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৪২ দশমিক ৩৩ শতাংশ প্রার্থীর দায় বা ঋণ ছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তা নেমে আসে ২৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে ২৮ দশমিক ০৯ শতাংশ প্রার্থীর দায় বা ঋণ রয়েছে (চিত্র-১৯)।

চিত্র-১৯ : দায় ও ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর শতকরা হার

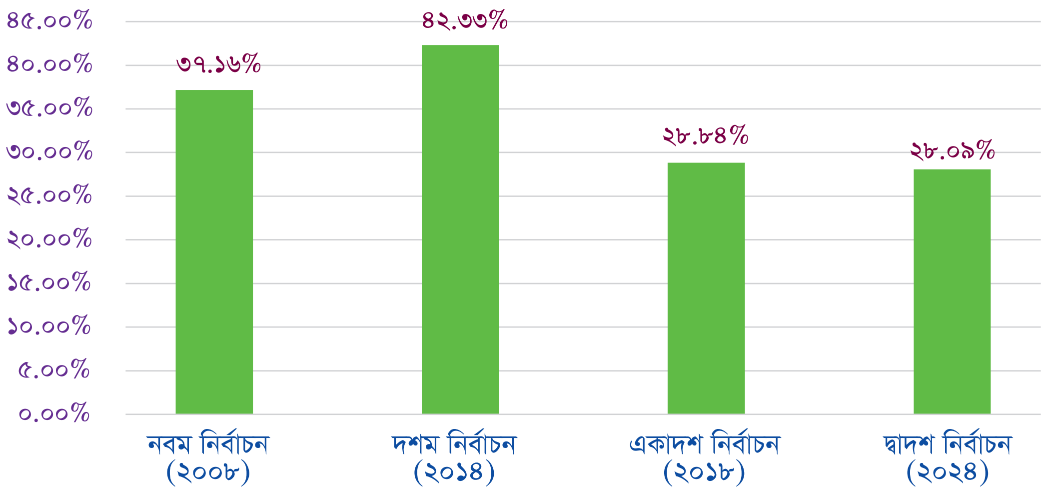

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মোট দায়দেনা ও ঋণের পরিমাণ ১৫ হাজার ৯৭৩ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়েছে প্রায় ১১ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা। আর ব্যক্তিগত ও অন্যান্য খাত থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ২৭৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা (চিত্র-২০)। এই ঋণের ৫০ শতাংশই প্রার্থীরা একক ঋণ হিসেবে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ২১ শতাংশ প্রার্থী ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। যৌথ ঋণ ১৯ শতাংশ ও নির্ভরশীলদের ঋণ ১০ শতাংশ (চিত্র-২১)।

চিত্র-২০ : দ্বাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট দায়-দেনা ও ঋণ

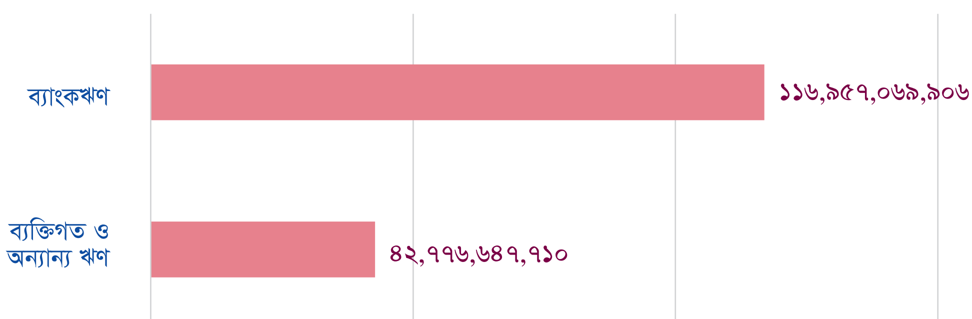

চিত্র- ২১ : দ্বাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট দায়দেনা ও ঋণের মালিকানার ধরন

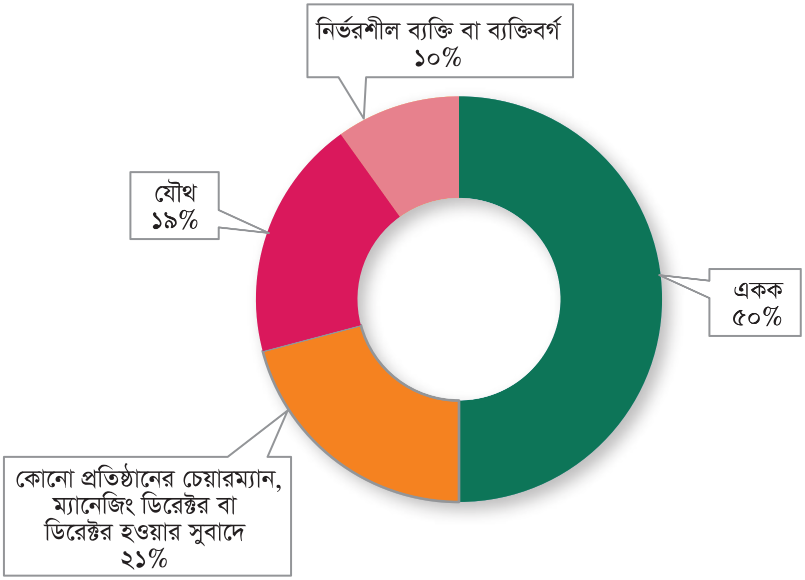

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ঋণ আছে এমন প্রার্থী হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ কে একরামুজ্জামান। তার ঋণ বা দায়ের পরিমাণ ২ হাজার ৫৩৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এক হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ রয়েছে চট্টগ্রাম-১০ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মনজুর আলমের (২ হাজার ৬ কোটি ৬ লাখ টাকা), নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজীর (১ হাজার ৯৫৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা) এবং গাইবান্ধা-৫ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহমুদ হাসানের (১ হাজার ২০৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা)। নিচে শীর্ষ ১০ ঋণ ও দায়সম্পন্ন প্রার্থীর তালিকা দেওয়া হলো।

সারণি-৬ : দ্বাদশ নির্বাচনে শীর্ষ ১০ ঋণ ও দায়সম্পন্ন প্রার্থী

প্রার্থীর নাম	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ	সংসদীয় আসন	দল
এস এ কে একরামুজ্জামান	২৫৩৬.৮৬ কোটি	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	স্বতন্ত্র
মোহাম্মদ মনজুর আলম	২০০৬.০৬ কোটি	২৮৭ চট্টগ্রাম-১০	স্বতন্ত্র
গোলাম দস্তগীর গাজী	১৯৫৮.১৩ কোটি	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাহমুদ হাসান	১২০৯.১৫ কোটি	০৩৩ গাইবান্ধা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

প্রার্থীর নাম	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ	সংসদীয় আসন	দল
কাজী নাবিল আহমেদ	৯১৯.২৮ কোটি	০৮৭ যশোর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	৭৬৪.২৪ কোটি	০৩৫ জয়পুরহাট-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজী গোলাম মূর্তজা	৫৯৫.৯২ কোটি	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	স্বতন্ত্র
ইশতিয়াক আহমেদ সৈকত	৫৫৮.৩৬ কোটি	২৬৭ ফেনী-৩	স্বতন্ত্র
এ কে এম সেলিম ওসমান	৫২১.০০ কোটি	২০৮ নারায়ণগঞ্জ-৫	জাতীয় পার্টি
এম এ রাজ্জাক খান	৫০৬.৭২ কোটি	০৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১	স্বতন্ত্র

দলভিত্তিক তুলনা করলে ঋণ ও দায় রয়েছে এমন প্রার্থীর হার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগে। এ দলের প্রায় অর্ধেক প্রার্থীরই (৫০ দশমিক ৭৫ শতাংশ) দায়দেনা ও ঋণ রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ওয়ার্কার্স পার্টির ৪৬ দশমিক ১৫ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ রয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ৪০ দশমিক ৩৬ শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীরই দায়দেনা ও ঋণ রয়েছে (চিত্র-২২)।

চিত্র-২২ : দলভিত্তিক দায়দেনা ও ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার

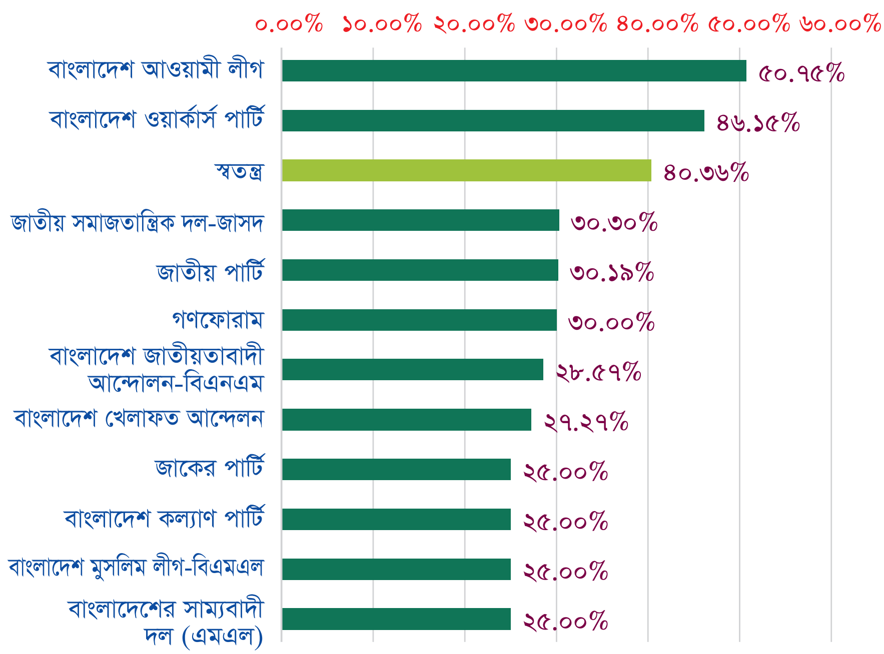

একাদশ সংসদের এমপি ও মন্ত্রীদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির হার

সর্বশেষ চার নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নির্বাচিত হওয়া এমপি-মন্ত্রীদের আয় ও সম্পদ বেড়েছে বিপুল পরিমাণে। একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গত পাঁচ বছরে আয় বেড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে। মাত্র ৭০ জন সংসদ সদস্যের আয় কমেছে (২ থেকে ৯০ শতাংশ)। ২৫ সংসদ সদস্যের আয় অপরিবর্তিত রয়েছে। আয় বেড়েছে ১২৭ জনের। এর মধ্যে ৯৬ জন সংসদ সদস্যের আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। আয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে আয় বৃদ্ধি পাওয়া শীর্ষ দশ এমপির প্রত্যেকের আয় বেড়েছে ১৬০০ শতাংশের বেশি। তালিকার শীর্ষে থাকা বগুড়া-৭ আসনের মো. রেজাউল করিম বাবলুর আয় বেড়েছে ৭২ হাজার ৩৮৬ শতাংশ। এরপরই রয়েছেন মুহা: ইমাজ উদ্দিন প্রাং (নওগাঁ-৪), আয় বেড়েছে ৪২৮২ শতাংশ। ৩৬০৯ শতাংশ আয় বেড়ে তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদ ফারুক। এরপরই রয়েছেন ঢাকা-২০ আসনের বেনজীর আহমেদ (২২৩৮ দশমিক ১০ শতাংশ)। কুষ্টিয়া-১ এর আ ক ম সরওয়ার জাহানের আয় বেড়েছে ২২০০ শতাংশ। রংপুর-৪ এর সংসদ সদস্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির আয় বেড়েছে ২১৩১ শতাংশ। বগুড়া-২ এর শরিফুল ইসলাম জিন্নাহর আয় বেড়েছে ২০৭৪ শতাংশ।

সারণি-৭ : একাদশ সংসদের এমপিদের পাঁচ বছরে আয় বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
মো. রেজাউল করিম (বাবলু)	০৪২ বগুড়া-৭	৭২৩৮৬.৭০%
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	০৪৯ নওগাঁ-৪	৪২৮২.১৮%
জাহিদ ফারুক	১২৩ বরিশাল-৫	৩৬০৯.৭৪%
বেনজীর আহমদ	১৯৩ ঢাকা-২০	২২৩৮.১০%
আ কা ম সরওয়ার জাহান	০৭৫ কুষ্টিয়া-১	২২০০.৫৮%
টিপু মুনশি	০২২ রংপুর-৪	২১৩১.১২%
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	০৩৭ বগুড়া-২	২০৭৪.৮৩%
মো. শহিদুল ইসলাম (বকুল)	০৫৮ নাটোর-১	১৯৭২.১৬%
মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী	২৯৩ চট্টগ্রাম-১৬	১৯০০.৯৩%
শেখ আফিল উদ্দিন	০৮৫ যশোর-১	১৬০৮.৬৩%

আয় বৃদ্ধির হারে সংসদ সদস্যদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলরাও কম যান না। এ তালিকায় সবার আগে রয়েছেন ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেনের স্ত্রী ও নির্ভরশীলরা, বেড়েছে ৩৯৯৩ শতাংশ আয়। দ্বিতীয় অবস্থানে কুমিল্লা-৪ এর রাজী মোহাম্মদ ফখরুলের স্ত্রী ও নির্ভরশীলের আয় বৃদ্ধি, বেড়েছে ৩৬১৯ শতাংশ। চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সংসদ সদস্য আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিনের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ২৪০৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ২১৩১ দশমিক ১২ শতাংশ। লক্ষ্মীপুর-১-এর আনোয়ার হোসেন খানের পরিবারের আয় বেড়েছে ১৯৫২ শতাংশ। নরসিংদী-৪-এর সংসদ সদস্য নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং ফেনী-২-এর সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ১২৩০ শতাংশের বেশি।

সারণি-৮ : একাদশ সংসদের এমপিদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের ৫ বছরে আয় বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধি
সৈয়দ আবু হোসেন	১৭৭ ঢাকা-৪	৩৯৯৩.৩৮%
রাজী মোহাম্মদ ফখরুল	২৫২ কুমিল্লা-৪	৩৬১৯.৯৩%
আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫	২৪০৯.৬৮%
টিপু মুনশি	০২২ রংপুর-৪	২১৩১.১২%
আনোয়ার হোসেন খান	২৭৪ লক্ষ্মীপুর-১	১৯৫২.৮৩%
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	২০২ নরসিংদী-৪	১২৪৮.৮২%
নিজাম উদ্দিন হাজারী	২৬৬ ফেনী-২	১২৩০.০৫%
মো. মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	৬৭৯.৯৩%
মো. আবু জাহির	২৪১ হবিগঞ্জ-৩	৬৭৩.৪৮%
ইসরুল হামিদ	১৭৬ ঢাকা-৩	৬২৭.৪৭%

আয়ের পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের গত পাঁচ বছরে অস্থাবর সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আগের তুলনায় ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ১১৪ জন সংসদ সদস্যের। অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির তালিকার শীর্ষে রয়েছেন নোয়াখালী-৩-এর সংসদ সদস্য মামুনুর রশীদ কিরণ। অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৩০৬৫ শতাংশ। ২২৯৬ শতাংশ সম্পদ বেড়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী। বগুড়া-৭-এর সংসদ সদস্য মো. রেজাউল করিম বাবলুর সম্পদ বেড়েছে ২০৫০ শতাংশ।

সারণি-৯ : একাদশ সংসদের এমপিদের পাঁচ বছরে সম্পদ বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
মো. মামুনুর রশীদ কিরণ	২৭০ নোয়াখালী-৩	৩০৬৫.৫৮%
আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী	০২০ রংপুর-২	২২৯৬.০১%
মো. রেজাউল করিম (বাবলু)	০৪২ বগুড়া-৭	২০৫০.৯১%
মো. শহিদুল ইসলাম (বকুল)	০৫৮ নাটোর-১	১৯১৩.২৮%
কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	২৯৮ খাগড়াছড়ি	১০৫৪.৯০%
মো. মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	১০২৪.৭৪%
আনিসুল হক	২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	১০১৪.৭৯%
জাহিদ ফারুক	১২৩ বরিশাল-৫	৯২৯.৪১%
মেহের আফরোজ	১৯৮ গাজীপুর-৫	৮২৭.৯৬%
গোলাম কিবরিয়া টিপু	১২১ বরিশাল-৩	৭৫৮.৯৩%

বিগত পাঁচ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদও বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে। বগুড়া-২ আসনের সংসদ সদস্য শরিফুল ইসলাম জিন্নাহর নির্ভরশীলদের সম্পদ বেড়েছে সর্বোচ্চ ৯৯০৭ শতাংশ। নওগাঁ-২-এর সংসদ সদস্য মো. শহীদুজ্জামান সরকারের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ গত পাঁচ বছরে বেড়েছে প্রায় ৬০৮৭ শতাংশ। তালিকায় থাকা বাকি ৮ জন সংসদ সদস্যের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে এক হাজার শতাংশের বেশি। সব মিলিয়ে একাদশ সংসদের সদস্যদের মধ্যে ৭১ জনের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৫০ ভাগের বেশি।

সারণি-১০ : একাদশ সংসদের এমপিদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের পাঁচ বছরে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	০৩৭ বগুড়া-২	৯৯০৭.১৫%
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	০৪৭ নওগাঁ-২	৬০৮৭.৫০%
মুহিবুর রহমান মানিক	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫	২৫৭৯.৯৭%
মো. মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	২০৯৩.৫২%
রাজী মোহাম্মদ ফখরুল	২৫২ কুমিল্লা-৪	১৯৯৮.৪২%
সৈয়দ আবু হোসেন	১৭৭ ঢাকা-৪	১৭৬৪.৬৮%
বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	১৪৭১.৬১%
আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী	০২০ রংপুর-২	১২১৫.৫৬%
আ কা ম সরওয়ার জাহান	০৭৫ কুষ্টিয়া-১	১১৬২.০২%
মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্	১৮৯ ঢাকা-১৬	১০৮৫.৪৯%

২০০৮ সালের তুলনায় অর্থাৎ গত ১৫ বছরে আয় বৃদ্ধির তালিকায় শীর্ষ দশ সংসদ সদস্যের প্রত্যেকের অন্তত ২৯০০ শতাংশ বেড়েছে। ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের আয় গত ১৫ বছরে বেড়েছে ২০১৯২ শতাংশ। কুষ্টিয়া-৩-এর সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফের আয় বেড়েছে ১৫ বছরে ৯২৬৫ শতাংশ। একই সময়ে পাবনা-৫-এর সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্সের আয় বেড়েছে ৮৯৬০ শতাংশ। বাকিদের বেড়েছে ২৯৫৫ থেকে ৫৬০০ শতাংশ পর্যন্ত। সব মিলিয়ে ৮১ জন সংসদ সদস্যের আয় ১৫ বছরে বেড়েছে শতভাগ।

সারণি-১১ : ১৫ বছরের ব্যবধানে আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ এমপি

প্রার্থী	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১১৮ ভোলা-৪	২০১৯২.৪৭%
মো. মাহবুবউল আলম হানিফ	০৭৭ কুষ্টিয়া-৩	৯২৬৫.৭৯%
গোলাম ফারুক খন্দ. প্রিন্স	০৭২ পাবনা-৫	৮৯৬০.১৫%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

প্রার্থী	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
নূর-ই-আলম চৌধুরী	২১৮ মাদারীপুর-১	৫৬৯৬.৬১%
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক	০৬০ নাটোর-৩	৫২৮৫.০২%
শাজাহান খান	২১৯ মাদারীপুর-২	৪৬৯৭.০৬%
এইচ এম ইব্রাহিম	২৬৮ নোয়াখালী-১	৪২৯৬.৮১%
মতিয়া চৌধুরী	১৪৪ শেরপুর-২	৪১৩৫.৮৫%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	০৪৬ নওগাঁ-১	৪১৩২.৫৬%
মো. শাহাব উদ্দিন	২৩৫ মৌলভীবাজার-১	২৯৫৫.৫৬%

এই ১৫ বছরে সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির তালিকায় শীর্ষে আছেন নাটোর-৩ আসনের সংসদ জুনাইদ আহমেদ পলক। ২০০৮ সালের তুলনায় তার সম্পদ বেড়েছে ১৭,০৩৯ শতাংশ। মাদারীপুর-১-এর সংসদ সদস্য নূর-ই-আলম চৌধুরীর একই সময়ে সম্পদ বেড়েছে ১০ হাজার ১২৮ শতাংশ। তালিকায় থাকা বাকিদের সম্পদ বৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৫ হাজার ৬০০ শতাংশ। আর কমপক্ষে শতভাগ সম্পদ বেড়েছে ৯৪ জনের।

সারণি-১২ : ১৫ বছরের ব্যবধানে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ এমপি

প্রার্থী	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক	০৬০ নাটোর-৩	১৭০৩৯.৫৬%
নূর-ই-আলম চৌধুরী	২১৮ মাদারীপুর-১	১০১২৮.৪৪%
দীপংকর তালুকদার	২৯৯ রাঙামাটি	৮৩৯৫.৮৫%
আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১১৮ ভোলা-৪	৭৯৭৪.৭৪%
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	০০৭ দিনাজপুর-২	৭৯৫১.৪৯%
মো. আব্দুল হাই	০৮১ ঝিনাইদহ-১	৭৮১৬.৪৮%
মেহের আফরোজ	১৯৮ গাজীপুর-৫	৭৬৯২.৩১%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	০৪৬ নওগাঁ-১	৬৩৫০.১৮%
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	০০৯ দিনাজপুর-৪	৬১৩৮.৬৬%
মির্জা আজম	১৪০ জামালপুর-৩	৫৬২৩.৩৯%

আয় বৃদ্ধিতে মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আগের মন্ত্রিসভার পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। তার আয় বেড়েছে ৩৬০৯ শতাংশ। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির গত পাঁচ বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২১৩১ দশমিক ১২ শতাংশ। ২০১৮ সালের পর মন্ত্রীদের আয় বৃদ্ধির তালিকার শীর্ষ দশে অবশ্য আর কেউই হাজার শতাংশ পেরোতে পারেননি। তালিকার দশ নম্বরে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৮ সালের তুলনায় তার আয় বেড়েছে ১১৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

সারণি-১৩ : পাঁচ বছরের ব্যবধানে আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী

মন্ত্রী নাম	পদবি	মন্ত্রণালয়	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধির হার
জাহিদ ফারুক	প্রতিমন্ত্রী	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৬০৯.৭৪%
টিপু মুনশি	মন্ত্রী	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১৩১.১২%
ফরহাদ হোসেন	প্রতিমন্ত্রী	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৩৯.৪৪%
শরীফ আহমেদ	প্রতিমন্ত্রী	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৯৪.২৬%
জাহিদ মালেক	মন্ত্রী	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৭৫.৮৪%
নসরুল হামিদ	প্রতিমন্ত্রী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়	২২৮.০৮%
ডা. দীপু মনি	মন্ত্রী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২০৪.০১%
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	মন্ত্রী	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৬৪.১৩%
গোলাম দস্তগীর গাজী	মন্ত্রী	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১২২.১৪%
শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১১৯.৪৭%

৫ বছরের ব্যবধানে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে সম্পদ বেশি বেড়েছে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আনিসুল হক। ২০১৮ সালের তুলনায় তার সম্পদ বেড়েছে ১ হাজার ১৪ শতাংশ। তালিকার দশম অবস্থানে থাকা পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের সম্পদ বেড়েছে ১২৫ শতাংশ।

সারণি-১৪ : পাঁচ বছরের ব্যবধানে সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী

মন্ত্রী নাম	পদবি	মন্ত্রণালয়	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার
আনিসুল হক	মন্ত্রী	আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০১৪.৭৯%
জাহিদ ফারুক	প্রতিমন্ত্রী	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯২৯.৪১%
মহিবুল হাসান চৌধুরী	উপমন্ত্রী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪৪.৭৪%
শরীফ আহমেদ	প্রতিমন্ত্রী	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৪২.৫৫%
মো. তাজুল ইসলাম	মন্ত্রী	স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার, পলণ্টী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৪২.৩৮%
ফরহাদ হোসেন	প্রতিমন্ত্রী	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৯২.৩৯%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	মন্ত্রী	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৭২.৪৫%
নসরুল হামিদ	প্রতিমন্ত্রী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪০.৯৯%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

মন্ত্রী নাম	পদবি	মন্ত্রণালয়	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার
ইমরান আহমদ	মন্ত্রী	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৪০.০৬%
এম এ মান্নান	মন্ত্রী	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১২৫.২৮%

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। আর অতীতে মামলা ছিলো এমন প্রার্থী প্রায় ১৮ শতাংশ। মামলার ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি আঘাতের জন্য, জনগণের শান্তিভঙ্গের জন্য, জীবন বিপন্নকারী অপরাধ, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান এবং উৎপাত, প্রতারণা ইত্যাদি কারণে মামলা রয়েছে এসব প্রার্থীর বিরুদ্ধে।

চিত্র-২৩ : বর্তমানে মামলা আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা

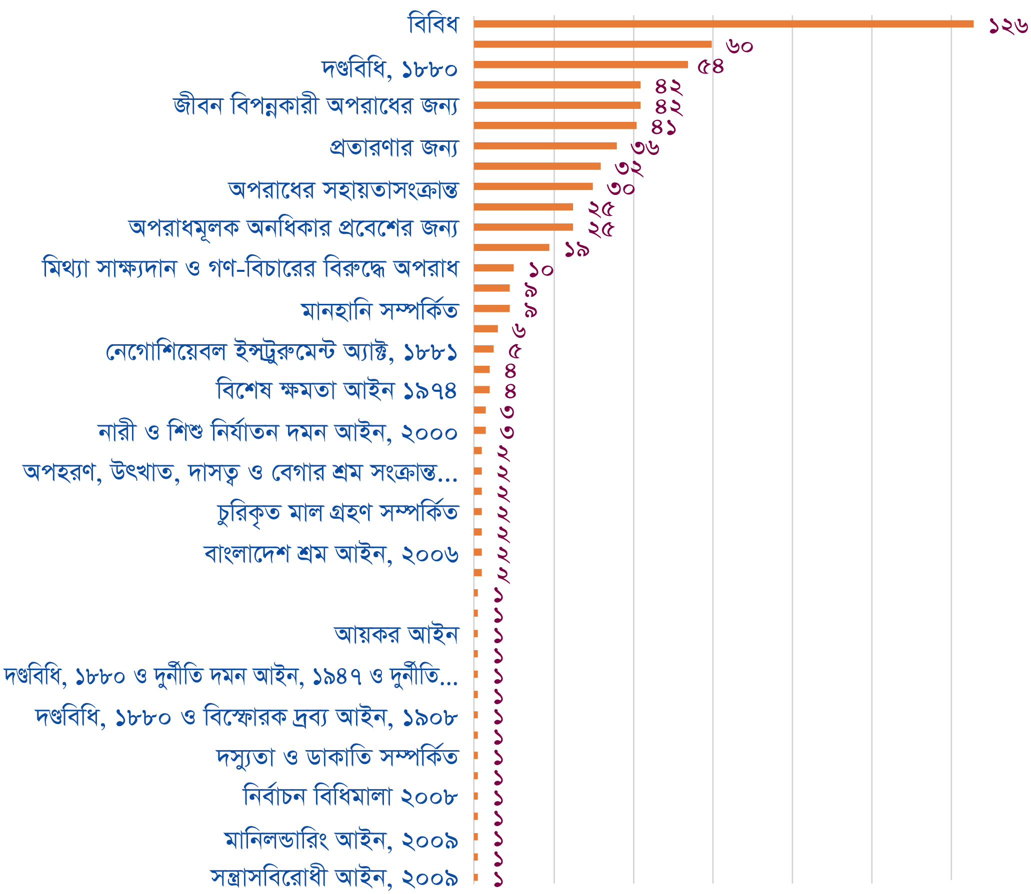

চিত্র-২৪ : অতীতে মামলা ছিল এমন প্রার্থীর সংখ্যা

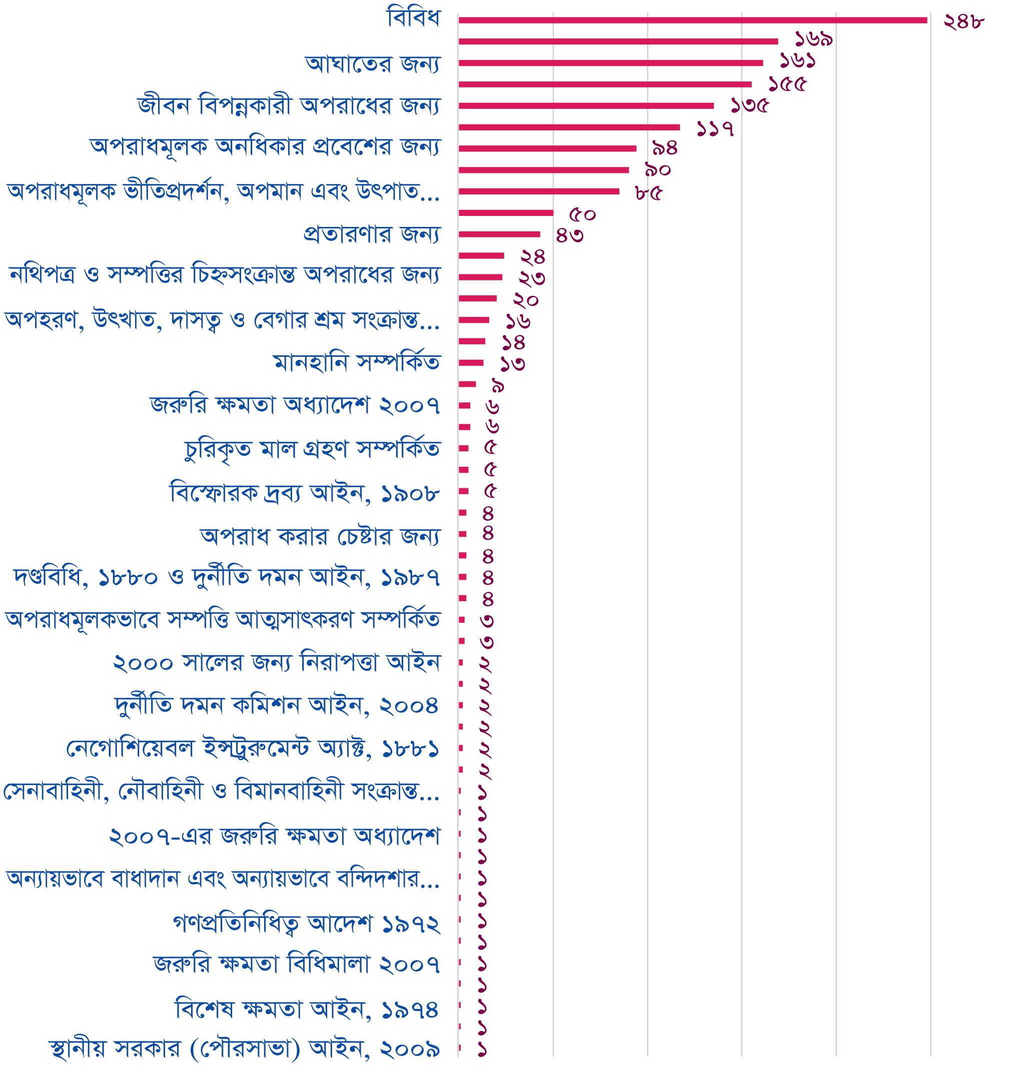

১.৬ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অন্যতম বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান। ফলে সারা দেশের সব আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বড় সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। সংখ্যার বিচারে যা সর্বশেষ চারটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। স্বভাবতই এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের বাইরে থাকা বা বিদ্রোহী প্রার্থী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো দলই পুরোপুরি ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়নি, তবে শতভাগ আসনেই কমপক্ষে এক বা অনেক ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী ক্ষমতাসীন দলের সদস্য বা সমর্থনপুষ্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ডে প্রার্থীদের অর্ধেকের বেশি, ৫৮ দশমিক ৫৫ শতাংশই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রার্থী স্বশিক্ষিত। সর্বশেষ চারটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থী দ্বাদশ নির্বাচনে অংশ নেন। ১৫ বছরের ব্যবধানে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। একইভাবে বেড়েছে কোটি টাকা আয় করা প্রার্থীর সংখ্যাও। বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৪ জন, এটিও সর্বশেষ চার নির্বাচনে সর্বোচ্চ। তবে কোটি টাকার কম আয় করে এমন প্রার্থীর হার ৬৫ দশমিক ৩০ শতাংশ।

অস্থাবর সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রায় ২৭ দশমিক ৬৪ ভাগ প্রার্থী কোটিপতি। শতকোটি টাকার মালিক এমন প্রার্থী সংখ্যায় ২১, শীর্ষস্থানে থাকা প্রার্থীর প্রদর্শিত সম্পদমূল্য ১ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও কোটিপতি প্রার্থীদের প্রাধান্য ছিল দ্বাদশ নির্বাচনে। ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হয়ে নবম নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতি ছিলেন ২৮ দশমিক ২৫ শতাংশ। ১৫ বছরের ব্যবধানে এই হার বেড়ে দাড়িঁয়েছে ৮৮.৭২ শতাংশে। আবার, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪৫ দশমিক ৭৪ শতাংশই কোটিপতি।

বাংলাদেশের আইন (ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, ২০২৩) অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা কৃষিজমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত হলেও, অনেক প্রার্থীর নামেই বড় আকারের ভূমির মালিকানা রয়েছে। হলফনামায় প্রদর্শিত সর্বোচ্চ মালিকানা ৮১৩ একর। তবে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রায় ২৮ শতাংশের দায়দেনা, ঋণ রয়েছে। যার সম্মিলিত পরিমাণ ১৫ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা।

হলফনামার তুলনামূলক হিসাব অনুযায়ী, একাদশ সংসদের সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আয় সর্বোচ্চ ২ হাজার শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় সংসদ সদস্যদের সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধির হার ৭২৩৮৬ দশমিক ৭০ শতাংশ, ২০০৮ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ২০১৯২ শতাংশ। সংসদ সদস্যদের নির্ভরশীলদের আয় পাঁচ বছরে বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৯৯৩ শতাংশ। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ সম্পদ বেড়েছে ৩ হাজার ৬৫ শতাংশ এবং ১৫ বছরে এই হার ১৭ হাজার ৩৯ শতাংশ। একইভাবে গত পাঁচ বছরে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৬০৯ শতাংশ, সম্পদ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ১ হাজার ১৪ শতাংশ।

হলফনামা প্রকাশ যথেষ্ট নয়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা যাচাই করা হয় না। আবার সম্পদের অর্জনকালীন যে মূল্য হলফনামায় দেখানো হয়েছে, তা নিয়েও বড় রকমের প্রশ্ন রয়েছে। হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ কতটা দেখিয়েছেন? পুরোটা দেখিয়েছেন কি না? কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কেননা, নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, সরকারের মন্ত্রিসভার অন্তত একজন সদস্যের নিজ নামে বিদেশে একাধিক কোম্পানি থাকার প্রমাণ টিআইবির কাছে রয়েছে। অথচ হলফনামায় এই সম্পদ অর্জনের উল্লেখ নেই। উক্ত মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি কোম্পানি এখনো বিদেশে সক্রিয়ভাবে আবাসন ব্যবসা পরিচালনা করছে। এসব কোম্পানির মোট সম্পদমূল্য প্রায় ২ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার বেশি।

অবশ্য, হলফনামা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন। স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসি কোনো পদক্ষেপ নেয় না বা অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করে না। আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে, বিশেষ করে প্রদত্ত হিসাব পরিপূর্ণ কি না এবং অর্জিত আয় ও সম্পদ বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা যাচাই করতে রাজস্ব বিভাগ বা দুর্নীতি দমন কমিশনকেও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। আবার একই প্রার্থী ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনে একই বিষয়ে আলাদা তথ্য দিলে বা

তথ্যের গরমিল থাকলেও তা যাচাইয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অযোগ্যতার আইনি অনেক বিষয় সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে পাঁচ বছর বিরতি দিয়ে হলেও তাদের জবাবদিহির একটি আইনি সুযোগকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দুর্নীতি রোধে কার্যকর একটি ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

১.৭ সুপারিশ

চারটি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করছে টিআইবি–

- হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্য কতটুকু সত্য, তা নিরূপণে কার্যকর ও কারিগরি যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- হলফনামায় মিথ্যা বা অপর্যাপ্ত তথ্য প্রদান আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ফলে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই করতে হবে।
- একই সঙ্গে, হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ পুরোপুরি প্রদর্শন করেছেন কি না, কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি না তা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যাচাই ও প্রমাণসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হতাশাজনক হলেও সত্য, এসব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে।
- যে আয়, ঋণ ও সম্পদ অর্জনের তথ্য হলফনামায় প্রদান করা হয়েছে, বিশেষ করে যে রূপ অবিশ্বাস্য মাত্রায় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের অনেকেরই সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তা বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং তা না হলে জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো উদ্যোগ না থাকাও গভীরভাবে উদ্বেগজনক। এ ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বপ্রণোদিত ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সুযোগ ও সুপারিশ করছে টিআইবি। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো সামনে এ আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা দলসমূহের কাছে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানানো হচ্ছে।
- একইভাবে নির্বাচন কমিশন যে প্রক্রিয়ায় এবং দায়সারাভাবে হলফনামার তথ্য প্রকাশ করে, তা থেকে সহজভাবে ও বিশ্লেষণযোগ্যভাবে তথ্য সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে টিআইবি কর্তৃক হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি একটি টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রার্থীদের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ

২.১ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার

বাংলাদেশে সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার (চিত্র-১)। স্বভাবতই জাতীয় সংসদ ও সংসদের নীতি গ্রহণ ব্যবসায়ী স্বার্থের মুখাপেক্ষী হবে, তা বলাই বাহুল্য।

চিত্র-১ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার

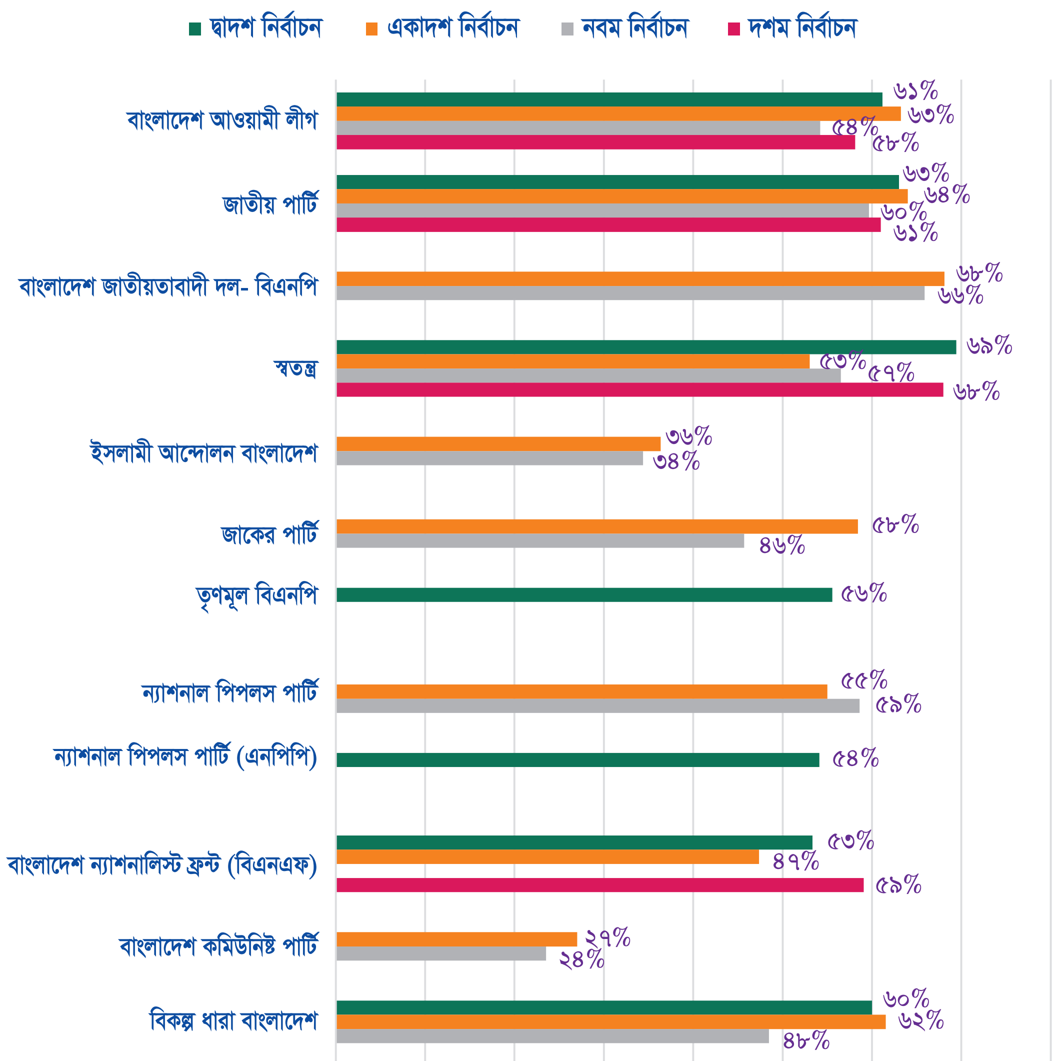

সর্বশেষ চার নির্বাচনের সব ক'টিতে জয়ী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগে নবম নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার ছিলো ৫৪ শতাংশ, দশম নির্বাচনে তা বেড়ে হয় ৫৮ শতাংশ। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৬৩ শতাংশ ছিলো ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার। সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে কিছুটা কমে ৬১ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হয়ে (চিত্র-২)।

চিত্র-২ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে আওয়ামী লীগে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার।

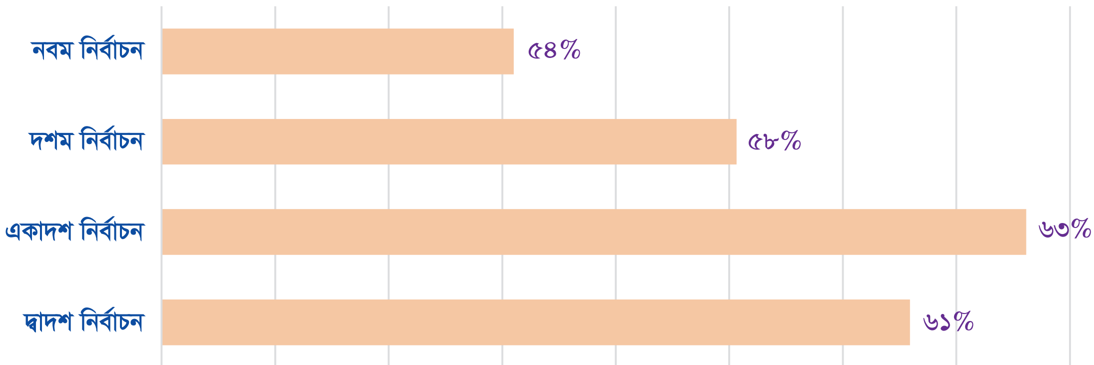

সর্বশেষ চার নির্বাচনে মাত্র দুটিতে অংশগ্রহণ করে আরেকটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬৬ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থী দলটির হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। দশম নির্বাচন দলটি বর্জন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির হয়ে নির্বাচনে অংশ নেন ৬৮ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থী (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বিএনপিতে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার।

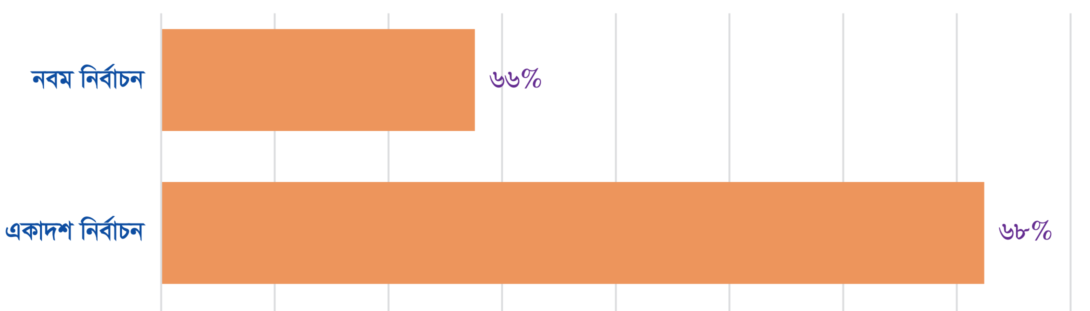

সর্বশেষ চারটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ব্যবসায়ী প্রার্থীদের হার ছিলো যথাক্রমে নবম নির্বাচনে ৬০ শতাংশ, দশম নির্বাচনে ৬১ শতাংশ, একাদশ নির্বাচনে ৬৪ শতাংশ ও দ্বাদশ নির্বাচনে ৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত রয়েছে।

চিত্র-৪: সর্বশেষ চার নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের হার

সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রত্যাশিতভাবেই সংসদের এক পঞ্চমাংশের বেশি আসন দখল করেছেন, যা দেশের জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। হলফনামায় নিজেদের পেশা হিসেবে ব্যবসা দেখানো স্বতন্ত্র প্রার্থীর হার এ নির্বাচনে ছিলো ৬৯ শতাংশ, যা সর্বশেষ চার নির্বাচনে সর্বোচ্চ। আগের তিন নির্বাচন নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের হার ছিলো যথাক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৮ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ (চিত্র-৫)।

চিত্র-৫: সর্বশেষ চার নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের হার

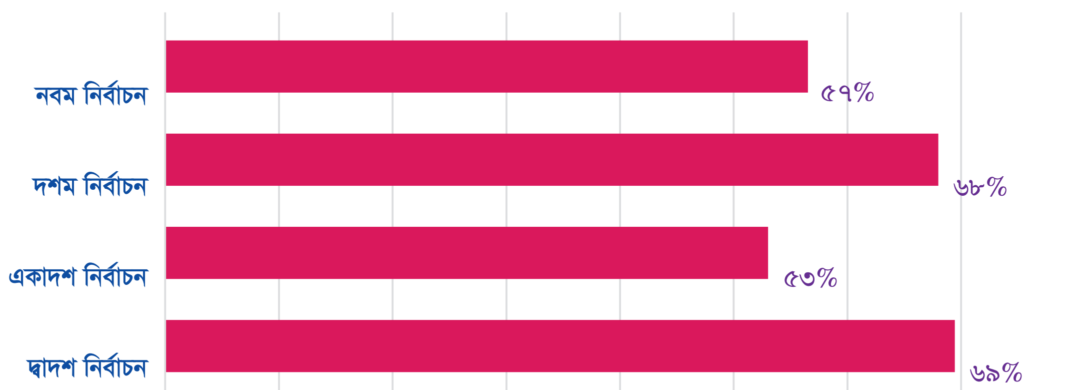

২.২ নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার

প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের বৃদ্ধির হারের ব্যাস্তানুপাতে চলছে প্রার্থী তালিকায় রাজনীতিবিদের হার। শুধু আওয়ামী লীগ বাদে বাকি রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন বা প্রার্থীতা থেকে ক্রমেই কমছে রাজনীতিবিদ প্রার্থীর সংখ্যা (চিত্র-৬)।

চিত্র-৬ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার

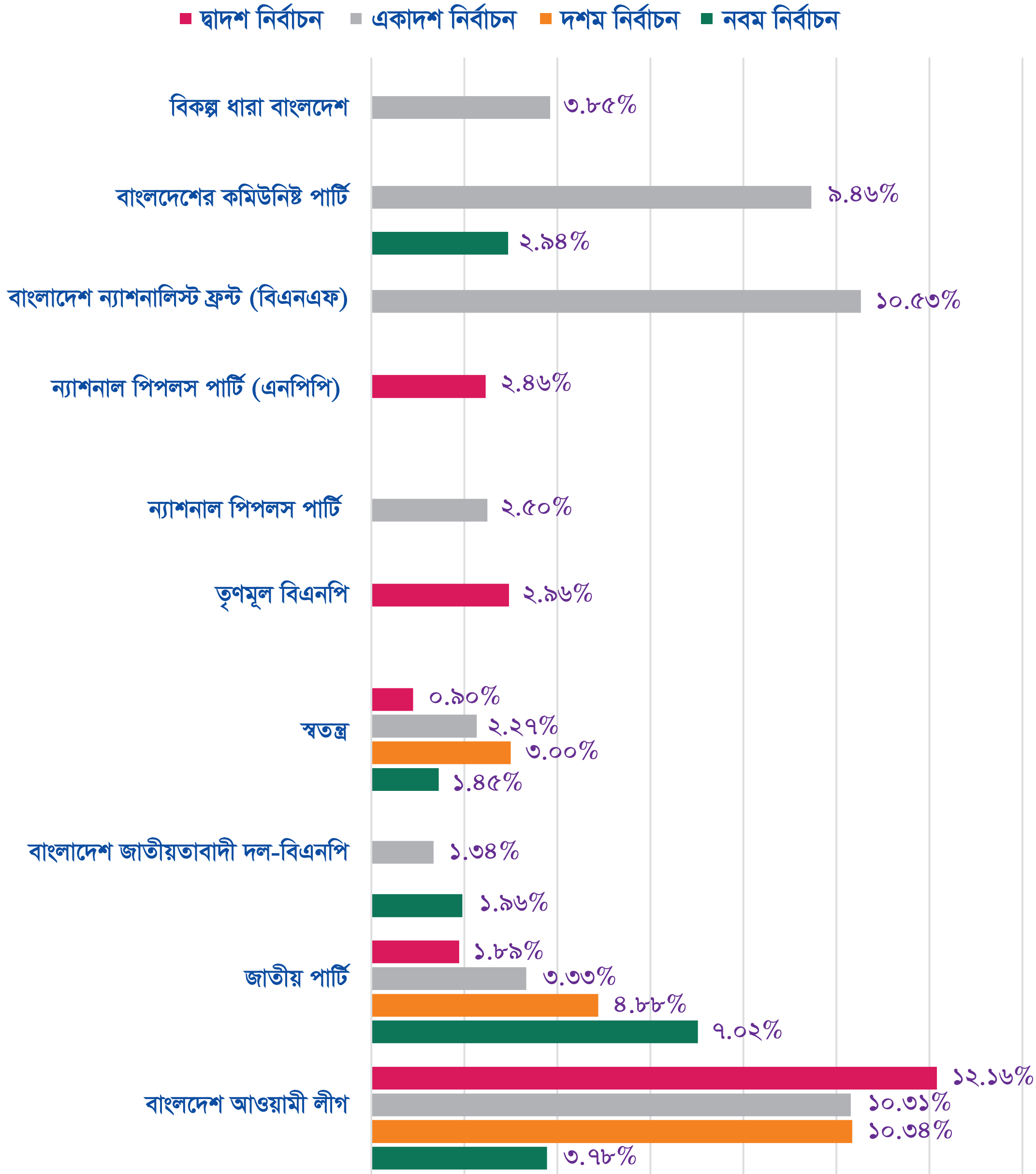

আশাব্যঞ্জক হারে না হলেও, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনীতিবিদ প্রার্থীর হার বেড়েছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের। এ নির্বাচনে কিছুটা বেড়ে ১২.১৬ শতাংশ হয়েছে রাজনীতিবিদের হার। আগের দুই নির্বাচনে এই হার ছিলো ১০ শতাংশের মতো। নবম জাতীয় সংসদে মাত্র ৩.৭৮ শতাংশ রাজনীতিবিদ প্রার্থী ছিলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (চিত্র-৭)।

চিত্র-৭ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার

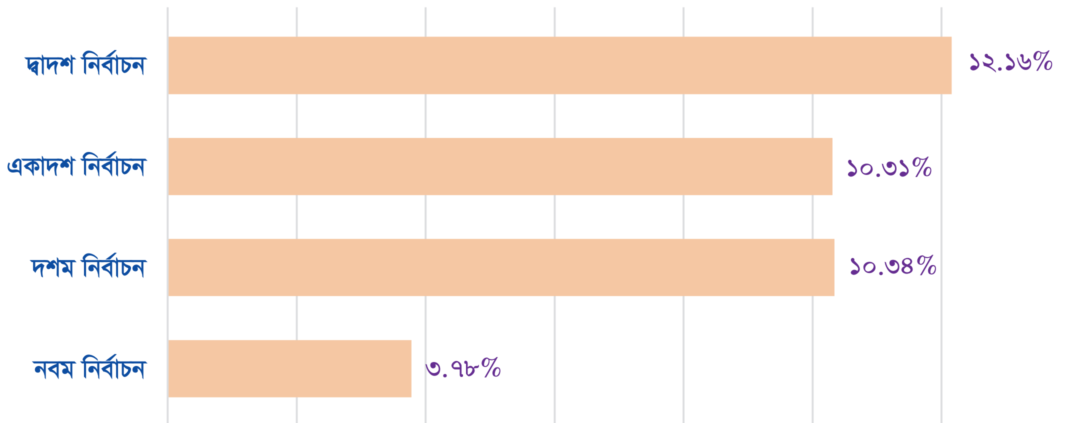

বিএনপির ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনীতিবিদ প্রার্থীর পরিমাণ আরও কম এবং ক্রমান্বয়ে তা কমেছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে যেখানে ১.৯৬ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন রাজনীতিবিদ, ২০১৮ সালে এসে সে হার নেমে হয় ১.৩৪ শতাংশ। ২০১৪ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে দলটি অংশগ্রহণই করেনি (চিত্র-৮)।

চিত্র-৮ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার

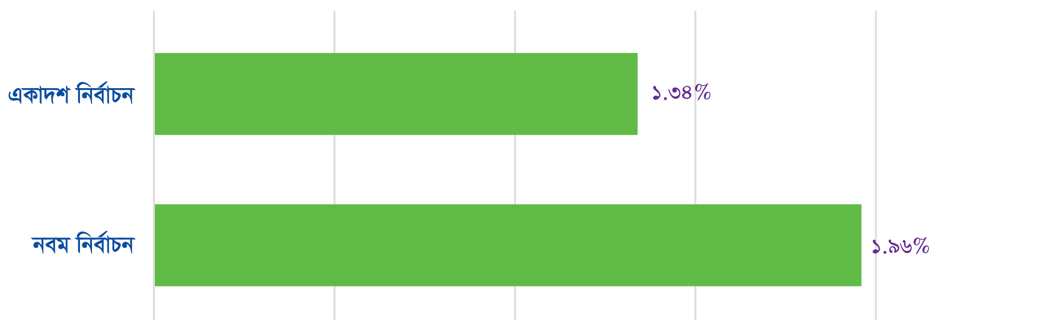

জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদ প্রার্থীর হার কমেছে ক্রমান্বয়ে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেখানে দলটির ৭.০২ শতাংশ রাজনীতিবিদ প্রার্থী ছিলো, সেখানে এবারের নির্বাচনে ২ শতাংশেরও কম প্রার্থী রাজনীতিবিদ (চিত্র-৯)।

চিত্র-৯ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার

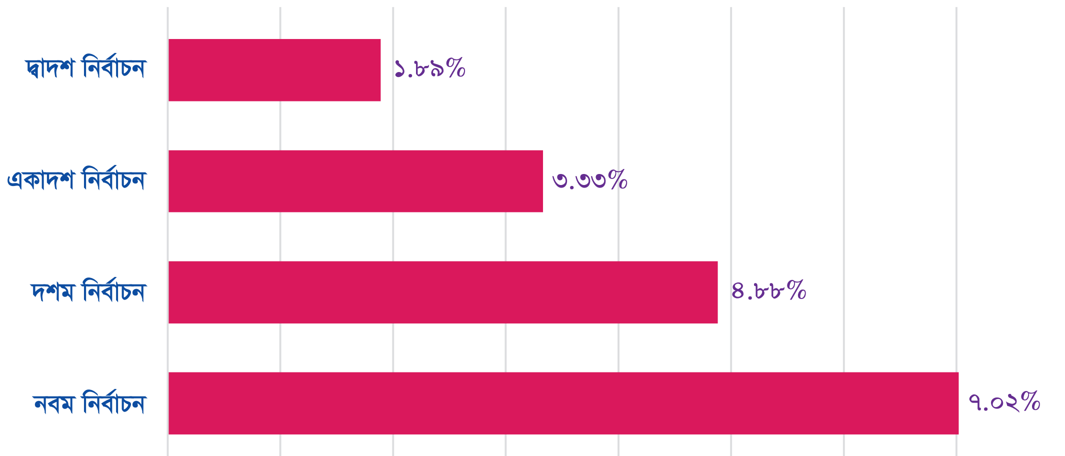

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যেও কমেছে রাজনীতিবিদের পরিমাণ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের ১ শতাংশও রাজনীতিবিদ নন। নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় নির্বাচনে যথাক্রমে এই হার ছিলো ১.৪৫ শতাংশ, ৩ শতাংশ ও ২.২৭ শতাংশ (চিত্র-১০)।

চিত্র-১০ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের হার

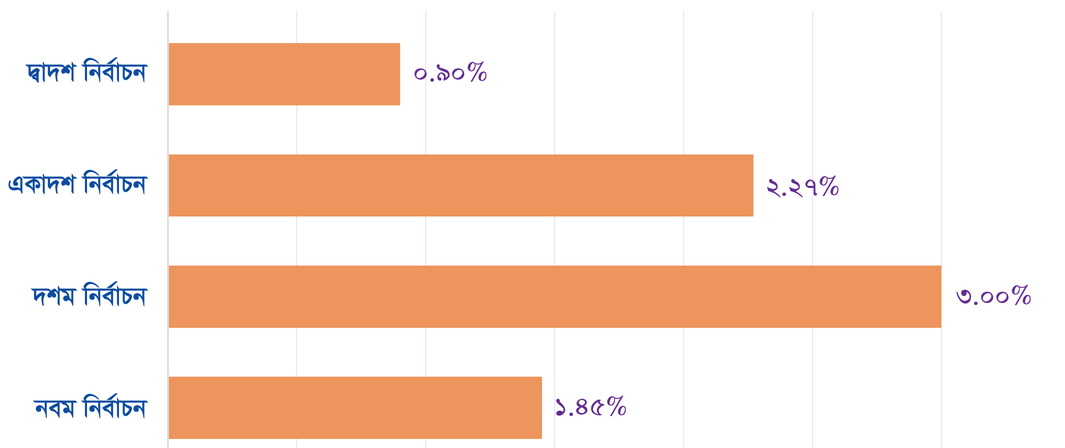

২.৩ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তদূর্দ্ধ। স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রিধারী প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দলটির ৮৫ শতাংশের বেশি প্রার্থী স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রিধারী (চিত্র-১১)।

চিত্র-১১ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে দলভিত্তিক প্রার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক বা তদূর্ধ্ব)

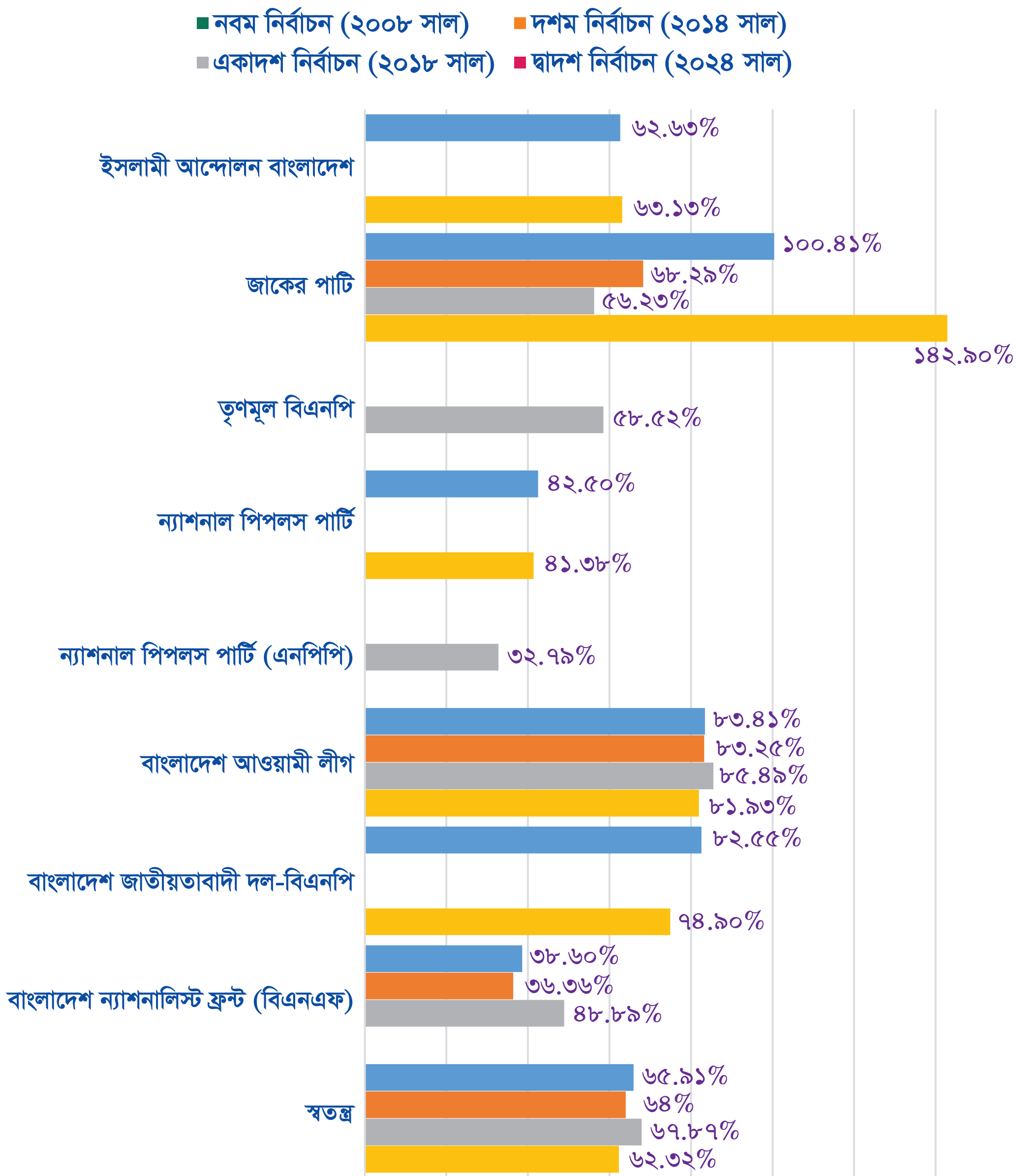

সর্বশেষ চার নির্বাচনের প্রত্যেকটিতেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীর অন্তত ৮০ শতাংশই ছিলেন স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রিধারী। ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৮১.৯৩ শতাংশ, ২০১৪ সালের দশম নির্বাচনে ৮৩.২৫ শতাংশ, একাদশ নির্বাচনে ৮৩.৪১ শতাংশ প্রার্থীরই শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তার উর্দ্ধে। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে স্নাতক বা তার উর্দ্ধে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী বেড়েছে (চিত্র-১২)। একই প্রবণতা দেখা গেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ক্ষেত্রেও। যে দুটি নির্বাচনে দলটি অংশগ্রহণ করেছে, ২০০৮ সালে এমন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী ছিলেন প্রায় ৭৫ শতাংশ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তা বেড়ে হয় ৮২ শতাংশের ওপর (চিত্র-১৩)। একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও (চিত্র-১৫)। অবশ্য, ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে। ২০০৮ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত চারটি নির্বাচনে ক্রমশ নেমেছে এই হার। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির যথাক্রমে ৭৭.১৯ শতাংশ, ৬৮.২৯ শতাংশ, ৬৩.৩৩ শতাংশ এবং ৫৬.২৩ শতাংশ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলো স্নাতক বা তদূর্ধ্ব (চিত্র-১৪)।

চিত্র-১২ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক বা তদূর্ধ্ব)

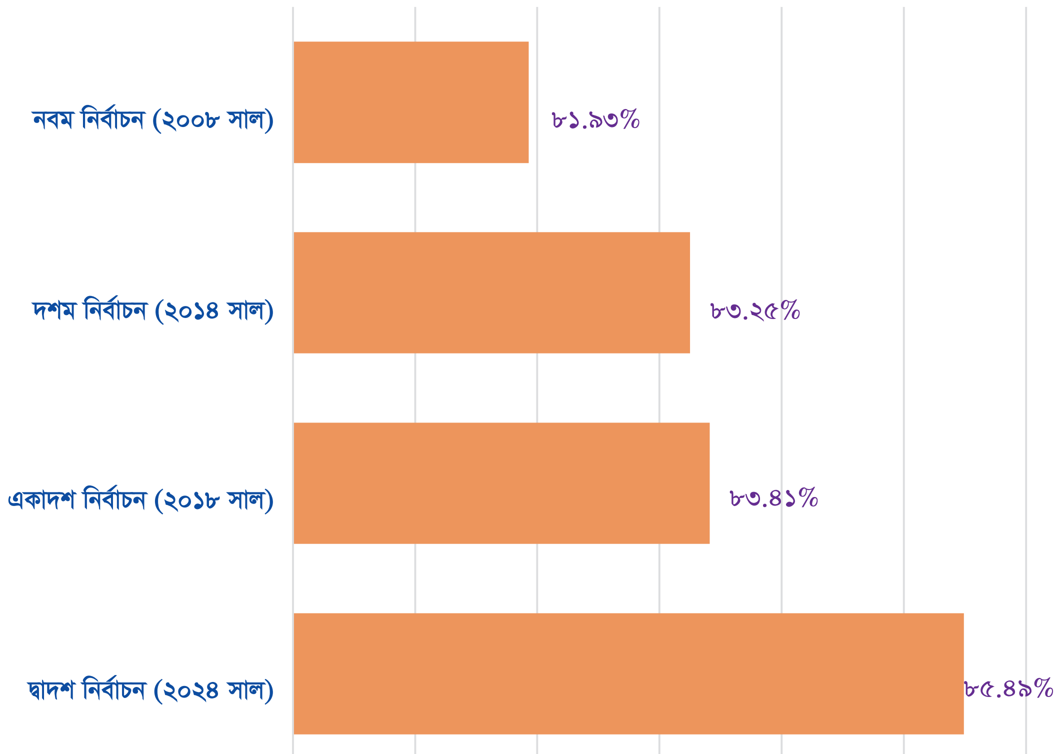

চিত্র-১৩ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক বা তদূর্ধ্ব)

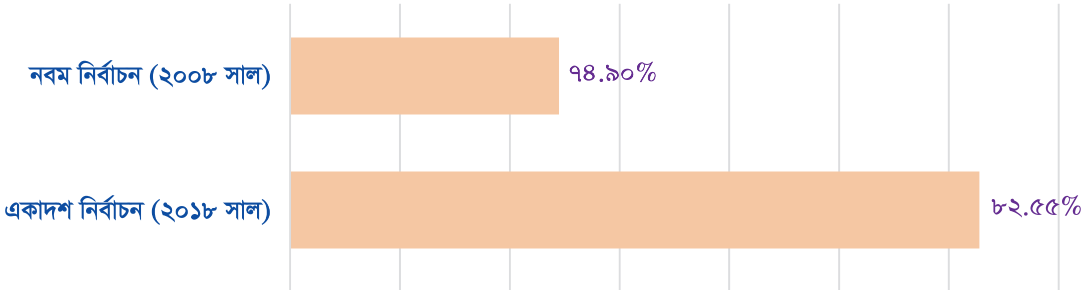

চিত্র-১৪ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক বা তদূর্ধ্ব)

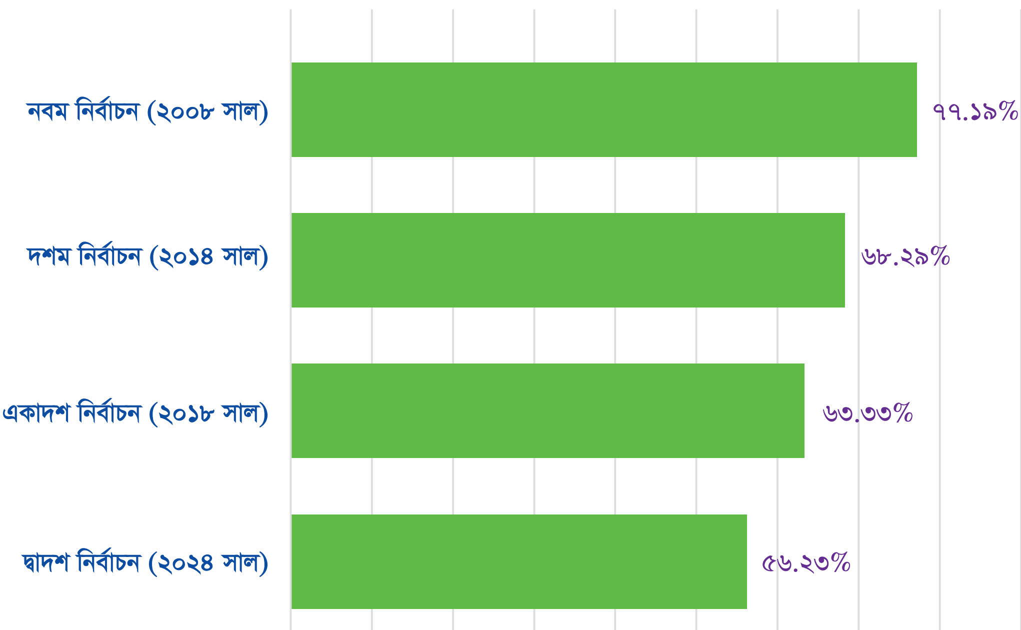

চিত্র-১৫ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক বা তদূর্ধ্ব)

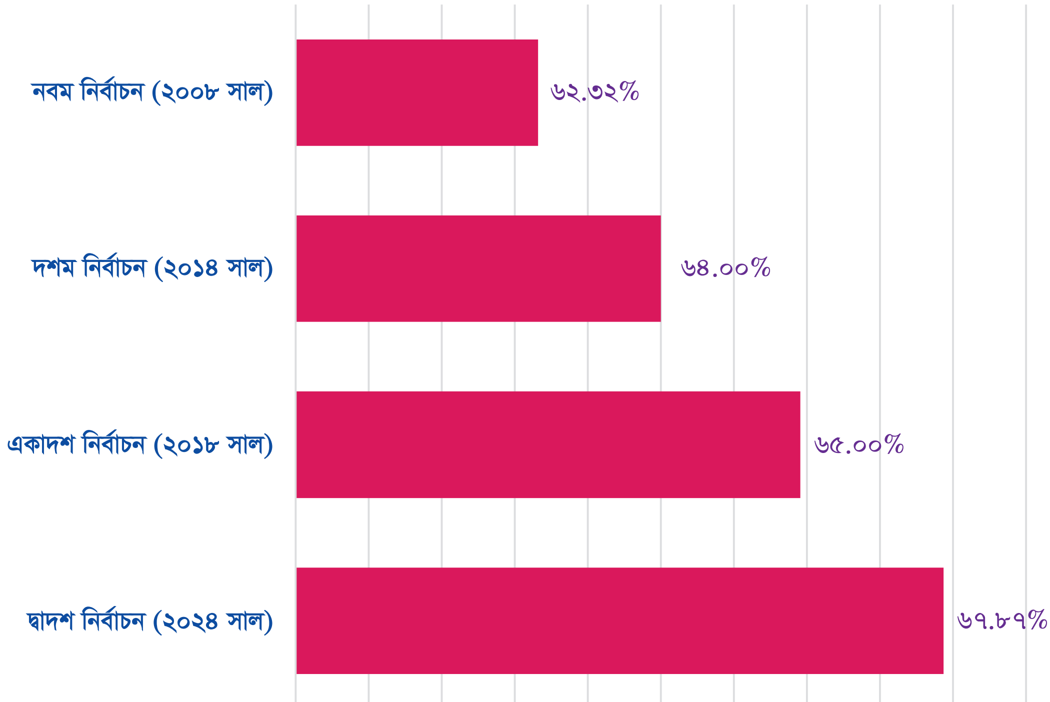

২.৪ প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)

হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি আয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের এবং অবসম্ভাবীভাবেই ক্রমাগত বেড়েছে প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয়। এরপরই আয়ের দিক দিয়ে এগিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা (চিত্র-১৬)।

হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, দ্বাদশ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় ২ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৫২০ টাকা। নবম, দশম ও একাদশ নির্বাচনে এ আয় ছিলো যথাক্রমে ২১ লাখ ৫ হাজার ১০১ টাকা, ১ কোটি ১৩ লাখ ৯৩ হাজার ৯৬৯ টাকা এবং ১ কোটি ৫০ লাখ ৫০ হাজার ৩৩৪ টাকা (চিত্র-১৭)। নবম ও একাদশ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় যথাক্রমে ৩০ লাখ ও ৫০ লাখ টাকার বেশি করে (চিত্র ১৮)। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ২৯ লাখ টাকা (চিত্র-১৯)। এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ১ কোটি টাকার মতো (চিত্র-২০)।

চিত্র-১৬ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)

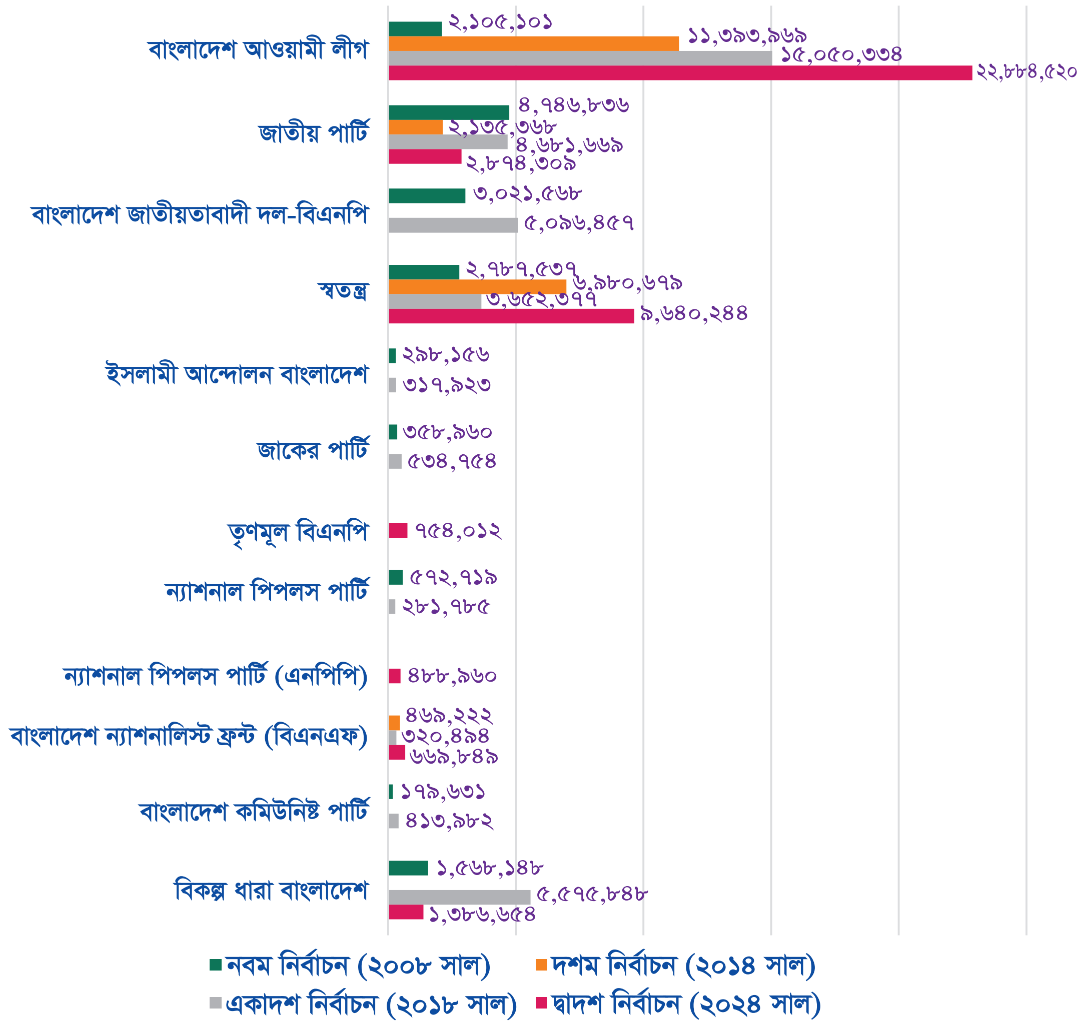

চিত্র-১৭ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)

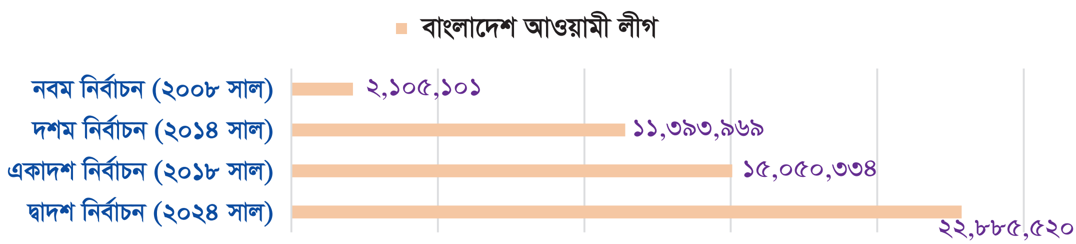

চিত্র-১৮ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)

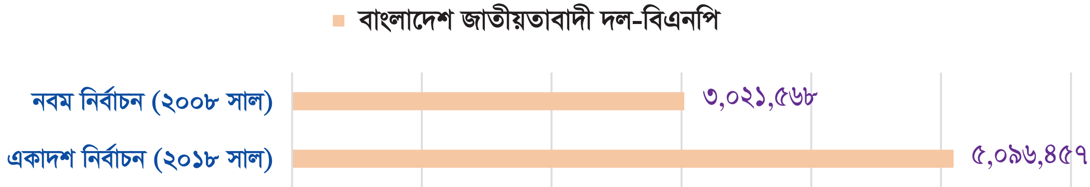

চিত্র-১৯ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)

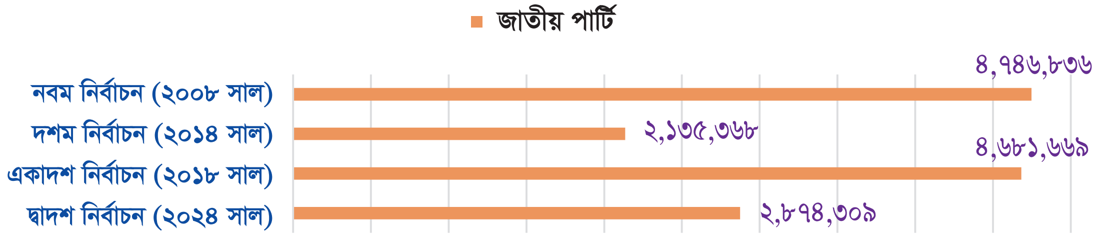

চিত্র-২০ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বাৎসরিক আয় (দলভিত্তিক)

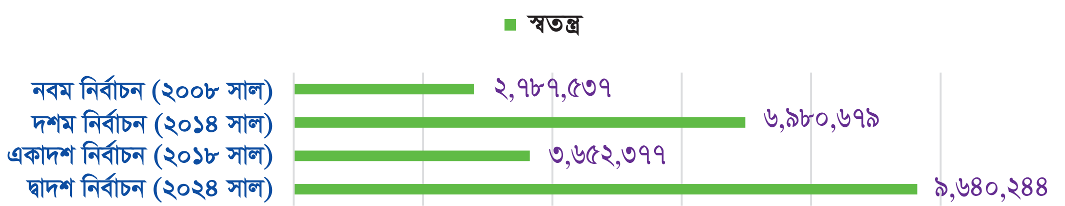

২.৫ রাজনৈতিক দলে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থী

হলফনামার তথ্যানুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের ৯৩ শতাংশের বেশি প্রার্থী বছরে ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি আয় করেন। আগের তিন নির্বাচনে এ হার ছিলো ৯০.১৩ শতাংশ (একাদশ), ৭৫.৮৬ শতাংশ (দশম) এবং ৩২.৩৫ শতাংশ (নবম) (চিত্র-২২)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি যে দুই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে সেই নবম ও একাদশ নির্বাচনে দলটির প্রার্থীদের ৫০ শতাংশের কম-বেশিই বছরে ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি আয় করেন (চিত্র-২৩)।

জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থীর হার কমেছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির প্রায় ৫৫ শতাংশ ১০ লাখ বা তার বেশি আয় করতেন এবং সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫ শতাংশ (চিত্র-২৪)। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৬.৬৩ শতাংশ (চিত্র-২৫)।

চিত্র-২১ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থীর হার

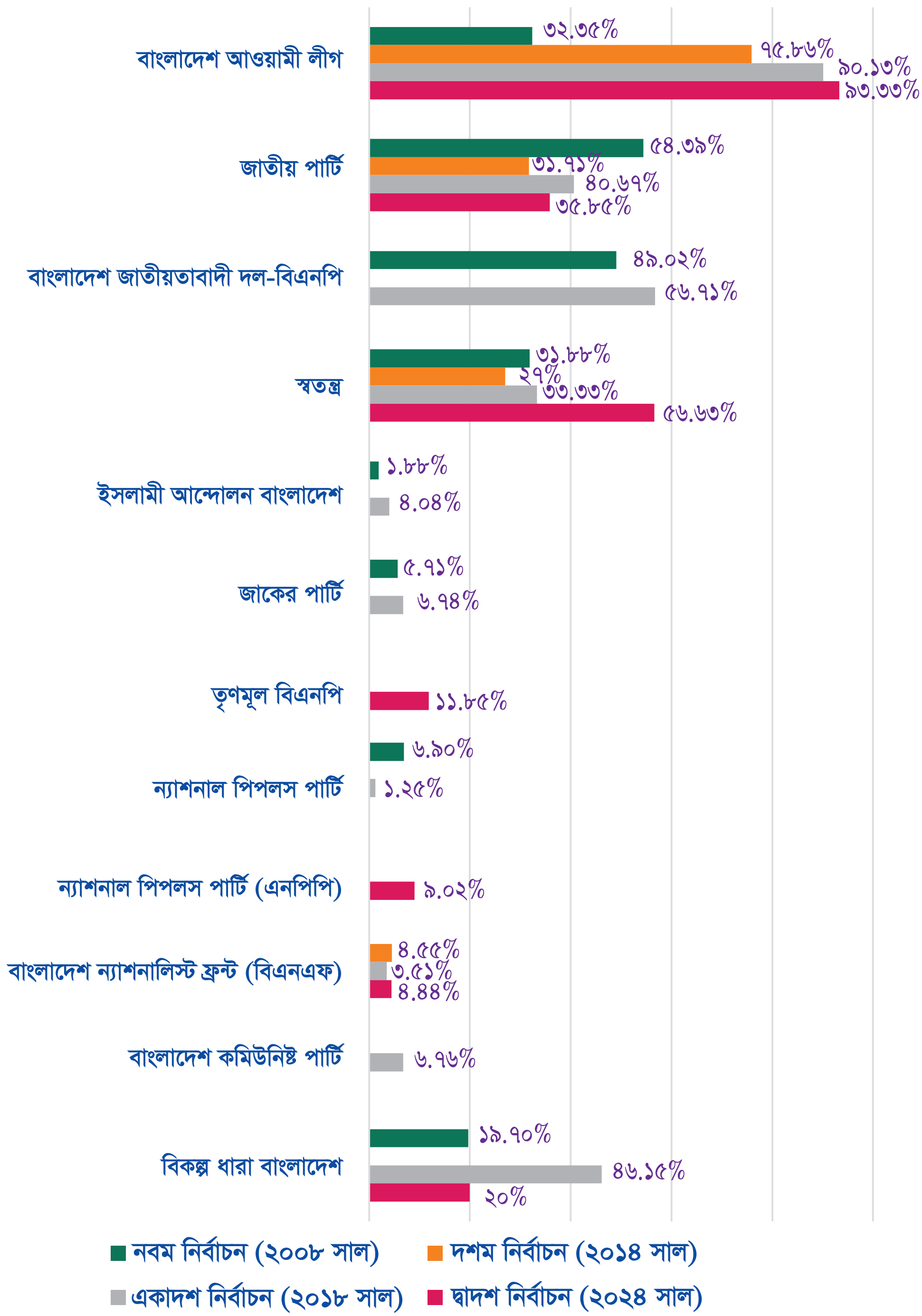

চিত্র-২২ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থীর হার

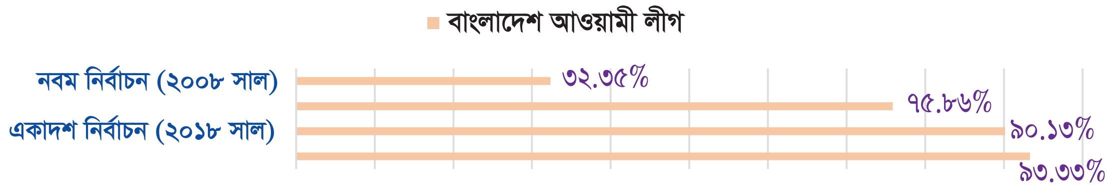

চিত্র-২৩ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থীর হার

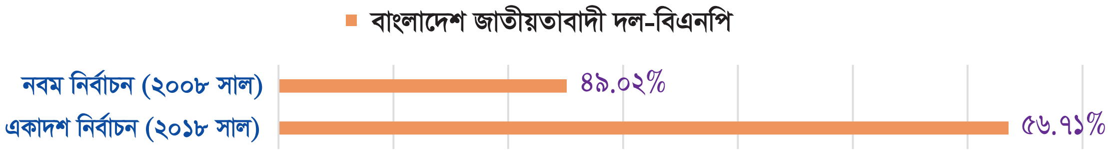

চিত্র-২৪ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থীর হার

চিত্র-২৫ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে বাৎসরিক ১০ লাখ বা তার বেশি আয়কারী প্রার্থীর হার

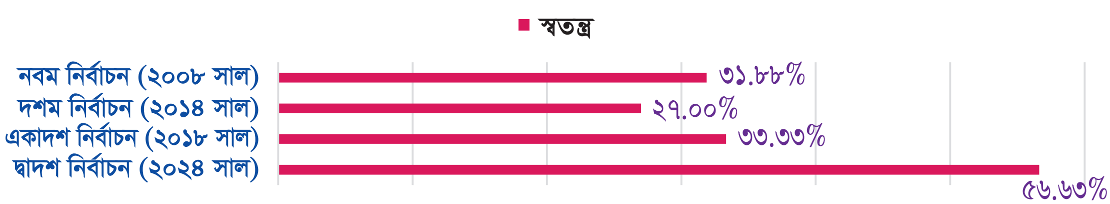

২.৬ প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, গড় অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সবার ওপরে আছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ ছিলো ২ কোটি ১৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬০৯ টাকা। আগের তিন নির্বাচনে যা ছিলো ১ কোটি ৫৮ লাখ ৪৫ হাজার ৭৯১ টাকা (একাদশ নির্বাচন), ৭২ লাখ ২১ হাজার ৫৩৬ টাকা (দশম নির্বাচন) ও ২৭ লাখ ৩৯ হাজার ৮০৪ টাকা (নবম নির্বাচন) (চিত্র-২৭)।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গড় অস্থাবর সম্পদ বেড়েছিলো দ্বিগুণের বেশি (চিত্র ২৮)। আবার, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় অস্থাবর সম্পদ দশম ও একাদশ নির্বাচনের থেকে কমলেও, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে (চিত্র ২৯ ও ৩০)।

চিত্র-২৬ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ (দলভিত্তিক)

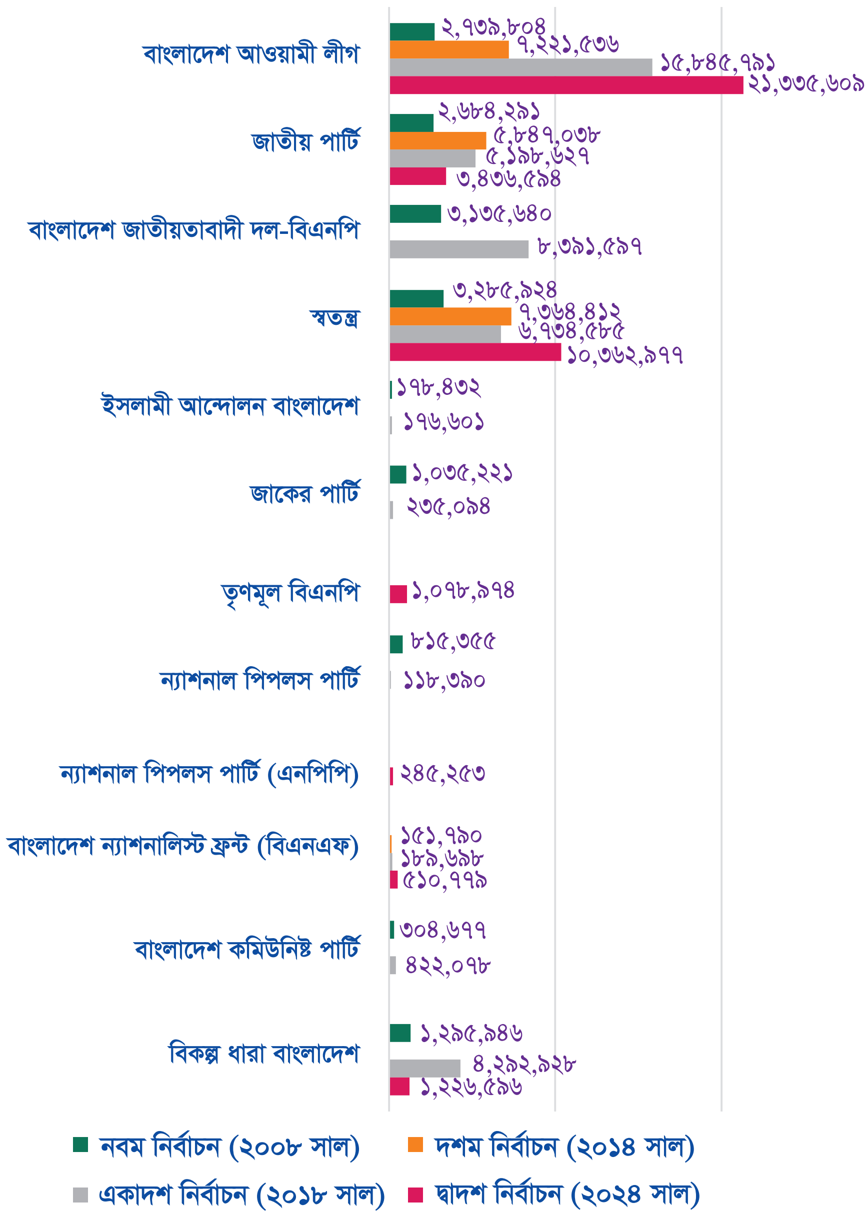

চিত্র-২৭ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ (দলভিত্তিক)

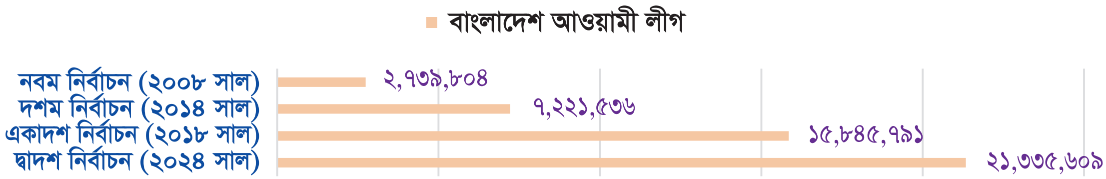

চিত্র-২৮ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ (দলভিত্তিক)

চিত্র-২৯ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ (দলভিত্তিক)

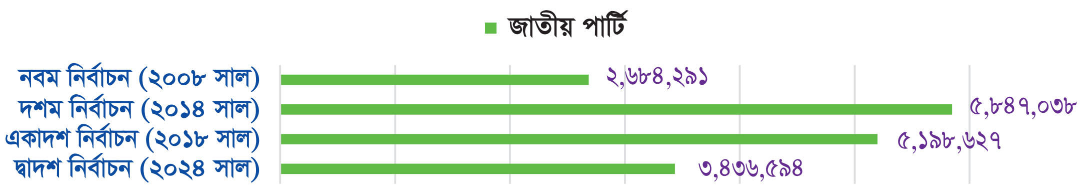

চিত্র-৩০ : সর্বশেষ চার নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ (দলভিত্তিক)

২.৭ রাজনৈতিক দলসমূহে কোটিপতি প্রার্থীদের হার

অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে হিসাব করলে, দল কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যায় সবার ওপরে আওয়ামীলীগ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির ৮৮.২৪ শতাংশ প্রার্থীই কোটিপতি (চিত্র-৩১)। যা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে বেড়েছে ৭ শতাংশ। ২০০৮ সালে হওয়া নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো এক তৃতীয়াংশেরও কম (চিত্র-৩২)।

নবম ও একাদশ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতি ছিলো যথাক্রমে ৪৪ ও ৫১ শতাংশ (চিত্র-৩৩)।

জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৩৬.৮৪ শতাংশ, ২৪.৩৯ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ও ২১.৫১ শতাংশ কোটিপতি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন (চিত্র ৩৪)। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ যারা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ফলে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ৪৫.৬২ শতাংশের বেশি কোটিপতি হবেন তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! (চিত্র- ৩৫)।

চিত্র-৩১ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সর্বশেষ চার নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

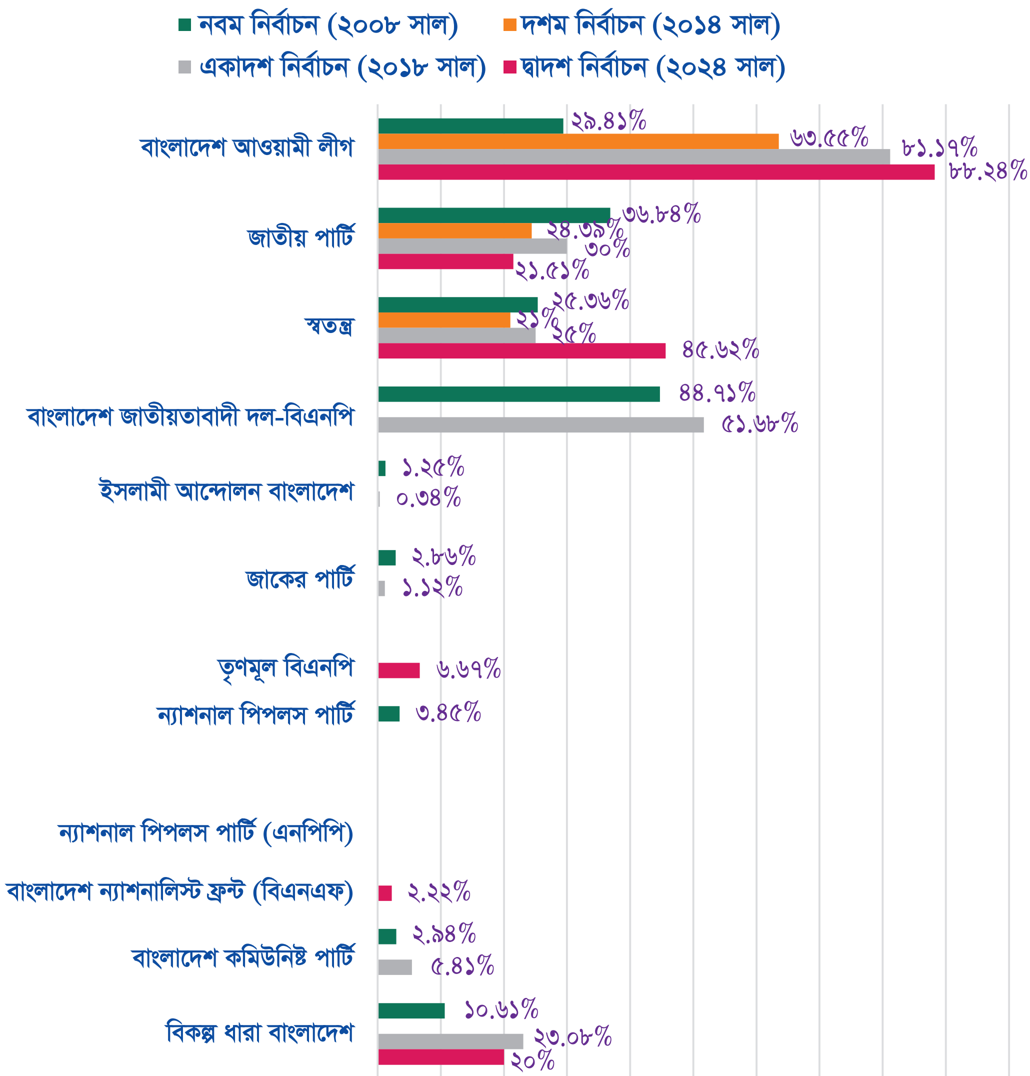

চিত্র-৩২ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সর্বশেষ চার নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

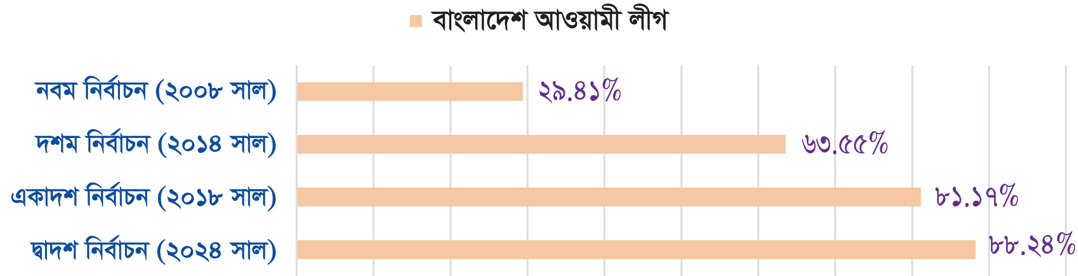

চিত্র-৩৩ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সর্বশেষ চার নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

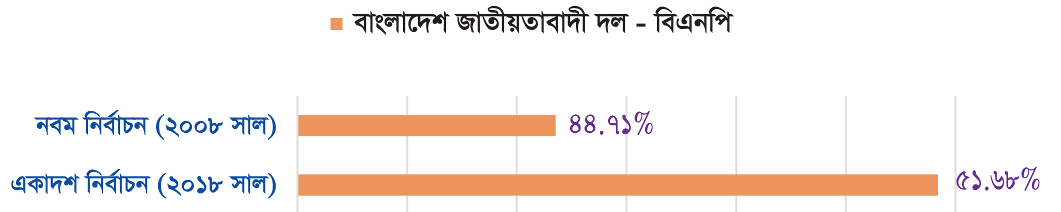

চিত্র-৩৪ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সর্বশেষ চার নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

চিত্র-৩৫ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সর্বশেষ চার নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

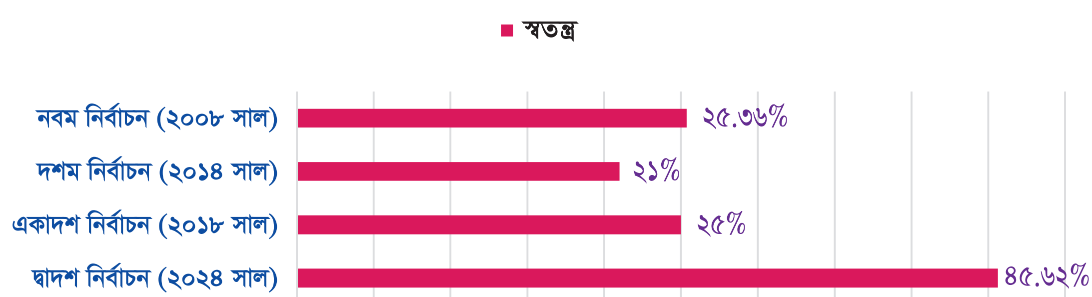

২.৮ এক একর জমি আছে এমন প্রার্থী

হলফনামায় দেওয়া তথ্যানুযায়ী, এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক কমছে। সর্বশেষ তিন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার ছিলো যথাক্রমে ৬১.৫৮ শতাংশ (দশম), ৬০.৫৪ শতাংশ (একাদশ) ও ৫৮.৮২ শতাংশ (দ্বাদশ) (চিত্র-৩৭)।

নবম থেকে একাদশ নির্বাচনের ব্যবধানে বিএনপিতে এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার কমেছে আট শতাংশের মতো (চিত্র-৩৮)।

জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেখানে ৬৪.৯১ শতাংশ প্রার্থীর অন্তত এক একর জমি ছিলো, দ্বাদশ নির্বাচনে এমন জমির মালিক মাত্র ৩৮ শতাংশের কিছু বেশি প্রার্থী। (চিত্র-৩৯)। তুলনায় দেখা যাচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে জমির মালিকানার এই হার কিছুটা বেড়েছে (চিত্র-৪০)।

চিত্র-৩৬ : এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

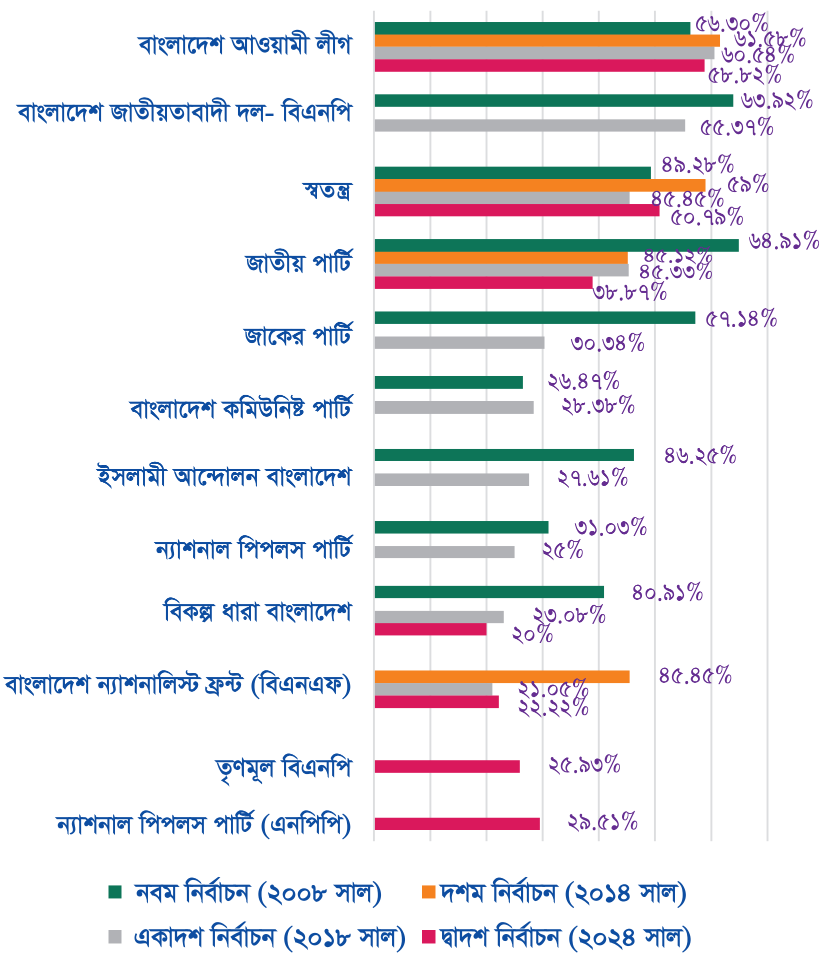

চিত্র-৩৭ : এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

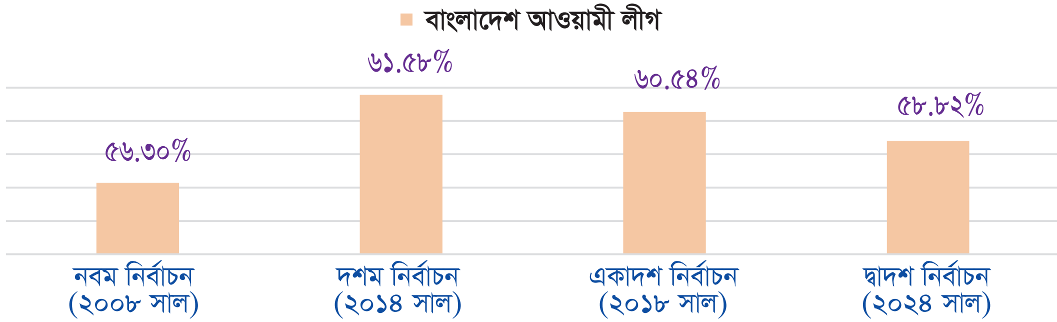

চিত্র-৩৮ : এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

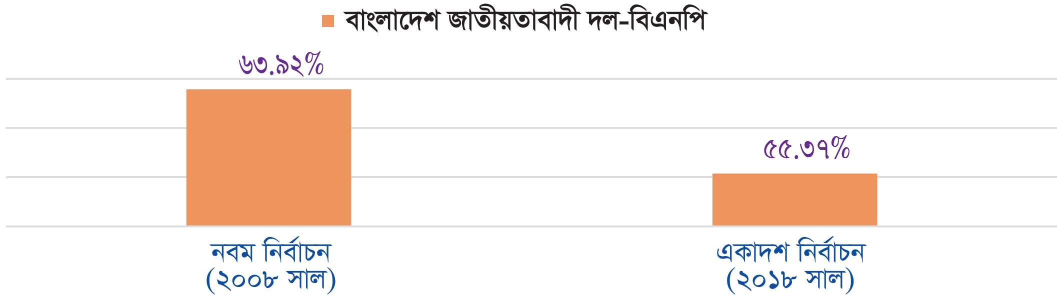

চিত্র-৩৯ : এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

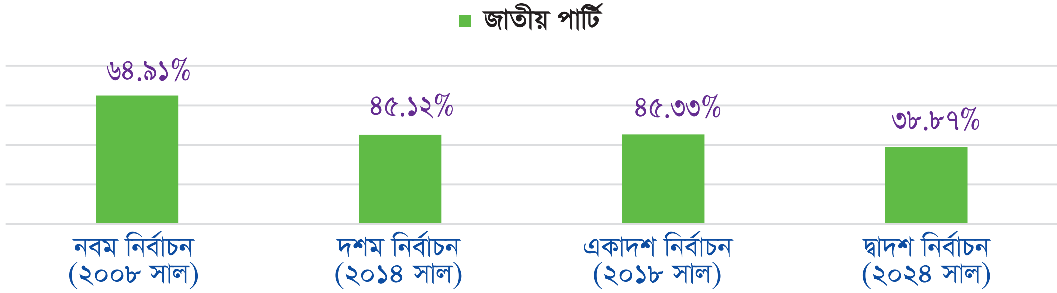

চিত্র-৪০ : এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের হার (দলভিত্তিক)

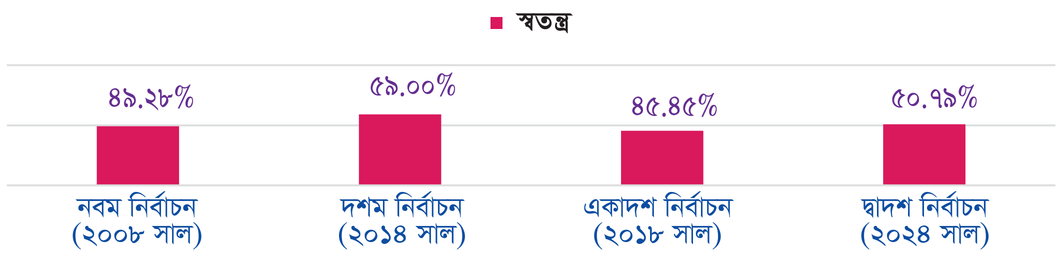

২.৯ প্রার্থীদের জমির মালিকানা

অস্থাবর সম্পদ বা কোটিপতি সংখ্যায় এগিয়ে থাকলেও প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণে পিছিয়ে পড়েছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। এক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি বা স্বতন্ত্ররা টেক্কা দিয়েছে তাদের (চিত্র-৪১)।

প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ অবশ্য সময়ের সঙ্গেই কমেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের। একাদশ জাতীয় নির্বাচনেই আওয়ামী প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ ছিলো ৪.৬৩ একর, যা দ্বাদশ নির্বাচনে এসে হয়েছে ৩.৩ একর (চিত্র-৪২)।

বিএনপির ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রবণতা ছিলো উল্টো। নবম নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীদের গড়ে ৬.১৭ একর জমি থাকলেও একাদশ নির্বাচনে তা বেড়ে হয়েছিল ৭.৬৫ একর (চিত্র-৪৩)।

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সব দলের চেয়ে এগিয়ে জাতীয় পার্টি। দলটির প্রার্থীদের গড়ে ৫.৭৪ একর জমি রয়েছে (চিত্র-৪৪)। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের রয়েছে গড়ে ৪.৮৫ একর জমি (চিত্র-৪৫)।

চিত্র ৪১ : প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ (একর)

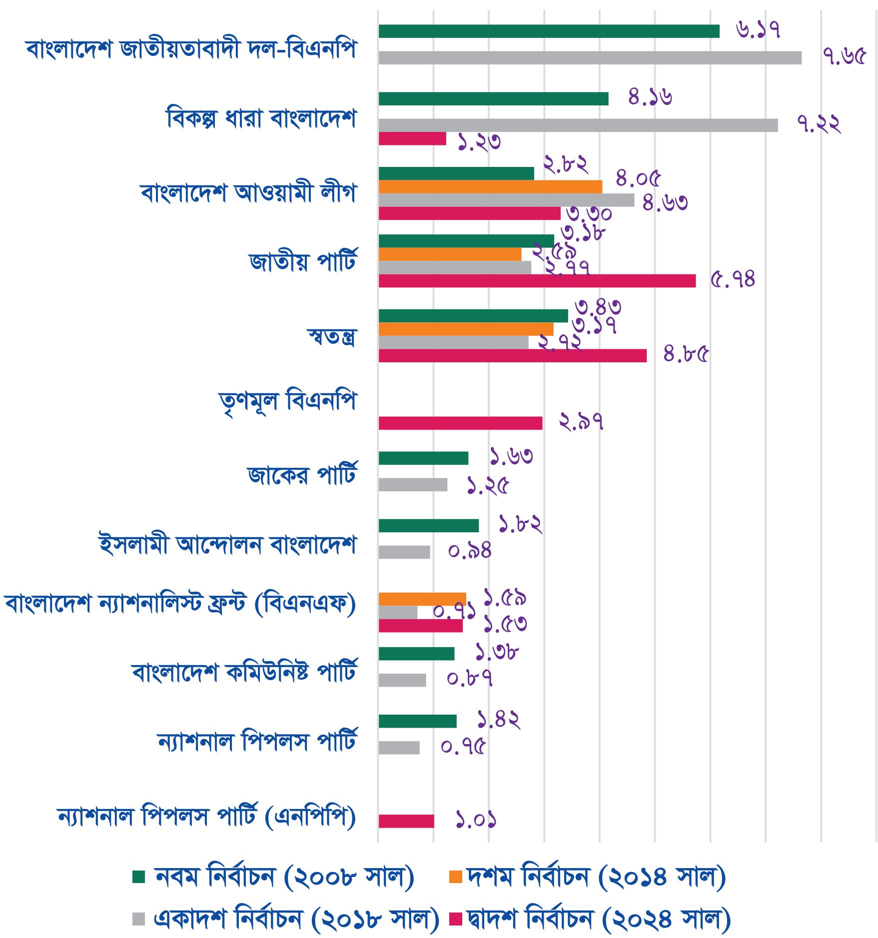

চিত্র-৪২ : প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ (একর)

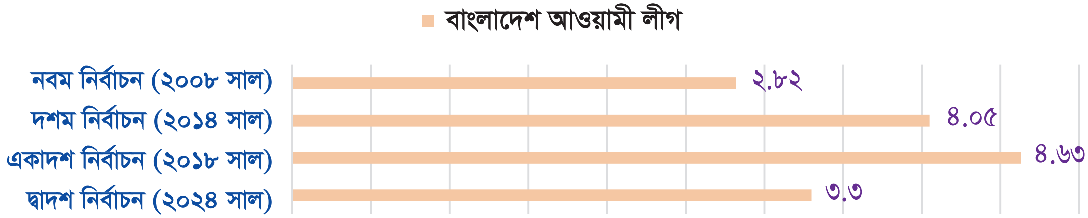

চিত্র-৪৩ : প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ (একর)

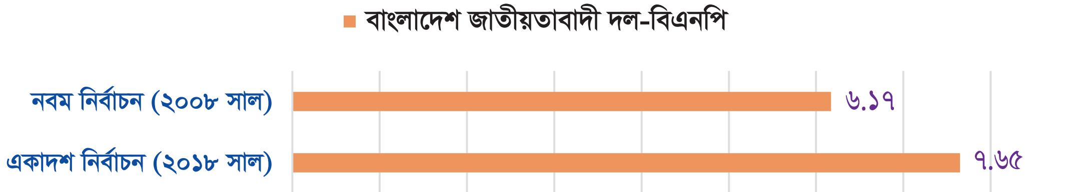

চিত্র-৪৪ : প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ (একর)

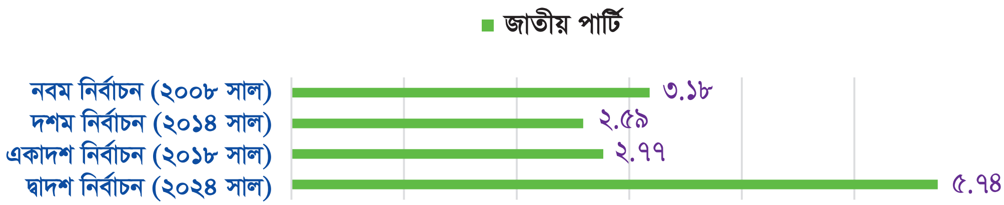

চিত্র-৪৫ : প্রার্থীদের গড় জমির পরিমাণ (একর)

২.১০ কমপক্ষে দুটি বাড়ির মালিক এমন প্রার্থী

জমিতে পিছিয়ে থাকলেও, কমপক্ষে দুটি বাড়ি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যায় সবচেয়ে এগিয়ে আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১.৫৭ শতাংশ আওয়ামী প্রার্থীর কমপক্ষে দুটি বাড়ি রয়েছে। এই হার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছিলো ৩৪ শতাংশ। বিএনপির ক্ষেত্রে নবম নির্বাচনের তুলনায় একাদশ নির্বাচনে এই হার বেড়েছিলো। উল্টো প্রবণতা দেখা গেছে জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৩২ শতাংশ প্রার্থীর কমপক্ষে দুটি বাড়ি থাকলেও, সর্বশেষ নির্বাচনে এ হার নেমে গেছে মাত্র ১৫ শতাংশে (চিত্র-৪৬)।

চিত্র-৪৬ : কমপক্ষে দুটি বাড়ি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা

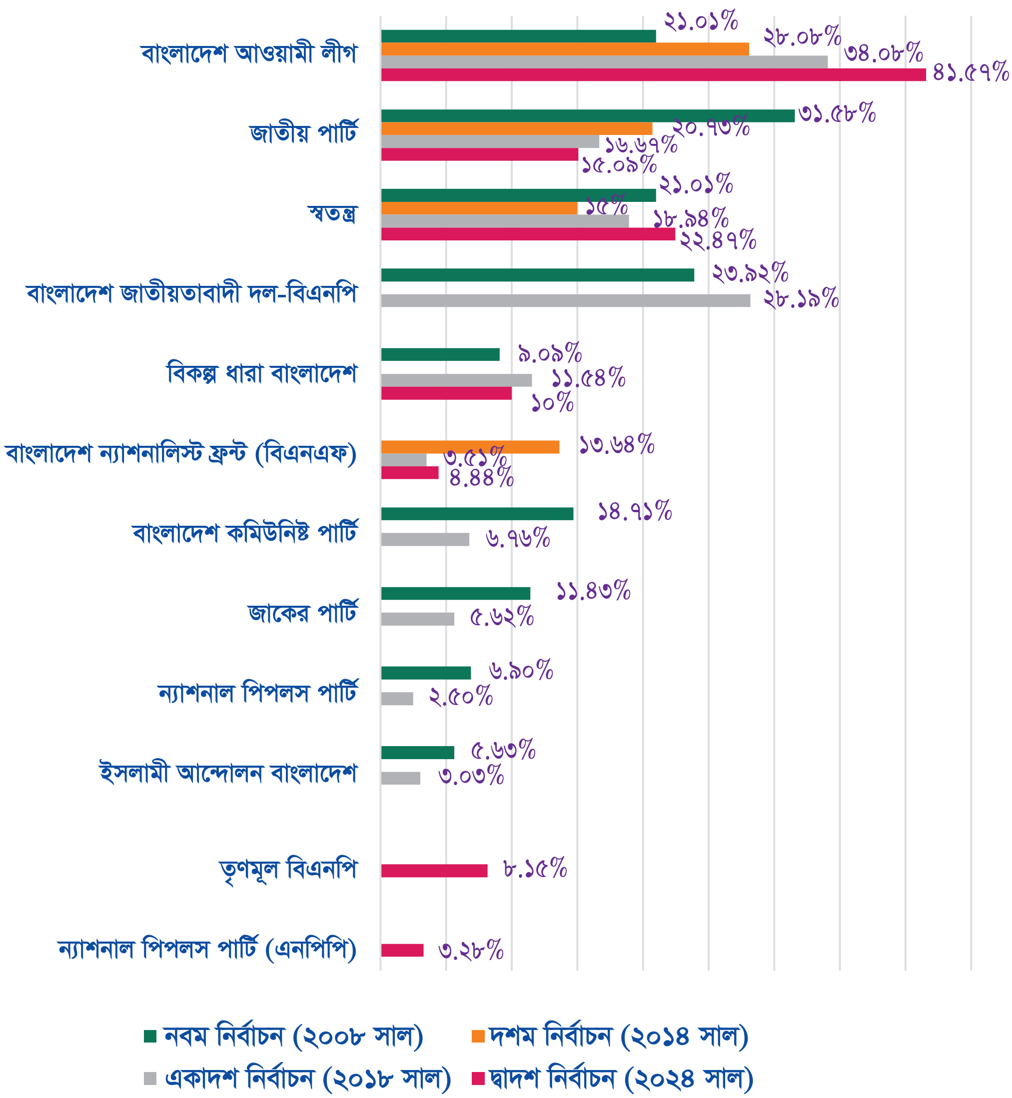

চিত্র-৪৭ : কমপক্ষে দুটি বাড়ি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা (চারটি নির্বাচনের চিত্র)

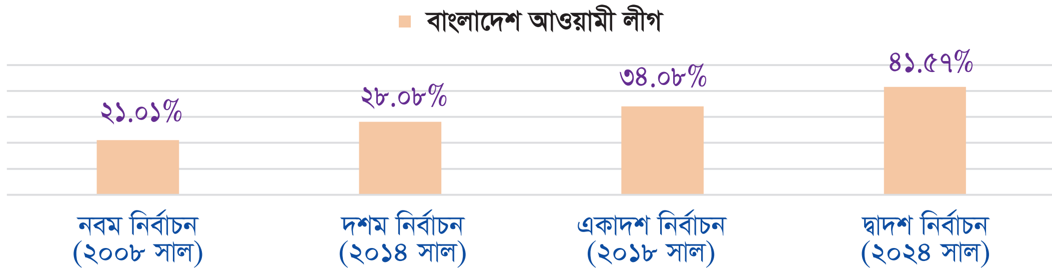

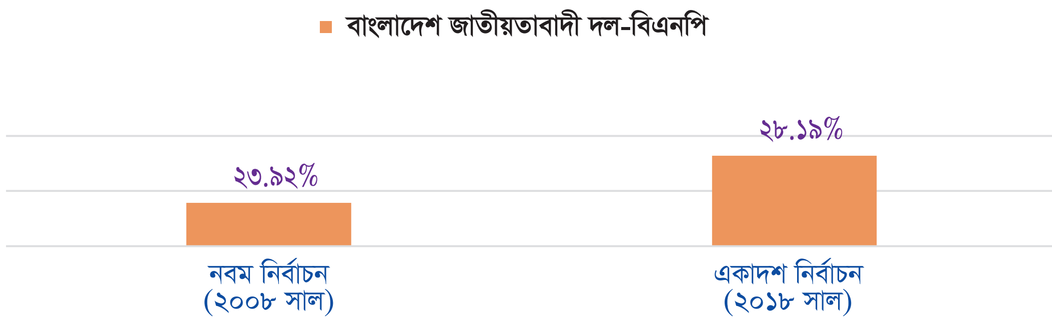

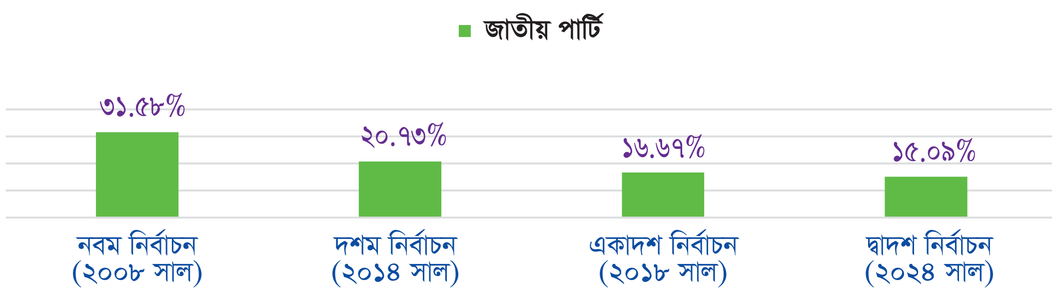

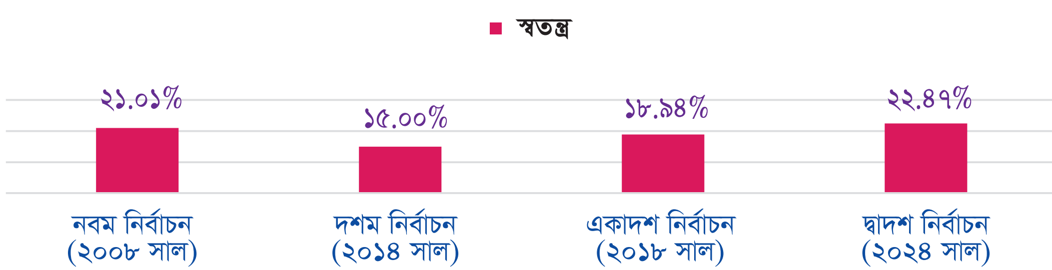

২.১১ রাজনৈতিক দলে দায় বা ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, অর্থ-সম্পদের মতো ঋণগ্রস্তের তালিকায়ও শীর্ষ দল ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। সর্বশেষ চারটি জাতীয় নির্বাচনের কোনোটিতেই ঋণগ্রস্ত প্রার্থীদের হার ৫০ শতাংশের নিচে নামেনি। দ্বাদশ নির্বাচনে এ হার ছিলো ৫১.৩৭ শতাংশ। জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ দায় বা ঋণগ্রস্ত ছিলেন দ্বাদশ নির্বাচনে (চিত্র-৪৮)।

চিত্র-৪৮ : দায় বা ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার

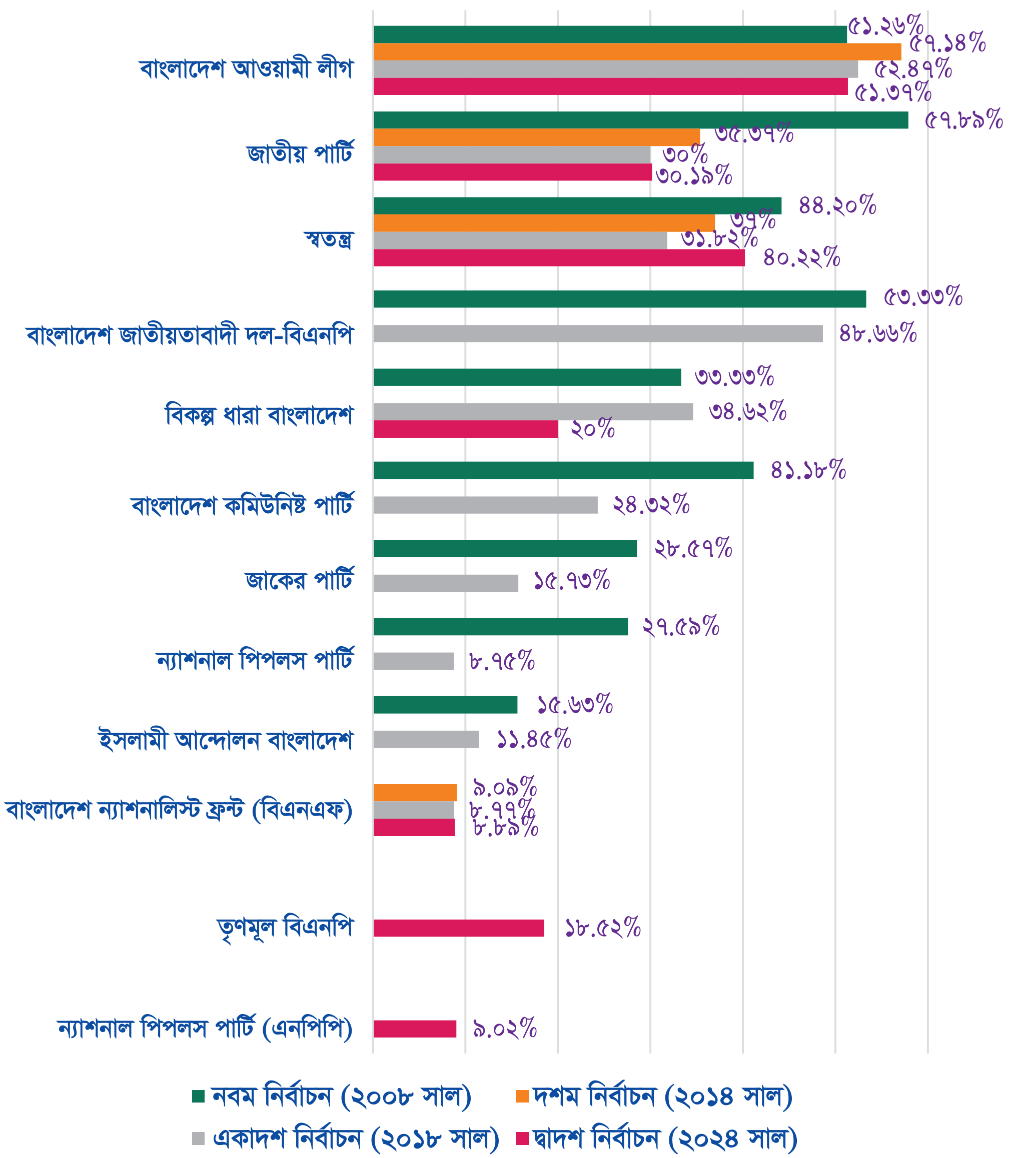

চিত্র-৪৯ : দায় বা ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার (চারটি নির্বাচনের চিত্র)

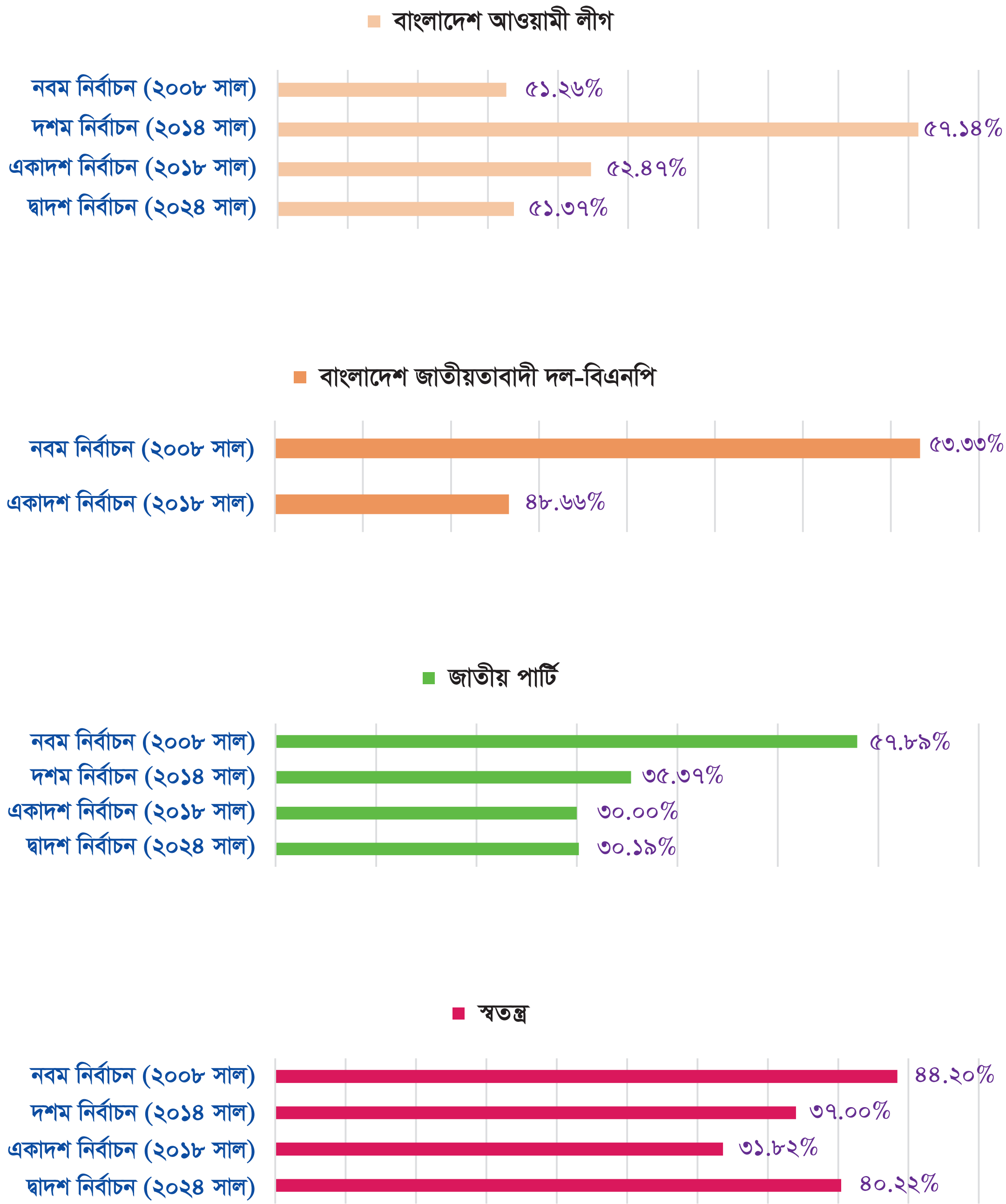

২.১২ দলভিত্তিক গড় ঋণ

গড় ঋণের পরিমাণে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার আগেও আওয়ামীলীগ। দলটির প্রার্থীদের গড় ঋণের পরিমাণ ৪৯ কোটি ২৫ লাখ ৬৭ হাজার ৮২৭ টাকা। একাদশ নির্বাচনে যা ছিলো, ৩২ কোটি টাকার মতো। তার আগের দুই নির্বাচনে ৬ কোটি (নবম) ও ২৩ কোটি (দশম) টাকার গড় ঋণ ছিলো দলটির। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের গড় ঋণ ছিলো সাড়ে ১৬ কোটি টাকার মতো। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই গড় ঋণের হার প্রায় ৪৫ কোটি টাকার মতো। অন্যদিকে, গড়ে ৪৭ কোটি টাকার গড় ঋণ নিয়ে একাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি (চিত্র-৫০)।

চিত্র-৫০ : দলভিত্তিক গড় ঋণের পরিমাণ

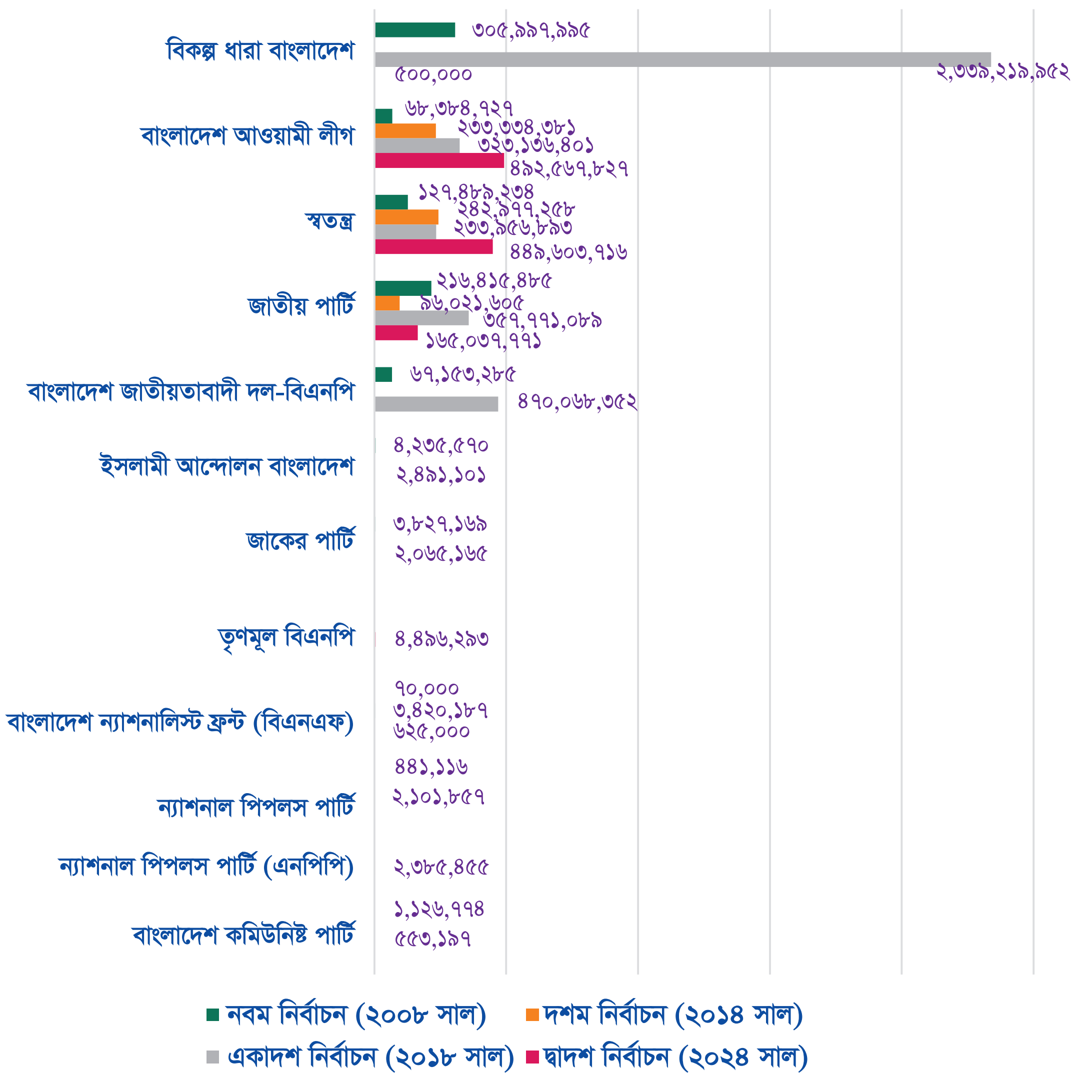

চিত্র-৫১ : দলভিত্তিক গড় ঋণের পরিমাণ (চারটি নির্বাচনের চিত্র)

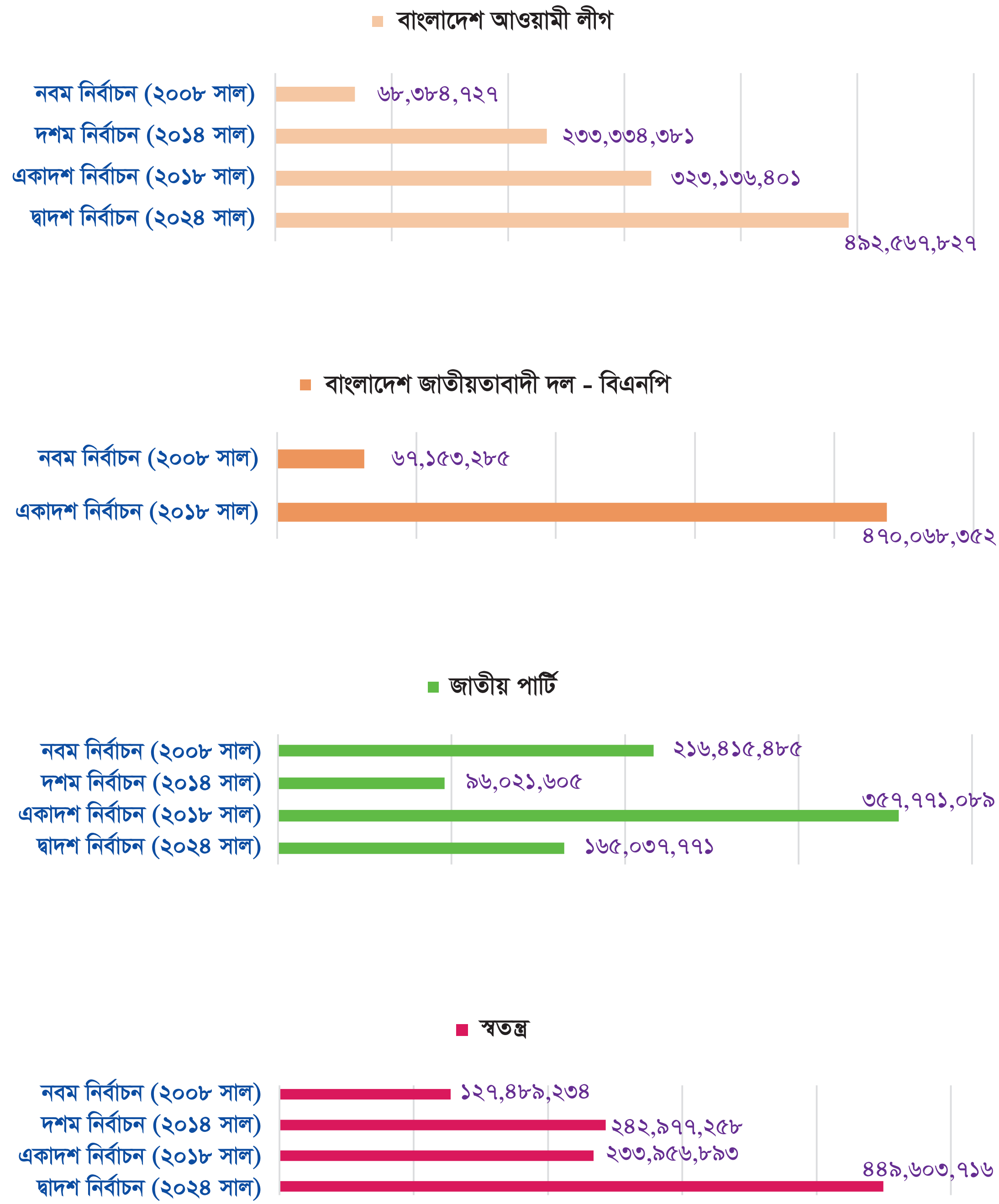

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচনী হলফনামায় দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের চিত্র

সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিবেচনায় সবচেয়ে কম সংখ্যক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে। ৫টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এ সংসদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২৪ জন, জাতীয় পার্টির ১১ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির একজন করে সদস্য রয়েছেন। বাকি ৬২ আসনে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা (চিত্র-১)।

চিত্র-১ : দ্বাদশ সংসদে দলভিত্তিক নির্বাচিত সংসদ সদস্য

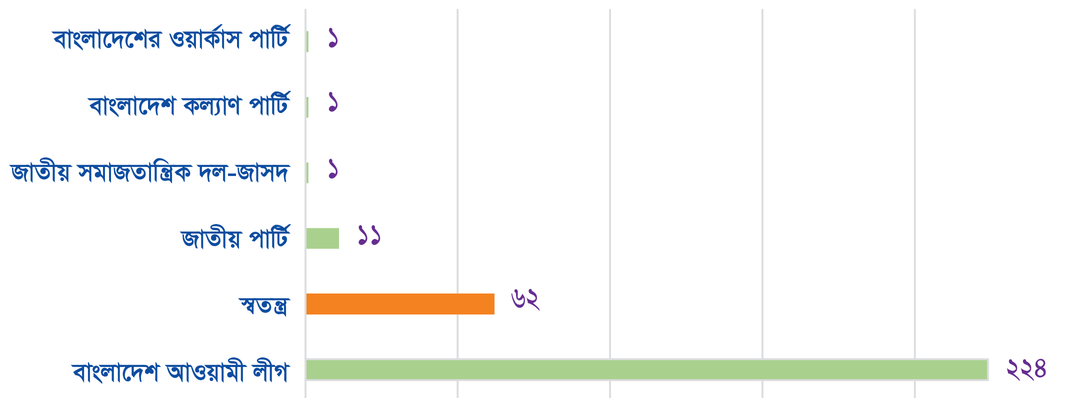

নির্বাচনে বেশি সংখ্যক দলের অংশগ্রহণ দেখানোর একটি প্রচেষ্টা সবসময় থাকলেও সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসা রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ২০০৮ সালের পর থেকে ৯ এর বেশি ছিলো না। নবম জাতীয় সংসদে ৮টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব ছিলো। দশম জাতীয় সংসদে ৭টি ও একাদশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিলো সর্বোচ্চ নয়টি দলের (সারণি-১)।

সারণি-১ : সর্বশেষ চার জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব

সংসদ	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
নবম	৮
দশম	৭
একাদশ	৯
দ্বাদশ	৫

৩.১ সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা

দ্বাদশ নির্বাচনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো, বড় সংখ্যায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপস্থিতি (মোট প্রার্থীর ২২.৫৪ শতাংশ)। নির্বাচনের ফলাফলেও যার বড় প্রভাব দেখা গেছে। নির্বাচিত তিনশ সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬২ জনই স্বতন্ত্র থেকে

নির্বাচিত হয়েছেন, শতাংশের হিসেবে যা ২০.৬৭ শতাংশ (চিত্র-২)। ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র প্রার্থী এবারের সংসদে সদস্য হয়েছেন। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছিলেন মাত্র ১ জন। এর আগে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৫ ও ১২ জন (চিত্র-৩)।

চিত্র-২ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

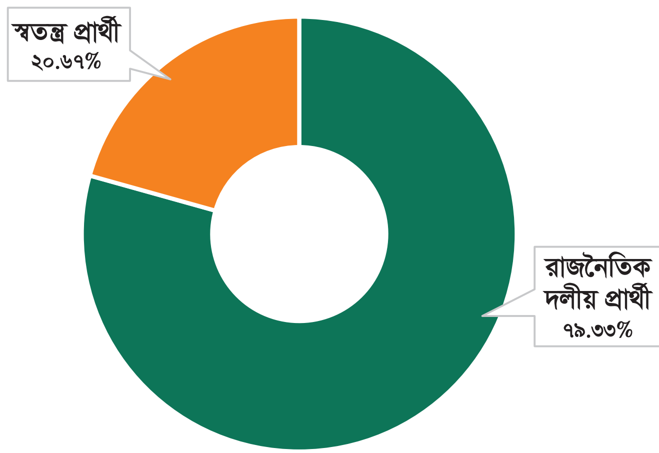

চিত্র-৩ : সর্বশেষ চারটি জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য

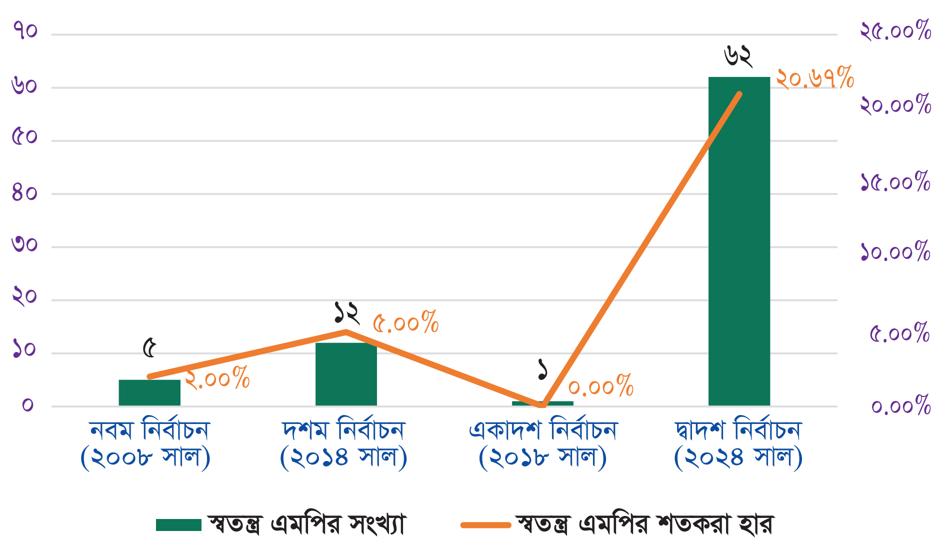

৩.২ সংসদে নির্বাচিত নারী সদস্য

নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা নির্বাচিত হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ এখনও খুবই কম। জাতীয় সংসদ নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২০ জন নারী, যা মোট নির্বাচিত সংসদ সদস্যের ৬.৬৭ শতাংশ (চিত্র-৪)। তবে আশার ব্যাপার হলো, এই হার গত চারটি সংসদের মধ্যে সর্বোচ্চ। নবম জাতীয় সংসদে নারী সদস্য ছিলেন ৩.৩২ শতাংশ, দশম জাতীয় সংসদে ৬.৫৫ শতাংশ ও একাদশ জাতীয় সংসদে মাত্র ৩.৬৮ শতাংশ (চিত্র-৫)।

চিত্র-৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অনুপাত

চিত্র-৫ : সর্বশেষ চারটি সংসদে নারী ও পুরুষ সদস্যদের হার

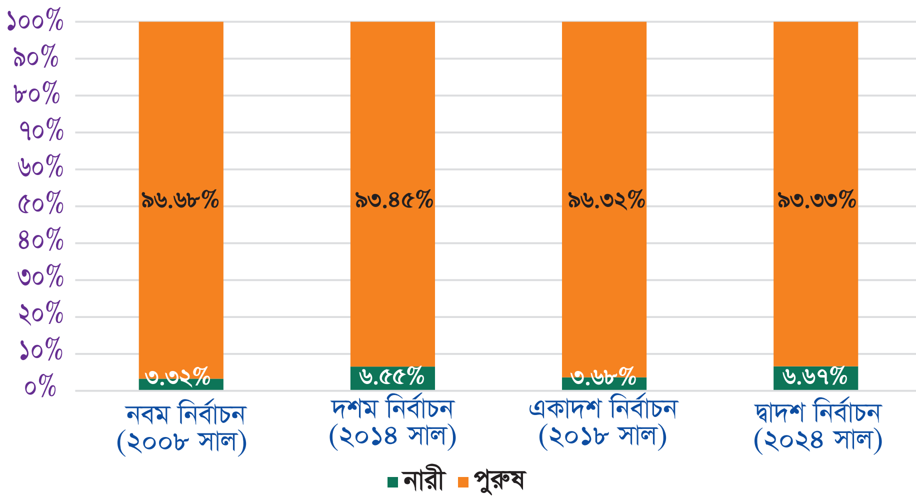

৩.৩ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সংসদ সদস্যদের হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের প্রায় ৮০ শতাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। এরমধ্যে স্নাতক ৪০.১৩ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর ৪০.৮০ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক পাস এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১১.০৪ শতাংশ, মাধ্যমিক ২ শতাংশের কিছু বেশি। এবারের সংসদে স্বশিক্ষিত সদস্যের হার ১.৬৭ শতাংশ (চিত্র-৬)। চারটি সংসদেও তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, সংসদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী সংসদ সদস্যদের হার বেড়েছে। নবম সংসদে এমন ডিগ্রীধারী সদস্যদের হার ছিলো ৩৩.৩৩ শতাংশ যেটি দ্বাদশ সংসদে এসে ৭ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে নবম সংসদে স্নাতক ডিগ্রীধারী সদস্য প্রায় ৪৫ ভাগ (৪৪.৮১ শতাংশ) থাকলেও দ্বাদশ সংসদে তা কমে নেমে এসছে ৪০ শতাংশে। অর্থাৎ কমেছে ৪ ভাগের বেশি।

চিত্র-৬ : দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

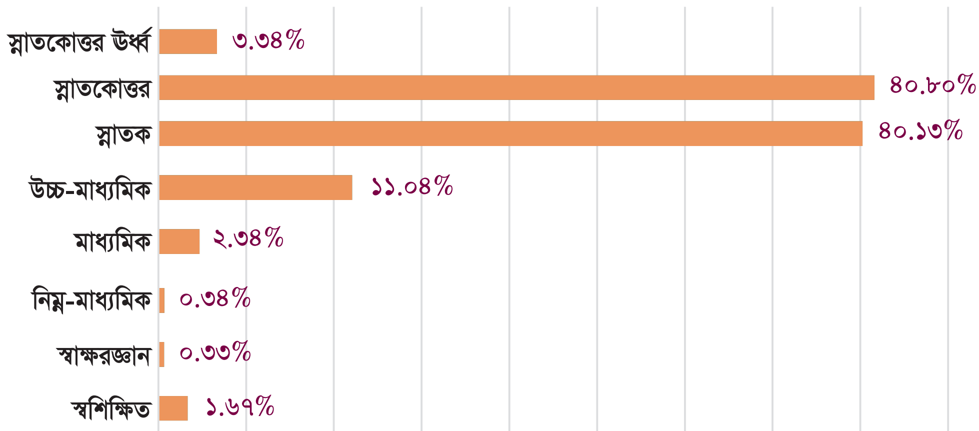

৩.৪ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশা

হলফনামার তথ্যানুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৬৫.৩৪ শতাংশের মূল পেশা ব্যবসা। এর পরেই রয়েছেন রাজনীতিবিদ ১০ শতাংশ ও আইনজীবি ৯ শতাংশের বেশি। কৃষিকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন ৪.৩৩ শতাংশ সদস্য, ৩ শতাংশ আছেন চিকিৎসক। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং চাকরিজীবি আছেন ২.৩৩ শতাংশ করে। শিক্ষক ১.৬৭ শতাংশ এবং পেশাজীবি রয়েছেন ১ শতাংশ (চিত্র-৭)। সর্বশেষ চারটি নির্বাচন ও প্রধান তিন পেশাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, সংসদে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ২০০৮ সালে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছিলেন ৫৬.৬২ শতাংশ। পরের দুই নির্বাচনে এ হার যথাক্রমে ৫৭.৭৩ শতাংশ ও ৬০.৬৭ শতাংশ। আইনজীবি সংসদ সদস্য নবম জাতীয় সংসদে ছিলেন ১৩.৬০ শতাংশ, দশম সংসদে ১৪.০৯ শতাংশ, একাদশ জাতীয় সংসদে ১৩ শতাংশ। তবে পূর্বের তুলনায় রাজনীতিবিদের হার কিছুটা বেড়েছে সংসদে। নবম থেকে দ্বাদশ সংসদে যথাক্রমে পেশায় রাজনীতিবিদ সদস্যের হার ৩.৬৯ শতাংশ, ৯.৩১ শতাংশ, ৯.০৩ শতাংশ ও ১০ শতাংশ (চিত্র-৮)।

চিত্র-৭ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের পেশা

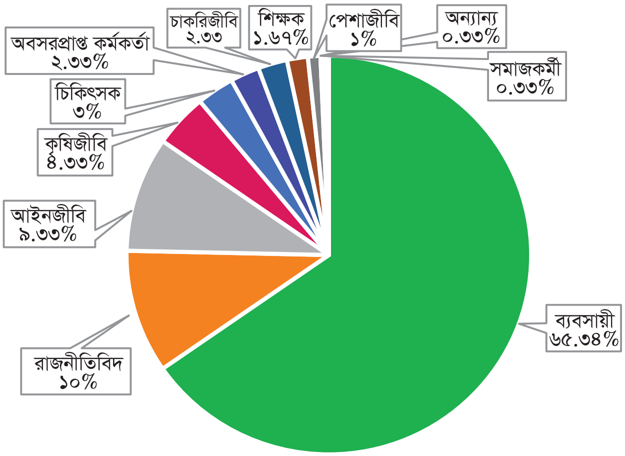

চিত্র-৮ : সর্বশেষ চার জাতীয় সংসদের সদস্যদের প্রধান তিন পেশার হার

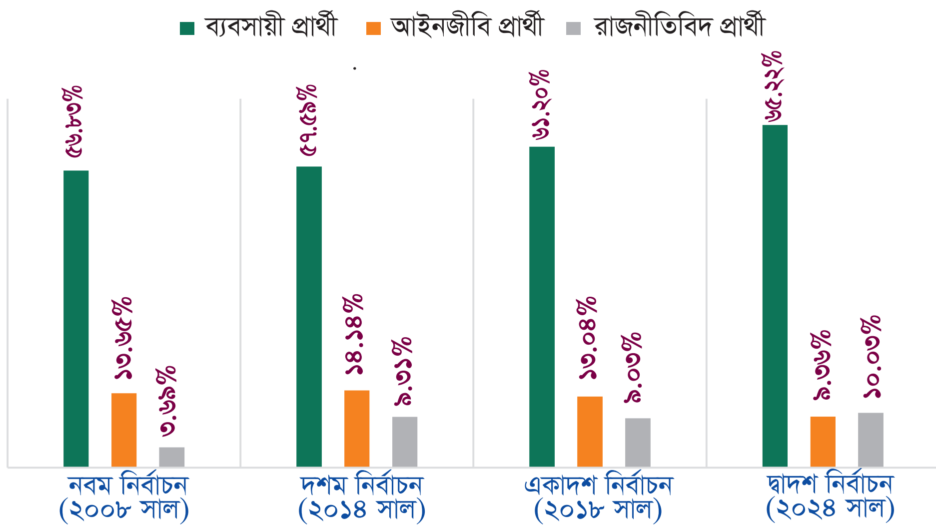

৩.৫ সংসদ সদস্যদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র

হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের প্রায় ৩৮ শতাংশ সংসদ সদস্য বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন। সংখ্যার হিসাবে তা ১১২ জন (সারণি-২ ও চিত্র-৯)। এর মধ্যে বার্ষিক ১০ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ১৪ জন। আর ৯৮ জনের আয় ১ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার কম। সদস্যদের মধ্যে ৫২ শতাংশ ১০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকার কম আয় করেন। বছরে ১০ লাখের কম আয় করেন ১০ শতাংশ সংসদ সদস্য। বার্ষিক ১০ লাখ টাকার আয় করেন এমন সংসদ সদস্যদের সংখ্যা নবম সংসদেও তুলনায় প্রায় আড়াইগুণের বেশি বেড়েছে। নবম সংসদে এমন আয়ের সদস্য ছিলো মাত্র একশ জন। যা দশম সংসদে বেড়ে হয় ১৯৪ জন আর একাদশ সংসদে সর্বোচ্চ ২৭১ জন। আর দ্বাদশ সংসদে দাঁড়িয়েছে ২৬৯ জনে।

সারণি-২ : দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের আয়ের পরিমাণ

আয়ের পরিমাণ	সংসদ সদস্যের সংখ্যা
১০ কোটি বা তার টাকার বেশি	১৪ জন
১ কোটি থেকে ১০ কোটির কম	৯৮ জন
৫০ লাখ থেকে ১কোটির কম	৫৬ জন
১০ লাখ থেকে ৫০ লাখের কম	১০১ জন
১০ লাখের কম	৩১ জন

চিত্র-৯ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের বাৎসরিক আয় (শতকরা হার)

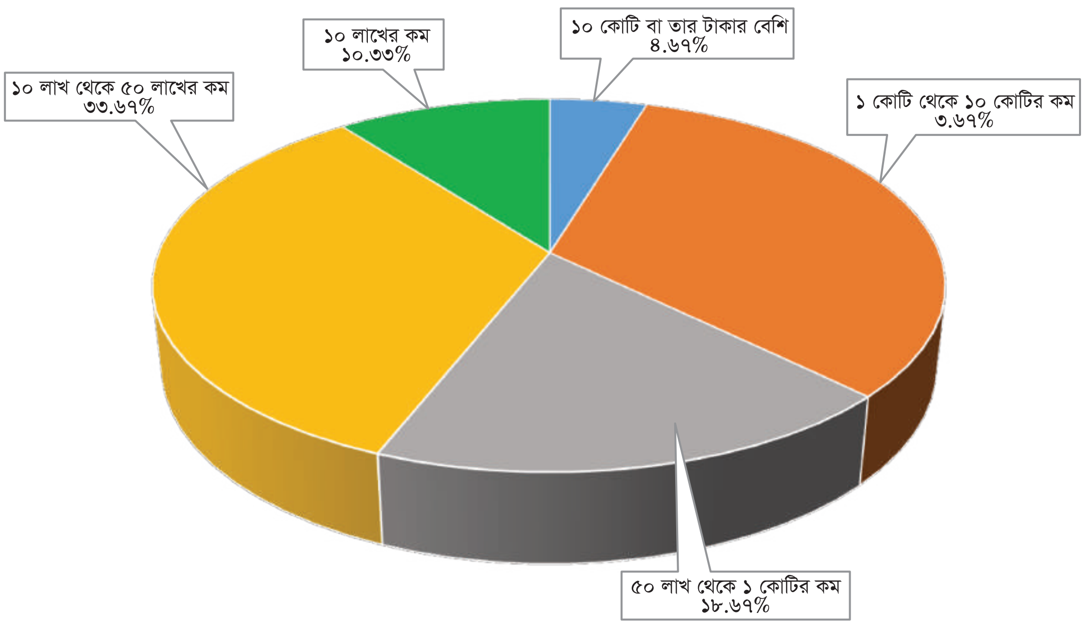

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাৎসরিক আয় নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজীর, তার আয় ৮৩ কোটি ২৯ লাখ ২৫ হাজার ৩২৩ টাকা। ৫৪ কোটি ১ লাখ টাকা নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ আসনের সদস্য এস এ কে একরামুজ্জামান। ৩৫ কোটি টাকার কিছু বেশি আয় নিয়ে তালিকার তিনে কুমিল্লা-৮ আসনের আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন। ২৫ থেকে ৩৩ কোটি টাকার বেশি বাৎসরিক আয় নিয়ে চার, পাঁচ ও ছয় নম্বরে আছেন যথাক্রমে আলাউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, মোশতাক আহমেদ রুহী ও সালমান ফজলুর রহমান। শীর্ষ দশে থাকা প্রত্যেক সংসদ সদস্যের বার্ষিক আয় অন্তত সাড়ে ১৬ কোটি টাকার বেশি (সারণি-৩)।

সারণি-৩ : বাৎসরিক আয়ের বিচারে সংসদ সদস্যদের শীর্ষ দশ

সংসদীয় আসন	সংসদ সদস্য	বাৎসরিক আয় (কোটি টাকায়)
২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	গোলাম দস্তগীর গাজী	৮৩.২৯
২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	এস. এ. কে. একরামুজ্জামান	৫৪.০১
২৫৬ কুমিল্লা-৮	আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	৩৫.২৭
২৬৫ ফেনী-১	আলাউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	৩৩.২৮
১৫৭ নেত্রকোণা-১	মোশতাক আহমেদ রুহী	৩১.৩২
১৭৪ ঢাকা-১	সালমান ফজলুর রহমান	২৫.৩১
০৮২ ঝিনাইদহ-২	মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদী	১৯.৬০
২৭৪ লক্ষীপুর-১	আনোয়ার হোসেন খান	১৯.০৬
১২১ বরিশাল-৩	গোলাম কিবরিয়া টিপু	১৮.৮০
২০১ নরসিংদী-৩	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	১৬.৬৮

৩.৬ সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

হলফনামায় প্রদর্শিত অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে দ্বাদশ সংসদের সদস্যের ৮৫ শতাংশই কোটিপতি। সংখ্যায় ২৫৬ জন। সর্বশেষ চার সংসদে যা সর্বোচ্চ। নবম জাতীয় সংসদে এই হার ছিলো মাত্র ৩০ শতাংশের কিছু বেশি বা ৮৩ জন। পরবর্তী দুই সংসদে কোটিপতির হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। দশম সংসদে ৫৫.৬৭ শতাংশ (১৬২ জন) ও একাদশ সংসদে ৮৩ শতাংশ (২৪৯ জন) সদস্যই ছিলেন কোটিপতি (চিত্র-১০)।

চিত্র-১০ : দ্বাদশ সংসদে কোটিপতি সদস্যদের সংখ্যা ও শতকরা হার

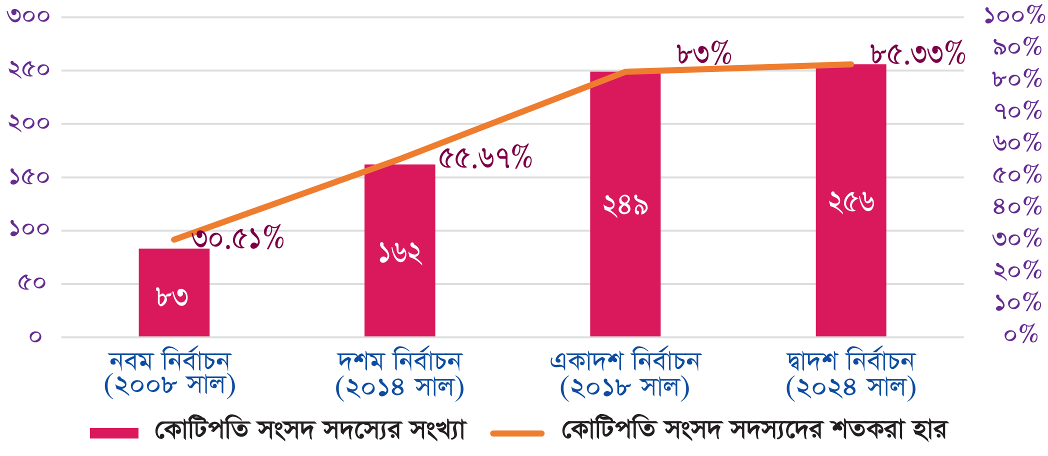

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, একশত কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে দ্বাদশ সংসদে এমন সদস্য সংখ্যা ১৫। ১০ কোটি থেকে শত কোটি টাকা রয়েছে এমন সংসদ সদস্য রয়েছেন ২৪ শতাংশের বেশি (চিত্র-১১)। এই সংসদের সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের সম্মিলিত মূল্য প্রায় ২২,৭০০ কোটি টাকার বেশি।

চিত্র-১১ : স্থাবর সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি সংসদ সদস্য

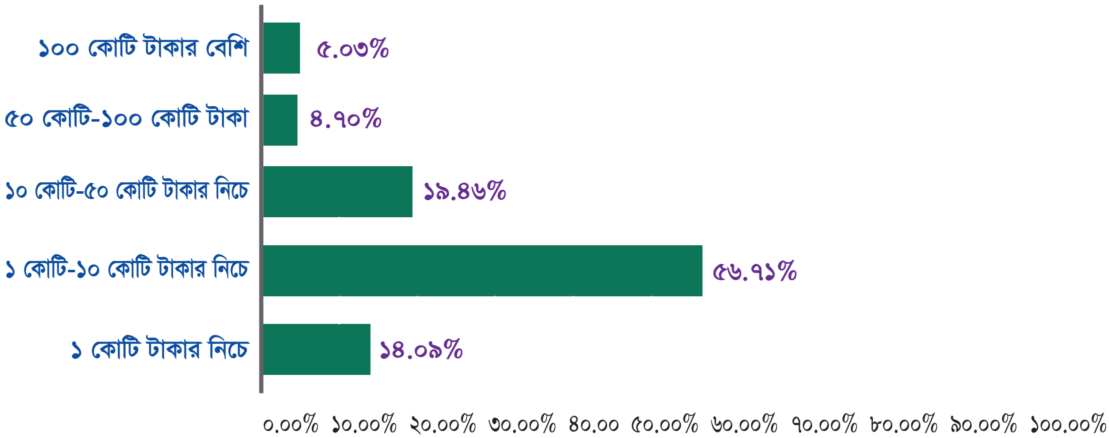

হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদের মালিক নারায়ণগঞ্জ ১ আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী। হলফনামায় তিনি নিজের মোট অস্থাবর সম্পদ ১ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা দেখিয়েছেন। ৪২১ কোটি টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ আসনের সদস্য এস এ কে একরামুজ্জামান আছেন তালিকার দুই নম্বরে। ৩২৫ কোটি টাকা নিয়ে তিনে সালমান ফজলুর রহমান। শীর্ষ ১০ প্রার্থীর ৭ জনই ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী। আর বাকি তিন জন স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন (সারণি-৪)।

সারণি-৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ

সংসদ সদস্য	সংসদীয় আসন	মোট অস্থাবর সম্পদ (কোটি টাকায়)	দল
গোলাম দস্তগীর গাজী	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	১৩৪৫.৭৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এস. এ. কে. একরামুজ্জামান	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	৪২১.১৭	স্বতন্ত্র
সালমান ফজলুর রহমান	১৭৪ ঢাকা-১	৩১৫.৭৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	২৫৬ কুমিল্লা-৮	৩০৬.৬৮	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আব্দুল মমিন মন্ডল	০৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫	২৫৩.২৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	২০১ নরসিংদী-৩	১৭৪.০২	স্বতন্ত্র
আব্দুস সালাম মুর্শেদী	১০২ খুলনা-৪	১৬৯.৩০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মোহাম্মদ সাইদ খোকন	১৭৯ ঢাকা-৬	১৬২.৯৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আব্দুল কাদের আজাদ	২১৩ ফরিদপুর-৩	১৫৬.৪০	স্বতন্ত্র
মোরশেদ আলম	২৬৯ নোয়াখালী-২	১৩৭.০১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, দশম সংসদের তুলনায় একাদশ সংসদের সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৮৫ শতাংশ। ২০১৮ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় সর্বশেষ ২০২৪ সালে বৃদ্ধির হার ৬১.৭১ শতাংশ। সর্বশেষ চারটি নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদ ছিলো যথাক্রমে ২.২৫ কোটি (নবম), ৭.৬৮ কোটি (দশম), ১৪.১৮ কোটি (একাদশ) এবং ২২.৯৩ কোটি (দ্বাদশ) (চিত্র-১২)।

চিত্র-১২ : সর্বশেষ চার সংসদের সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা

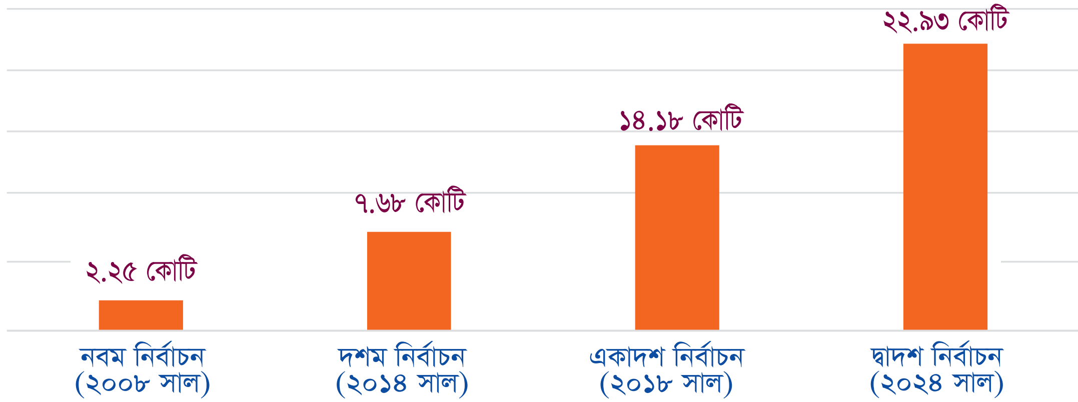

৩.৭ সংসদ সদস্যদের স্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায়, কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন সদস্য সংখ্যা ১৭৩ জন বা ৫৭.৬৭ শতাংশ। গত দুই সংসদের তুলনায় তা অবশ্য কমেছে (দশম সংসদে এই হার ছিলো ৬১.৮৬ শতাংশ এবং একাদশ সংসদে ৬১ শতাংশ)। নবম জাতীয় সংসদের বেলায় দেখা যায়, ১৬০ জন সদস্যের অন্তত ১ একর জমি ছিলো যা শতাংশের হিসাবে ৫৮.৮২ শতাংশ (চিত্র ১৩)।

চিত্র-১৩ : কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার

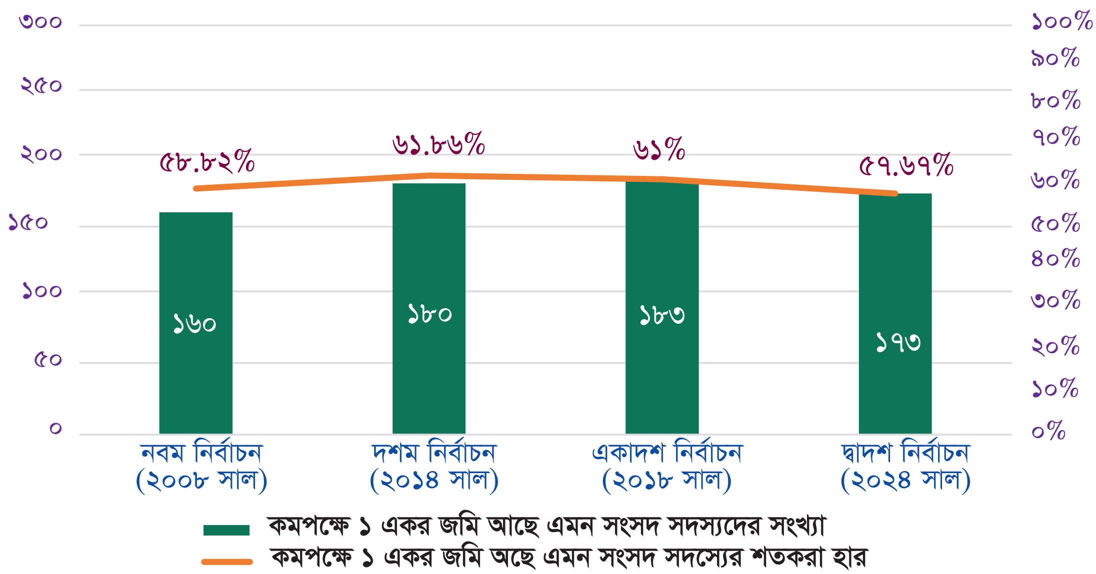

তবে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আইনি সীমার বাইরে জমি আছে ১৩ জন সংসদ সদস্যের কাছে। ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, ২০২৩ অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা (কৃষি জমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে) বেধে দেওয়া আছে। সম্মিলিতভাবে এই ১৩ জন সংসদ সদস্যের আইনি সীমার বাইরে বাড়তি জমি রয়েছে ৮০০ একর (৩ বিঘায় ১ একর বিবেচনায়)। সংসদ সদস্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমির মালিক পিরোজপুর ২ আসনের মহিউদ্দিন মহারাজের হলফনামায় প্রদর্শিত জমির পরিমাণ ৩৮০.৭৫ একর। ১৯৫.৪৪ একর জমি নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ময়মনসিংহ ৪ আসনের মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান। ১৮০.৯০ একর জমির মালিকানা নিয়ে তৃতীয় রাজবাড়ি ১ আসনের সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী (সারণি-৫)। এর বাইরে ৬২ ভাগ সংসদ সদস্যেরই বাণিজ্যিক বা আবাসিক দালান আছে, বাড়ি বা এপার্টমেন্ট আছে ৬১ শতাংশ ও খামার/ বাগান আছে ১৫.৭৭ শতাংশের।

সারণি-৫ : জমির মালিকানায় সংসদ সদস্যদের শীর্ষ দশ

প্রার্থীর নাম	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)	মোট জমি (একর)	দল	সংসদীয় আসন
মোঃ মহিউদ্দিন মহারাজ	১০.২৫	৩৭০.৫০	৩৮০.৭৫	স্বতন্ত্র	১২৮ পিরোজপুর-২
মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান	১৯৫.৪০	০.০৪	১৯৫.৪৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৯ ময়মনসিংহ-৪
কাজী কেরামত আলী		১৮০.৯০	১৮০.৯০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০৯ রাজবাড়ি-১
জয়া সেন গুপ্তা	১০.০০	৮৫.০০	৯৫.০০	স্বতন্ত্র	২২৫ সুনামগঞ্জ-২
শেখ আফিল উদ্দিন	৬৭.৭৪		৬৭.৭৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০৮৫ যশোর-১
কামাল আহমেদ মজুমদার	৬১.৬১		৬১.৬১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৮৮ ঢাকা-১৫
আবুল আহমেদ আবদুল্লাহ্	১৭.০০	৪১.০৫	৫৮.০৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১১৯ বরিশাল-১
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৫৫.০০	০.৪৮	৫৫.৪৮	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০ বান্দরবান
মোঃ মহিববুর রহমান	৪৩.৭১	১.২১	৪৪.৯১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১১৪ পটুয়াখালী-৪
মোঃ আব্দুর ওদুদ	১৭.৪৯	২২.৭৭	৪০.২৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩

৩.৮ দায়দেনা ও ঋণের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

হলফনামার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, গত সংসদের চেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের ঋণ বা দায় কিছুটা বেড়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদের ৫১.১৭ শতাংশ সদস্যের ঋণ বা দায় ছিলো, বর্তমান সংসদের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই হার ৫২ শতাংশ (চিত্র-১৫)। টাকার অংকে সংসদ সদস্যদের সর্বমোট ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে ব্যাংক ঋণ রয়েছে ৭ হাজার ১৫৩ কোটি টাকার বেশি এবং ব্যক্তিগত ও অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ২২৫ কোটি টাকার বেশি (চিত্র-১৪)। তবে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ঋণ বা দায়গ্রস্ত সংসদ সদস্যের হার নবম ও দশম সংসদের চেয়ে কিছুটা কমেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে (চিত্র-১৫)।

চিত্র-১৪ : সংসদ সদস্যদের সর্বমোট ঋণ বা দায়

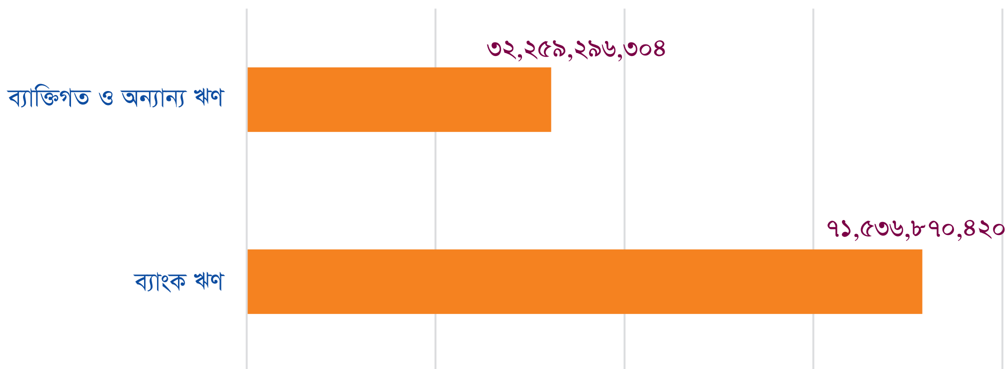

সর্বমোট ঋণ বা দায় ১০,৩৭৯ কোটি টাকা

চিত্র-১৫ : সংসদ সদস্যদের ঋণ বা দায়ের নির্বাচনভিত্তিক তুলনা

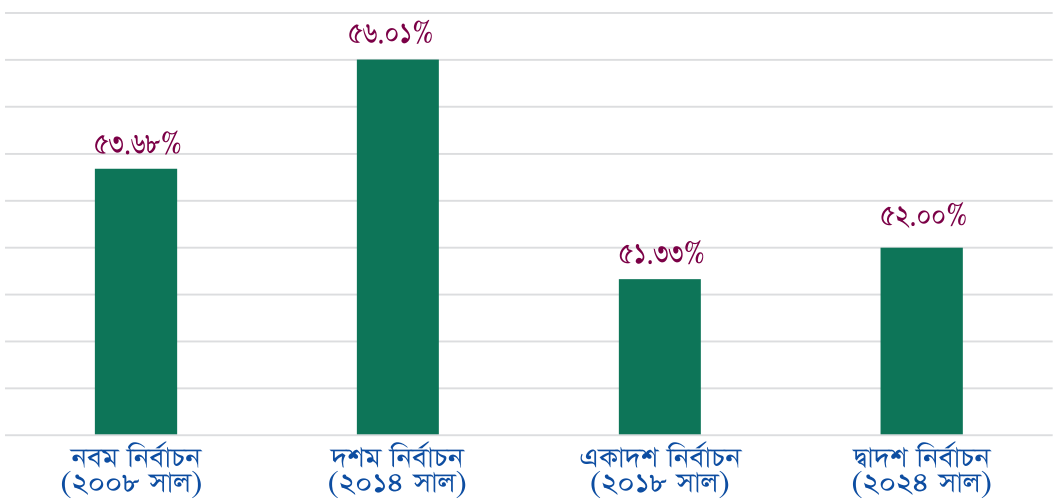

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের শীর্ষ দশ ঋণ বা দায়গ্রস্ত সদস্যের তালিকায় রয়েছে অস্থাবর সম্পদ ও আয়ের তালিকায় শীর্ষে থাকা সংসদ সদস্যরাই। ঋণ বা দায়গ্রস্ত সংসদ সদস্যের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ আসনের এস. এ. কে. একরামুজ্জামান, তার ঋণ বা দায়ের পরিমাণ ২ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকার বেশি। প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ বা দায় নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ১ আসনের গোলাম দস্তগীর গাজী। গাইবান্ধা ৫ আসনের সংসদ সদস্য আছেন তালিকার তিনে, তার ঋণ বা দায় ১২০৯ কোটি টাকা। শীর্ষ দশ ঋণগ্রস্ত সংসদ সদস্যের তালিকার প্রত্যেকেরই অন্তত ২০০ কোটি টাকার ঋণ বা দায় রয়েছে, ৫০০ কোটি টাকার ওপর ঋণের বোঝা রয়েছে ৬ জন সংসদ সদস্যের (সারণি-৬)।

সারণি-৬ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদের শীর্ষ দশ ঋণ বা দায়গ্রস্ত সদস্য

সংসদ সদস্য	সংসদীয় আসন	মোট অস্থাবর সম্পদ (কোটি টাকায়)	দল
এস. এ. কে. একরামুজ্জামান	২৫৩৬.৮৬	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	স্বতন্ত্র
গোলাম দস্তগীর গাজী	১৯৫৮.১৩	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাহমুদ হাসান	১২০৯.১৫	৩৩ গাইবান্ধা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কাজী নাবিল আহমেদ	৯১৯.২৮	৮৭ যশোর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	৭৬৪.২৪	৩৫ জয়পুরহাট-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এ কে এম সেলিম ওসমান	৫২১.০০	২০৮ নারায়ণগঞ্জ-৫	জাতীয় পার্টি
আনোয়ার হোসেন খান	৩৫৪.৯৯	২৭৪ লক্ষীপুর-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এ. বি. এম রুহুল আমিন হাওলাদার	৩৪৫.৫২	১১১ পটুয়াখালী-১	জাতীয় পার্টি
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	৩০৪.৯১	২৫২ কুমিল্লা-৪	স্বতন্ত্র
মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	২০৭.৭৭	২০১ নরসিংদী-৩	স্বতন্ত্র

৩.৯ আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষে থাকা সংসদ সদস্য

হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, একাদশ সংসদে সদস্য ছিলেন এবং দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন এমন সদস্যদেও মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় বেড়েছে বরিশাল ৫ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের। ২০১৮ সালের তুলনায় তার আয় বেড়েছে সাড়ে তিন হাজার শতাংশের বেশি। এরপরেই রয়েছে ঢাকা ২০ আসনের সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদের বৃদ্ধিও হার ২২৩৮ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। আয় বেড়েছে ২১৩১ শতাংশ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ৯ জনের আয় বেড়েছে ১ হাজার শতাংশের ওপরে (সারণি-৭)।

সারণি-৭ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের বিগত ৫ বছরে আয় বৃদ্ধির হার (শীর্ষ দশ)

সাংসদ	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
জাহিদ ফারুক	১২৩ বরিশাল-৫	৩৬০৯.৭৪%
বেনজীর আহমদ	১৯৩ ঢাকা-২০	২২৩৮.১০%
টিপু মুনশি	২২ রংপুর-৪	২১৩১.১২%
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	৩৭ বগুড়া-২	২০৭৪.৮৩%
শেখ আফিল উদ্দিন	৮৫ যশোর-১	১৬০৮.৬৩%
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	৯ দিনাজপুর-৪	১১৮৭.৫২%
মোহাম্মদ আলী	২৭৩ নোয়াখালী-৬	১১০৩.২২%
আহমেদ ফিরোজ কবির	৬৯ পাবনা-২	১০৬০.৪৪%
কাজী নাবিল আহমেদ	৮৭ যশোর-৩	১০৩৯.৭৮%
মুহম্মদ শফিকুর রহমান	২৬৩ চাঁদপুর-৪	৮৫৪.১৯%

আয়ের মতো উর্দ্ধগতি অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হারেও, সর্বোচ্চ তিন হাজার শতাংশ পর্যন্ত সম্পদ বেড়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের। নোয়াখালী ৩ আসনের সদস্য মোঃ মামুনুর রশীদ কিরনের ২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০৬৫.৫৮ শতাংশ। ৫ জন সংসদ সদস্যের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ১ হাজার শতাংশের ওপর। শীর্ষ দশ তালিকায় থাকা সংসদ সদস্যের মধ্যে সবচেয়ে কম সম্পদ বেড়েছে বরিশাল ১ আসনের সংসদ সদস্য আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্‌র, সেই বৃদ্ধির হারও প্রায় ৩৭৫ শতাংশ (সারণি-৮)।

সারণি-৮ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের বিগত ৫ বছরে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার (শীর্ষ দশ)

সাংসদ	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
মোঃ মামুনুর রশীদ কিরন	২৭০ নোয়াখালী-৩	৩০৬৫.৫৮%
আবুল কালাম মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী	২০ রংপুর-২	২২৯৬.০১%
কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	২৯৮ খাগড়াছড়ি	১০৫৪.৯০%
মোঃ মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	১০২৪.৭৪%
আনিসুল হক	২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	১০১৪.৭৯%
জাহিদ ফারুক	১২৩ বরিশাল-৫	৯২৯.৪১%
গোলাম কিবরিয়া টিপু	১২১ বরিশাল-৩	৭৫৮.৯৩%
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	৩৭ বগুড়া-২	৫৫০.৭৮%
ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	৪৫৬.৯১%
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌	১১৯ বরিশাল-১	৩৭৪.৫৮%

সংসদ সদস্যদের মতো তাদের স্ত্রী, স্বামী বা নির্ভরশীলদের আয়ও বেড়েছে বহুলাংশে। ২০১৮ সাল অর্থাৎ একাদশ জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ের তুলনায় সংসদ সদস্যদের স্ত্রী, স্বামী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ সংসদ সদস্যের অন্ততপক্ষে প্রায় পাঁচশত শতাংশ আয় বেড়েছে। শীর্ষে থাকা সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ২১৩১.৩২ শতাংশ। লক্ষীপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন খানের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ১৯৫২.৮৩ শতাংশ। তিন নম্বরে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এর স্ত্রী ও নির্ভরশীলেরা। তাদের আয় বেড়েছে ১২৪৮.৮২ শতাংশ। আয় বৃদ্ধি হাজার শতাংশ (১২৩০.০৫ শতাংশ) ছাড়িয়েছে ফেনী ২ আসনের নিজাম উদ্দিন হাজারীর স্ত্রী ও নির্ভরশীলদেরও (সারণি-৯)।

সারণি-৯ : স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধি
টিপু মুনশি	২২ রংপুর-৪	২১৩১.১২%
আনোয়ার হোসেন খান	২৭৪ লক্ষীপুর-১	১৯৫২.৮৩%
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	২০২ নরসিংদী-৪	১২৪৮.৮২%
নিজাম উদ্দিন হাজারী	২৬৬ ফেনী-২	১২৩০.০৫%
মোঃ মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	৬৭৯.৯৩%
মোঃ আবু জাহির	২৪১ হবিগঞ্জ-৩	৬৭৩.৪৮%
মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার)	৮৪ ঝিনাইদহ-৪	৬৩২.৫৫%
নসরুল হামিদ	১৭৬ ঢাকা-৩	৬২৭.৪৭%
নাহিম রাজ্জাক	২২৩ শরীয়তপুর-৩	৫১১.৪২%
ওমর ফারুক চৌধুরী	৫২ রাজশাহী-১	৪৯৯.০২%

নির্ভরশীলদের আয় যত না বেড়েছে, তারচেয়ে বহুগুণে বেড়েছে অস্থাবর সম্পদ। তালিকার শীর্ষ দশে যারা আছেন এমন সংসদ সদস্যের স্ত্রী, স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে অন্তত ৫০০ শতাংশ। বগুড়া ২ আসনের সংসদ সদস্য শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ এর স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ বেড়েছে প্রায় ১০ হাজার শতাংশ, তালিকার শীর্ষস্থান তাদের দখলে। ৬০৮৭.৫০ শতাংশ সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে তালিকার দুই নম্বরে আছে নওগাঁ ২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ শহীদুজ্জামান সরকারের স্ত্রী ও নির্ভরশীলেরা। আড়াই হাজার শতাংশের বেশি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে সুনামগঞ্জ ৫ আসনের মুহিবুর রহমান মানিকের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের, তালিকায় আছেন তিন নম্বরে (সারণি- ১০)।

সারণি-১০ : স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	৩৭ বগুড়া-২	৯৯০৭.১৫%
মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার	৪৭ নওগাঁ-২	৬০৮৭.৫০%
মুহিবুর রহমান মানিক	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫	২৫৭৯.৯৭%
মোঃ মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	২০৯৩.৫২%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

সংসদ সদস্য	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
আবুল কালাম মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী	২০ রংপুর-২	১২১৫.৫৬%
মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ	১৮৯ ঢাকা-১৬	১০৮৫.৪৯%
নিজাম উদ্দিন হাজারী	২৬৬ ফেনী-২	৯২০.১৫%
কাজী কেরামত আলী	২০৯ রাজবাড়ী-১	৮৭১.৩২%
ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	৫৭৫.৯৭%
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	২০২ নরসিংদী-৪	৫০৪.১৭%

২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মধ্যে অনেকেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই পনের বছরে আয় বৃদ্ধির হার আকাশ ছুঁয়েছে অনেক সংসদ সদস্যের। ২০ হাজার শতাংশের বেশি আয় বেড়েছে তালিকার এক নম্বরে থাকা ভোলা ৪ আসনের আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের। কুষ্টিয়া ৩ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মাহবুব উল আলম হানিফের সম্পদ বেড়েছে ৯২৬৫.৭৯ শতাংশ, তিনি আছেন দ্বিতীয় অবস্থানে। তিন নম্বরে থাকা গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্সের আয়ও বেড়েছে প্রায় নয় হাজার শতাংশ (৮৯৬০.১৫ শতাংশ)। সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের আয় বেড়েছে পাঁচ হাজার শতাংশেরও বেশি (সারণি-১১)।

সারণি-১১ : ২০০৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১১৮ ভোলা-৪	২০১৯২.৪৭%
মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ	৭৭ কুষ্টিয়া-৩	৯২৬৫.৭৯%
গোলাম ফারুক খন্দঃ প্রিন্স	৭২ পাবনা-৫	৮৯৬০.১৫%
নূর-ই-আলম চৌধুরী	২১৮ মাদারিপুর-১	৫৬৯৬.৬১%
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক	৬০ নাটোর-৩	৫২৮৫.০২%
শাজাহান খান	২১৯ মাদারিপুর-২	৪৬৯৭.০৬%
এইচ এম ইব্রাহিম	২৬৮ নোয়াখালী-১	৪২৯৬.৮১%
মতিয়া চৌধুরী	১৪৪ শেরপুর-২	৪১৩৫.৮৫%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	৪৬ নওগাঁ-১	৪১৩২.৫৬%
মোঃ শাহাব উদ্দিন	২৩৫ মৌলভীবাজার-১	২৯৫৫.৫৬%

আয়ের চেয়ে অস্থাবর সম্পদ তিনগুণ বেশি বেড়েছে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের। ২০০৮ সালের তুলনায় তার অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ১৭ হাজার শতাংশের বেশি, তালিকার শীর্ষেও তিনি। ১০১২৮.৪৪ শতাংশ অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, তালিকার দ্বিতীয় অবস্থান তার। পরের তিন অবস্থানে রাঙ্গামাটির দীপংকর তালুকদার (৮৩৯৫.৮৫ শতাংশ), ভোলা ৪ এর আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব (৭৯৭৪.৭৪ শতাংশ) ও

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (৭৯৫১.৪৯ শতাংশ)। শীর্ষ দশে থাকা বাকিদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে অন্তত পাঁচ হাজার শতাংশ (সারণি-১২)।

সারণি-১২ : ২০০৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক	০৬০ নাটোর-৩	১৭০৩৯.৫৬%
নূর-ই-আলম চৌধুরী	২১৮ মাদারিপুর-১	১০১২৮.৪৪%
দীপংকর তালুকদার	২৯৯ রাঙ্গামাটি	৮৩৯৫.৮৫%
আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১১৮ ভোলা-৪	৭৯৭৪.৭৪%
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	০০৭ দিনাজপুর-২	৭৯৫১.৪৯%
মোঃ আব্দুল হাই	০৮১ ঝিনাইদহ-১	৭৮১৬.৪৮%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	০৪৬ নওঁগা-১	৬৩৫০.১৮%
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	০০৯ দিনাজপুর-৪	৬১৩৮.৬৬%
মির্জা আজম	১৪০ জামালপুর-৩	৫৬২৩.৩৯%
মোঃ কামরুল ইসলাম	১৭৫ ঢাকা-২	৫৩৯০.৯৩%

৩.১০ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামা বিবেচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক–

১. দ্বাদশ সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২০ জন নারী, যা মোট নির্বাচিত সংসদ সদস্যের ৬.৬৭ শতাংশ।

২. ৮০ শতাংশের বেশি নির্বাচিত সদস্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, আর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন ১১ শতাংশ, মাধ্যমিক ২ শতাংশের কিছু বেশি।

৩. নতুন সংসদ সদস্যদের ৬৫.৩৪ শতাংশই ব্যবসায়ী, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ১৫ বছরের ব্যবধানে সংসদে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে ৮ শতাংশ।

৪. বছরে ১ কোটি টাকা বা তার চেয়ে বেশি আয় করেন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১১২ জন। শতকরা হিসেবে প্রায় ৩৮ শতাংশ।

৫. এবারের সংসদের সদস্যদের ৮৫ শতাংশই কোটিপতি (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে)। শত কোটিপতি সদস্য সংখ্যায় ১৫, সর্বোচ্চ প্রদর্শিত সম্পদমূল্য ১৩৪৫ কোটি টাকা। দ্বাদশ সংসদের সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য ২২,৭০০ কোটি টাকার বেশি।

৬. চারটি সংসদের সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা করলে দেখা যায়– দশম সংসদের তুলনায় একাদশ সংসদের সম্পদ বেড়েছে ৮৫ শতাংশের বেশি। একাদশের তুলনায় দ্বাদশ সংসদের সদস্যের সম্পদ বেড়েছে ৬৫ শতাংশের বেশি।

৭. দেশের আইন (ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, ২০২৩) একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমার (কৃষি জমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত হতে পারে) বাইরে জমি আছে ১৩ জন সংসদ সদস্যের কাছে। বাড়তি থাকা এসব জমির সর্বমোট পরিমাণ প্রায় ৮০০ একরের বেশি।

৮. দ্বাদশ সংসদের ৫২ শতাংশ সংসদ সদস্যেরই ঋণ বা দায় আছে। যার মোট পরিমাণ প্রায় ১০,৩৭৯ কোটি টাকার বেশি।

চতুর্থ অধ্যায়

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের হলফনামা বিশ্লেষণ

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ধারণার সূচনা ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে। সেখানে তিনশো নির্বাচনী এলাকায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধানের পাশাপাশি ১০ বছরের জন্য ১৫টি আসন কেবল নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। পরবর্তীতে সামরিক ফরমান দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র ৬ নম্বর সংশোধন আদেশ, ১৯৭৮ এর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ করা হয়। ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে নারী আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয় এবং ২০০৯ সালে ৪৫ থেকে তা ৫০ করা হয়। ২০১৮ সালে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ আরও ২৫ বছর বাড়ানো হয়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংরক্ষিত আসনে ৫০ মহিলা সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৪৮ জনই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের, আর বাকি দুজন প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের কার্যপরিধি ও এই সংরক্ষিত আসনের কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক অনেক পুরোনো। সংরক্ষিত আসনগুলো রাজনৈতিক দলসমূহের শীর্ষ নেতারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের সংসদে আনার পথ হিসেবে ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।[১] এরমধ্যে এবার জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হতে পারেননি এমন প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়ন দিয়ে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য করা হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামীলীগ থেকে এমন তিনজনকে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়, যাদের কেউ কেউ পূর্বে মন্ত্রী ছিলেন, ছিলেন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যও। আর সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও দু জনকে মনোনয়ন দেয়, যারা সাধারণ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েও পরাজিত হয়েছিলেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতদের হার বেশি। ৫০ সদস্যের ৪২.৪২ শতাংশই স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক ২৬.২৬ শতাংশ। হলফনামায় ৩.০৩ শতাংশ সদস্য নিজেদের স্বশিক্ষিত ও ১.০১ শতাংশ সদস্য নিজেদের স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হিসেবে উল্লেখ করেছেন (চিত্র-১)।

চিত্র-১ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

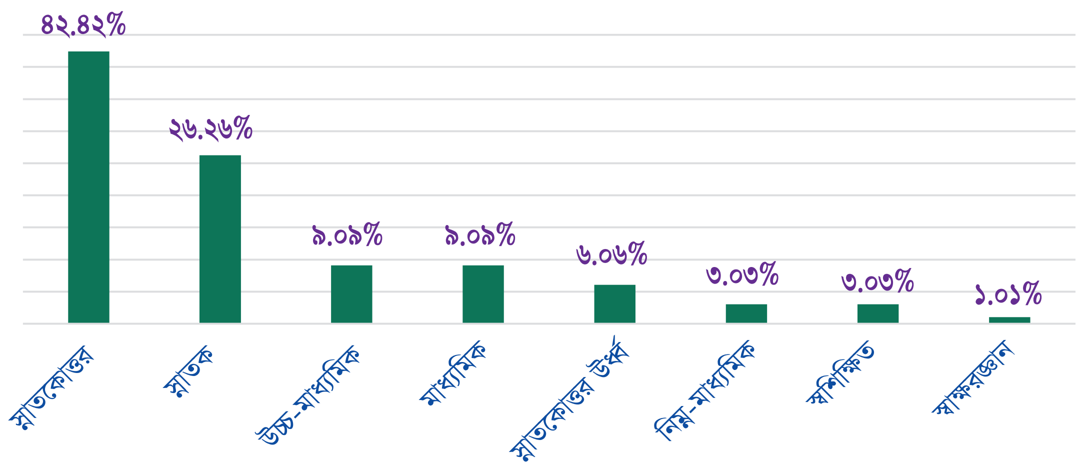

[১] https://www.bbc.com/bengali/articles/cw4mr3xrk7do

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জনগনের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের মতোই সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদেরও প্রধান পেশা ব্যবসা। সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের ৩০ শতাংশই ব্যবসায়ী। তবে এই হার একাদশ সংসদের তুলনায় কমেছে কিছুটা (একাদশ সংসদে ছিলো ৩৮ শতাংশ)। আশার বিষয় হলো, নিজেদের পেশা হিসেবে রাজনীতি উল্লেখ করেছেন এমন সদস্য একাদশ সংসদের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়েছে দ্বাদশ সংসদে। আগের নির্বাচনে যেখানে ১০ শতাংশ রাজনীতিবিদ সংরক্ষিত আসনের সদস্য হয়েছিলেন, এবার তা ২০ শতাংশ। একাদশ সংসদের তুলনায় শিক্ষক সংসদ সদস্য বাড়লেও কমেছে আইনজীবির হার (চিত্র-২)।

চিত্র-২ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের পেশা

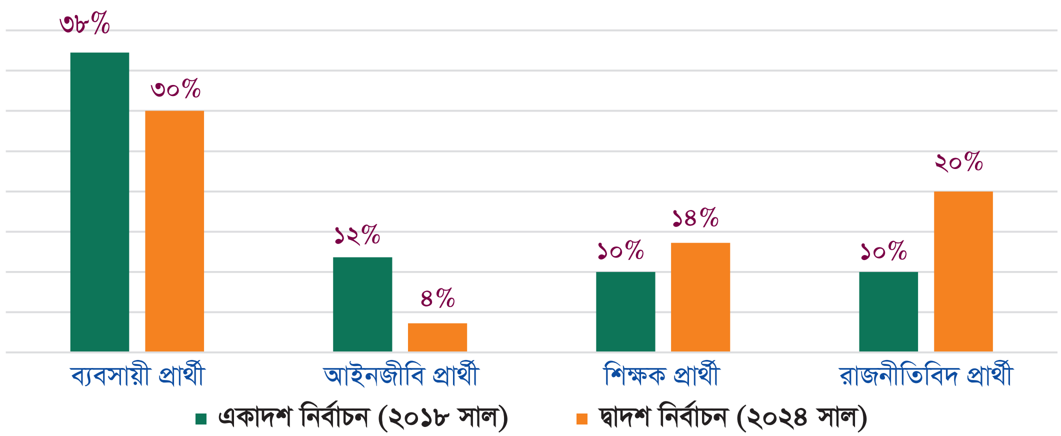

বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন সংরক্ষিত নারী সদস্যদের সংখ্যা একাদশ সংসদের তুলনায় দ্বাদশ সংসদে এসে দ্বিগুণ হয়েছে। একাদশ সংসদে ৫০ জন সংরক্ষিত নারী সদস্যের ১৬ জন বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করতেন, দ্বাদশ সংসদে এসে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ৩২ এ। অর্থাৎ একাদশ সংসদে নারী সদস্যের ৩২ শতাংশ ও দ্বাদশ সংসদে ৬৪ শতাংশ প্রার্থীই বছরে দশ লাখ টাকা বা তার বেশি আয় করেন (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ : বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন সংরক্ষিত নারী সদস্যদের সংখ্যা ও হার

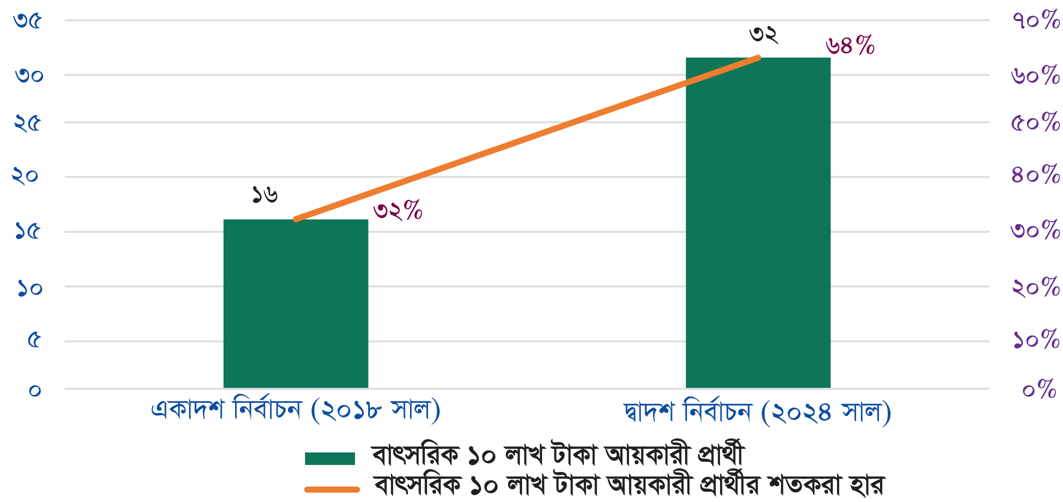

অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের ৫৮ শতাংশ সদস্যই কোটিপতি, সংখ্যার বিচারে তা ২৯ জন। একাদশ জাতীয় সংসদে এই হার ছিলো ৩৬ শতাংশ ও সংখ্যায় ১৮ জন (চিত্র-৪)। এর মধ্যে আবার ৬ শতাংশ বা ৩ জন সদস্যের সম্পদমূল্য ১০ কোটি বা তার বেশি। ১ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত সম্পত্তি রয়েছে ৫২ শতাংশ বা ২৬ জন সদস্যের (চিত্র-৫)।

চিত্র-৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে কোটিপতি সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা ও হার

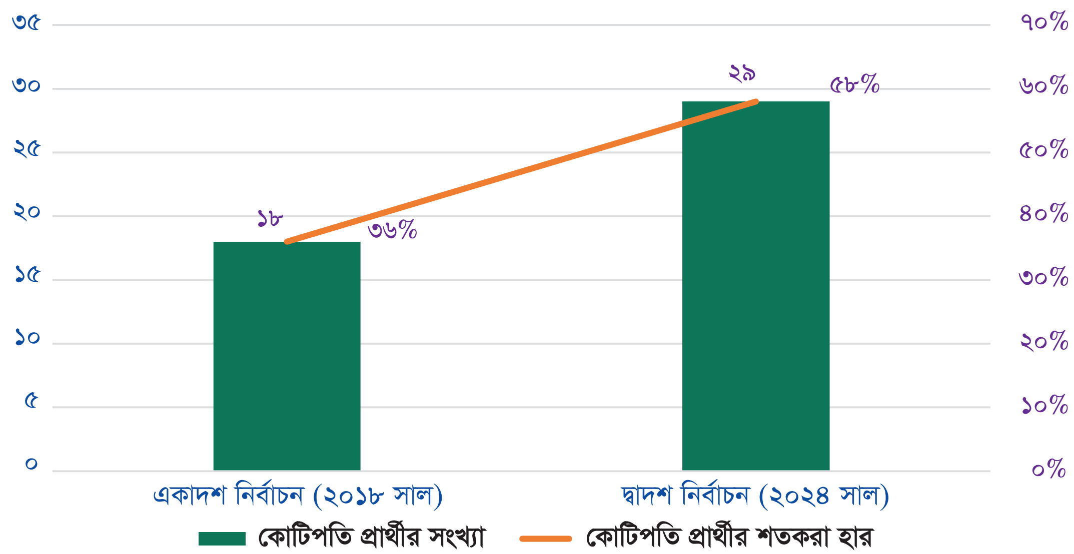

চিত্র-৫ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের অস্থাবর সম্পত্তির বণ্টন

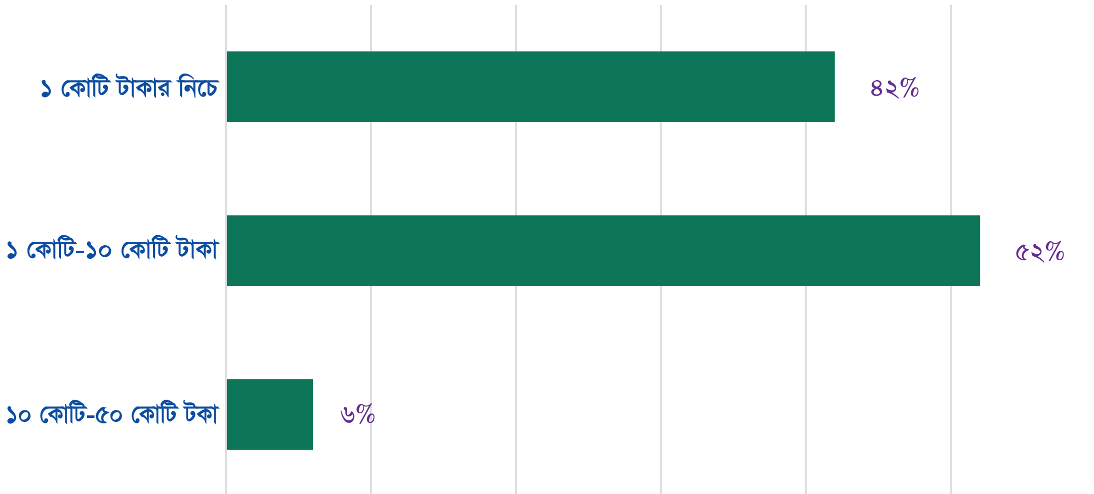

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে বাৎসরিক আয়ের বিচারে শীর্ষ দশ সদস্য বছরে অন্তত ৪০ লাখ টাকা আয় করেন আর শীর্ষ তিন সদস্যের বার্ষিক আয় অন্তত এক কোটি টাকা। তালিকায় সবার ওপরে থাকা শাম্মী আহমেদের আয় ১ কোটি ৩৬ লাখ ৯৬ হাজার ১৭১ টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা অপরাজিতা হকের আয় ১ কোটি ৩৬ লাখ ৭৩ হাজার ৭১৭ টাকা, তৃতীয় অবস্থানে থাকা তারানা হালিম বছরে আয় করেন ১ কোটি টাকা (সারণি-১)।

সারণি-১ : বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে শীর্ষ সংরক্ষিত আসনের সদস্য

সংসদ সদস্য	বাৎসরিক আয়
শাম্মী আহমেদ	১৩,৬৯৬,১৭১
অপরাজিতা হক	১৩,৬৭৩,৭১৭
তারানা হালিম	১০,০০০,০০০
জারা জাবীন মাহবুব	৯,০১৯,৬৪৯
শবনম জাহান	৭,৪৯৮,৬৮৪
আরমা দত্ত	৬,৫১৩,৮২৮
হাছিনা বারী চৌধুরী	৬,৩৩১,৩৯০
সালমা ইসলাম	৬,২১৩,৬০৬
ফজিলাতুন নেসা	৫,০০০,০৩২
কোহেলী কুদ্দুস	৪,৪৪১,৫৫১

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ অস্থাবর সম্পদের মালিক জাতীয় পার্টির সালমা ইসলাম, তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ২২.৯৮ কোটি টাকা। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা অপরাজিতা হকের মোট সম্পদ ১৩.০৫ কোটি টাকা। ১০ কোটি টাকার ওপর সম্পদ আছে তৃতীয় অবস্থানে থাকা শামীমা হারুনের, ১১.৫৬ কোটি টাকা। শীর্ষ দশে থাকা সকল সদস্যের ন্যূনতম অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৪ কোটি টাকা (সারণি-২)।

সারণি-২ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে শীর্ষ সংরক্ষিত আসনের সদস্য

সংসদ সদস্য	মোট অস্থাবর সম্পদ
সালমা ইসলাম	২২.৯৮ কোটি
অপরাজিতা হক	১৩.০৫ কোটি
শামীমা হারুন	১১.৫৬ কোটি
বেদৌরা আহমেদ সালাম	৮.৬০ কোটি
নাদিয়া বিনতে আমিন	৬.৭২ কোটি
শবনম জাহান	৫.৫৬ কোটি
ফরিদা ইয়াসমিন	৫.৪০ কোটি
শাম্মী আহমেদ	৪.৬৩ কোটি
ওয়াসিকা আয়শা খান	৪.০৯ কোটি
ফজিলাতুন নেসা	৪.০৩ কোটি

হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিচারে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যের সম্মিলিত ঋণের পরিমাণ ২৫ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার ৩৬৫ টাকা। যা একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যের সম্মিলিত ঋণের ১০ ভাগেরও কম। একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যের সম্মিলিত ঋণের পরিমাণ ছিলো ২৮১ কোটি ৮৩ লাখ ৯২ হাজার ৫০ টাকা। সম্মিলিত ঋণের পরিমাণ বিপুল হারে কমলেও, ঋণগ্রস্ত সদস্যের হার বেড়েছে। একাদশ সংসদে ঋণগ্রস্ত সদস্য ছিলো ১৪ জন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে তা ১৭ জন (চিত্র-৬)।

চিত্র-৬ : সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের ঋণ

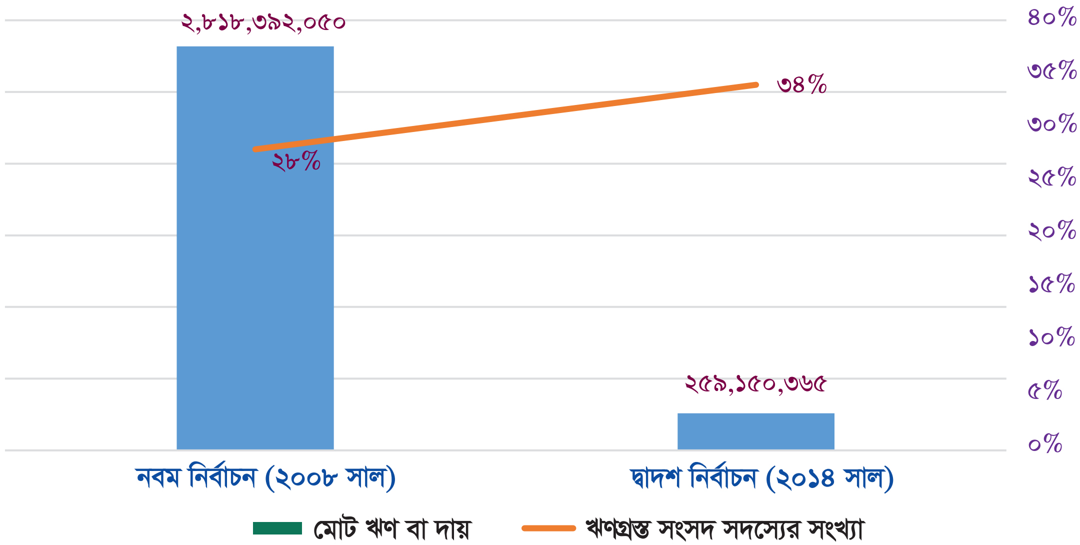

২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেওয়া হলফনামা ও ২০২৪ সালের হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে তিনশ শতাংশের বেশি আয় বেড়েছে সংরক্ষিত আসনের দুই সদস্যের। তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন আরমা দত্ত। তার আয় বেড়েছে ৩২২.৯৮ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা অপরাজিতা হকের আয় বেড়েছে ৩১৫.৭৮ শতাংশ। আয় একটুও না বাড়লেও, পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি সম্পদ বেড়েছে ফরিদা খানমের। ৯২৫.১১ শতাংশ সম্পদ বেড়েছে তার। ১১৭.০৮ শতাংশ সম্পদ বেড়েছে ওয়াসিকা আয়শা খানের। তবে এই সদস্যদের স্বামী ও নির্ভরশীলদের আয় বা সম্পদ বাড়েনি এই পাঁচ বছরে, ক্ষেত্রবিশেষে তা কমেছে (সারণি-৩)

সারণি-৩ : সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির হার

প্রার্থী	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি	২০১৮ সালের তুলনায় স্বামী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধি	২০১৮ সালের তুলনায় স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
আরমা দত্ত	৩২২.৯৮%	২৯.১০%		
অপরাজিতা হক	৩১৫.৭৮%	-৭৯.৯০%		-৭৬.৫৪%
শবনম জাহান	৪৩.২২%	৪৬.১১%	-১০০%	১৯.০৩%
ফজিলাতুন নেসা	৪০.৭৩%	৬৫.৭২%		

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

প্রার্থী	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি	২০১৮ সালের তুলনায় স্বামী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধি	২০১৮ সালের তুলনায় স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
ওয়াসিকা আয়শা খান	৬.৭৩%	১১৭.০৮%	-১০০%	১৪৪.৩৯%
ফরিদা খানম	০.০০%	৯২৫.১১%		-১০০%
সালমা ইসলাম	-১০.৮৫%	-৫০.৪২%		-১০০%
নাহিদ ইজাহার খান	-৭৯.৬৫%	-৫১.৪৪%	-১০০%	-৫০.৭৬%

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের গড় আয় একাদশ সংসদের তুলনায় তাদের নির্ভরশীলদের থেকে বেড়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের গড় আয় ছিলো প্রায় ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের গড় আয় ছিলো প্রায় তিনগুণ, টাকার অঙ্কে প্রায় ১৬ লাখ টাকা। দ্বাদশ সংসদে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের গড় আয় ১০ লাখ ৯৩ হাজার টাকার বেশি। অন্যদিকে তাদের ওপর নির্ভরশীলদের গড় আয় ১০ লাখ ৬৫ হাজার টাকার কিছু বেশি (চিত্র ৭)।

চিত্র-৭ : সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের গড় আয়ের তুলনা

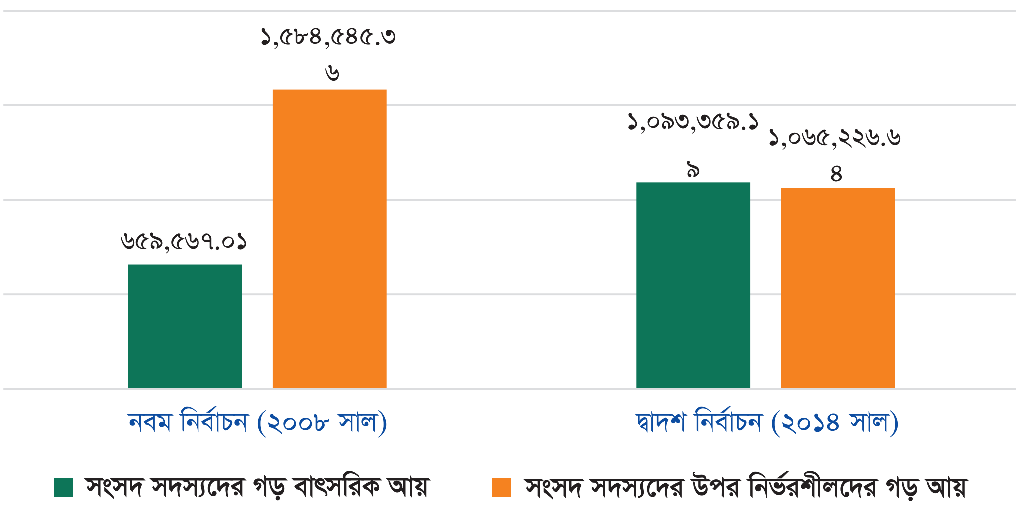

নোট

নোট

হলফনামায়
প্রার্থী পরিচিতি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি সুশাসিত দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ডেটাভিত্তিক গবেষণা, বিশ্লেষণ ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। ডেটাভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ছয় হাজার হলফনামায় প্রার্থীদের দেওয়া আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে "হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি" ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিআইবির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে এই পুস্তকটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করলেও, তা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার কার্যক্রম হিসেবে রয়ে গেছে। নির্বাচনী হলফনামার তথ্যের সত্যতা, সামঞ্জস্যতা যাচাই বা প্রাপ্ত তথ্য সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহযোগিতা করে এমনভাবে উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ দেখা যায় না। এমন বাস্তবতায় বড় পরিসরে হলফনামার সকল তথ্যকে আরো বিশ্লেষণযোগ্যভাবে সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার অংশ হিসেবে হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করা ও প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের জন্য কী বার্তা দেয়– তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এই প্রয়াস।

ISBN Number: 978-984-35-6758-1
978-984-35-6758-1

Transparency International Bangladesh (TIB)
MIDAS Centre (Level 4 & 5), House-5, Road-16 (New) 27 (Old)
Dhanmondi, Dhaka -1209, Bangladesh
Phone: +88 02 41021267-70, Fax: +88 02 41021272
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh